মুসলিম বিশ্বের উলামা-মাশায়েখ সমর্থিত এবং কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাকুল মাদারিস বাংলাদেশ) কর্তৃক পাঠ্য পুস্তক হিসাবে নির্ধারিত।

সহজ কাছাছুন নাবিয়্যীন

[তরজমা, তাহকীক, তারকীব
ও তামরীন সংবলিত]

তৃতীয় খন্ড

মূল

হযরত মাওলানা
সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)

অনুবাদ

মাওলানা আশরাফ হালীমী
উস্তাদ, মাদরাসাতুল মাদীনাহ ঢাকা

আল-কাউসার প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার
১১, বাংলাবাজার
ফোন- ৭১৬৫৪৭৭

পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার ঢাকা
মোবা. ০১৭১৬৮৫৭৭২৮

প্রকাশক

জান্নাত ও নুসরত
বাসা নং -২১৭, ব্লক "ত"
মিরপুর -১২, পল্লবী, ঢাকা

সংশোধিত সংস্করণ
জুলাই -২০০৮ ঈ.

মূল্য

মূল্য : ১৫০ টাকা মাত্র।

অঙ্গসজ্জা
আল-কাউসার কম্পিউটারস

মূদ্রণঃ
বনফুল প্রিন্টিং প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রিন্টিং ঃ
মুহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস.
লালবাগ-ঢাকা

الإهـــداء

أتـشـرف بـتـقـديـم هـذه الـتـحـفـة الـمـتـواضـعـة

إلـى مـن ذكـرت سـلـفـنـا الـصـالـح بـرؤيـتـه ورغـبـت فـى عـلـومـهـم مـن صـحـبـتـه عـرفـت الـعـلـم وقـيـمـتـه فـى حـلـقـة درسـه فـآثـرت طـلـب الـعـلـم عـلـى طـلـب الـمـال .

يـضـرب بـه الـمـثـل فـى رقـة حـاشـيـتـه ويـشـبـه بـالـجـبـل فـى صـبـره واسـتـقـامـتـه إلـى أسـتـاذى الـجـلـيـل صـاحـب الـمـكـان الـرفـيـع

شـيـخ الـحـديـث الـعـلامـة عـبـد الـحـى بـهـاريـورى (بارك الله فى أجله)

رجاء شفقته الوافرة ودعواته الصانحة،

أشرف الحليمى

ভূমিকা

গবেষক 'আলিম ও দা'ঈ সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী রহ. এর পরিচয় আমি লাভ করেছি তাঁর ব্যক্তি সত্তা ও লিখনি শক্তির মাধ্যমে। আমি তার মাঝে সন্ধান পেয়েছি প্রকৃত মুসলিম হৃদয়ের এবং প্রকৃত মুসলিম মস্তিষ্কের। তার মাঝে আমি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান লাভ করেছি, যিনি ইসলামের অতি উৎকৃষ্ট উপলব্ধি নিয়ে ইসলামকে অবলম্বন করে ইসলামের জন্যই জীবন ধারণ করেন। উল্লিখিত পুস্তিকার এই মুদ্রণের ভূমিকা প্রসঙ্গে আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই সাক্ষ্য প্রদান করছি। বলা বাহুল্য যে, নবী কাহিনীর এই শিশু তোষ গ্রন্থখানি অবয়বে ক্ষুদ্র হলেও ইসলামী দা'ওয়াতের ময়দানে তা সায়্যিদ আবূল হাসান 'আলী নদবী ও তার সুযোগ্য সঙ্গীদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক কর্ম। কেননা শুধু বড়দের কাছেই নির্মল অবয়বে ইসলাম পৌঁছা যথেষ্ট নয়। বরং ছোটদের কোমল হৃদয়ে এই খোরাকের আরও বেশি প্রয়োজন। যেন তারা বেড়ে উঠে হৃদয় মনে ঈমানের অপার্থিব স্বাদ গ্রহণ করে এবং ঈমানী নূরে নূরান্বিত আত্মার গভীরে ঈমানী প্রফুল্লতার গভীর অনুভব নিয়ে।

আর এক্ষেত্রে গল্প কাহিনীই হল প্রথম উপাদান, যা ঐ সকল কচি কাঁচাদের কোমলও নির্মল হৃদয় সাদরে গ্রহণ করে। আর বক্ষ্যমান পুস্তিকাটি ছোটদের উদ্দেশ্যে সংকলিত হলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বড়দের অনেকেরই তা পাঠ করা প্রয়োজন। কারণ তাদের অনেকেই উপনিবেশিক এবং মিশনারী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা অর্জন করেছে। আর সেই শিক্ষা থেকে কুরআনের সে সকল কাহিনী এবং তার গভীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তার পরিমার্জিত ও প্রভাবক ঈমানী পরিবেশ সম্পর্কে তারা কিছুই জানতে পারেনি। কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এ বিষয়গুলো সবই উপস্থাপিত হয়েছে।

বহু শিশু তোষ গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ আমার হয়েছে। (যার মাঝে বিভিন্ন নবী কাহিনীও রয়েছে) এছাড়া মিসরে কুরআন নির্ভর এক গুচ্ছ "ধর্মীয় শিশু কাহিনী" সংকলনে আমি এক সময় অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আর এসব অভিজ্ঞতার পর আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সৌজন্য প্রকাশার্থে নয়, শুধু মাত্র সত্যকে স্বীকৃতি দিতে যে, সায়্যিদ

আবূল হাসান কর্তৃক সংকলিত নবী কাহিনী সবচে' পূর্ণাঙ্গ। কারণ তাতে রয়েছে কোমল শিশু তোষ দিক নির্দেশনা এবং কাহিনীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ঘটনাবলির সুস্পষ্ট বর্ণনা। এ ছাড়া আরও রয়েছে শিশুতোষ কাহিনীর উপযোগী কুশলী লিখনির সুসংযোজন। কিন্তু গল্প কাহিনীর বাহ্যিক অবয়বে এ সকল কাহিনী মূলত ছোট বড় সকলের হৃদয়েই দাগ কাটে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঈমানী শিক্ষার পয়গাম পৌছে দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা সায়্যিদ আবূল হাসানকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং তার তাওফীক বৃদ্ধি করুন। তাঁর মাধ্যমে তিনি উঠতি প্রজন্মকে সুপথ প্রদর্শন করুন। যারা আজ ঝঞ্ঝা কবলিত, যাদের চলার পথ কন্টকপূর্ণ এবং যাদের চতুর্দিকে আজ অন্ধকারের ঘনঘটা, তাদের আজ বড় প্রয়োজন সঠিক পথ নির্দেশ, উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা, সঠিক তত্ত্বাবধান এবং তাদের জন্য উৎসর্গিত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা।
আল্লাহ্ই একমাত্র তাওফীক দাতা।

হাল্ওয়ান- কায়রো,
১৪ রবিউছছানী ১৩৭৩ হিঃ

সায়্যিদ কুত্ব
(বিশিষ্ট গবেষক 'আলেম ও দা'ঈ)

অনুবাদকের অনুভূতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখার জগতে তাকালে আমরা লেখকদের তিনটি শ্রেণী দেখতে পাই। প্রথম শ্রেণী হলো, লেখা যাদের নেশা, দ্বিতীয় শ্রেণী হলো, লেখা যাদের পেশা, আর তৃতীয় শ্রেণী হলো, লেখা যাদের নেশা ও পেশা। আলোচ্য তিনটি শ্রেণী লেখার প্রতি তেমনই অনুরাগী, যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাবারের প্রতি এবং তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানীয়ের প্রতি অনুরাগী। এরা সকলেই আরামকে হারাম করে এবং দিন রাত একাকার করে লেখার কাজে বিভোর থাকে। তাদের না আছে শরীর স্বাস্থ্যের ফিকির, না আছে নাওয়া-খাওয়ার যিকির। যখনই সুযোগ পায় কাগজ কলম নিয়ে বসে যায়, আর ঘন্টার পর ঘন্টা এবং পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যায়। ফলে পাঠকরা তাদের প্রশংসা করে এবং প্রকাশকরা তাদের সমাদর করে। কারণ তারা যথা সময়ে উভয়ের অর্থ লিপ্সা ও জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করে। কিন্তু আমি হলাম উপরোক্ত তিন শ্রেণী বহির্ভূত অদ্ভূত এক লেখক। লেখা আমার নেশা ও নয় পেশাও নয়, বরং লেখার প্রতি রয়েছে আমার চরম বিরক্তি ও হতাশা। তাই পঠন-পাঠনকে মূল কাজ এবং লেখা-লেখিকে আনুষাঙ্গিক কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছি। সুতরাং আমার ক্ষেত্রে বলা যায় "লেখার ঘোড়ায় চড়িয়া আমি হাঁটিয়া চলি।" এতে প্রকাশকগণ যেমন আমার প্রতি রুষ্ট হন, তেমনি পাঠকমহল আমার প্রতি বিরক্ত হন।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা তিলকে তাল করে বয়ান করার কারণ হলো, কাসাসুন নাবিয়্যীন প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের শরাহ্ প্রকাশিত হওয়ার পর প্রকাশক ও পাঠকদের পক্ষ থেকে অব্যাহত তাকীদ ও তাগাদা সত্ত্বেও আমার পক্ষ থেকে অকল্পনীয় ও অমার্জনীয় বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। তাই নানান অজুহাত পেশ করে পাঠকদের করুণা ও প্রকাশকের মার্জনা লাভের চেষ্টা করছি মাত্র।

তবে এক্ষেত্রে মৌলিক কথা হলো, আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন তখন মানুষ কাজ করে। কিন্তু মানুষ যখন ইচ্ছা করে তখন সে কাজ করেনা। তাই আমাদের স্থির বিশ্বাস হলো, প্রতিটি কাজ সময় মতই হয়, আগেও হয়না এবং পরেও হয়না। যাই হোক, অনেক বিলম্বে হলেও কিতাবটি যে আলোর মুখ দেখেছে, সেজন্য মাওলার দরবারে আমি বেহদ শোকর গুজার।

আলোচ্য গ্রন্থটি সাহিত্য গগণের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং মুসলিম উম্মার অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শক সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদাভী (রাহঃ) এর লিখিত ছোটদের নবী কাহিনী সিরিজ তৃতীয় খন্ডের সরল অনুবাদ ও সাবলীল ব্যাখ্যা। এতে হুবহু প্রথম খন্ডের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল পাঠের পূর্বে প্রয়োজনীয় শব্দার্থ, অতঃপর সংশ্লিষ্ট তরজমা, তারপর তারকীব ও শেষে প্রশ্নমালা সহকারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। মূল কিতাবে হযরত ইয়া'কূব (আঃ) এর স্বপরিবারে মিসর গমন এবং সেখানে স্থায়ী আবাস ও পরলোক গমন ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তদুপরি বনী ইস্‌রাঈলের পূর্বাবর অবস্থা এবং খোদার দাবীদার ফির'আওন এবং হকের প্রচারক মূসা (আঃ) এর মাঝে সংঘটিত ঘটনাবলী অতি চমৎকার ও রসাল ভাষায় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ফলে পূর্বেকার দুটি খন্ডের তুলনায় এই খন্ডটি মান ও পরিমাণে অগ্রগামী হয়েছে। বিশেষত কোরআনের আয়াত সমূহের অধিক ব্যবহার এই খন্ডটিকে আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

উল্লেখ্য, আমি এই কিতাবখানা আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাদানী নেসাবের প্রবর্তক হযরত মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ (দামাত বারাকাতুহুম) এর নিকট পড়েছি। সুতরাং এতে যা কিছু গ্রহণীয় আছে তার সবটুকু কৃতিত্ব তাঁর এবং যা কিছু বর্জনীয় আছে তার সবটুকু ব্যর্থতা আমার। আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরতকে উত্তম বিনিময়ে তৃপ্ত করুন। পরিশেষে আল্লাহ্ পাকের নিকট আমার সকাতর আবেদন, যেন কিতাব খানা কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে আরবী সাহিত্য পিপাসু ছাত্রদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

আশরাফ হালিমী
শিক্ষক
মাদরাসাতুল মাদীনা ঢাকা-১২১১

কোরআনের আলো

نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ

أَحۡسَنَ الۡقَصَصِ

আমি তোমাকে সুন্দরতম কাহিনী শুনাবো।

-আল্‌ কোরআন

اَلْجُزْءُ الثَّالِثُ

قِصَّةُ مُوسٰى

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

সূচীপত্র

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১)

মওসুফ حَلَبًا (ض) দুধ দোহন করা। حَلِيْبٌ - দুধ। صُوْفٌ ব-ব أَصْوَافٌ - (বকরীর) পশম। صُوْفِيٌّ-পশমী। رِدَاءٌ صُوْفِيٌّ - পশমী চাদর। وَبَرٌ ব-ব أَوْبَارٌ (উট ও খরগোশের) পশম। عَبْدٌ ব-ব عَبِيْدٌ - দাস। أَمَةٌ - ব-ব إِمَاءٌ-দাসী। اِسْتِعْبَادًا - দাস বানানো। اَلْإِنْسَانُ أَسِيْرُ عَادَتِهٖ-মানুষ অভ্যাসের দাস। اِسْتِقْبَالًا - অভ্যর্থনা জানানো। اَلْقِبْلَةُ - কেবলামুখী হওয়া। شَفِيْقٌ ব-ব شُفَقَاءُ স্নেহশীল। شَفَقًا (عَلَيْهِ س) স্নেহ করা। مَجِيْدٌ/مَاجِدٌ-সম্মানিত। مَجْدًا (ن)– সম্মানিত হওয়া। تَمْجِيْدًا - সম্মানিত করা। خَادِمٌ - ব-ব خَدَمٌ সেবক। مَخْدُوْمٌ - সেবিত। مَنْ خَدَمَ خُدِمَ - সেবায় সেবা মিলে। وَطَنٌ ব-ব أَوْطَانٌ - স্বদেশ। حُبُّ الْوَطَنِ- স্বদেশ প্রেম। اِسْتِيْطَانًا - বসতি স্থাপন করা। كَرِيْمٌ - ব-ব كِرَامٌ - সম্মানিত, মহৎ। نِعْمَةً (ف) بِهٖ উপভোগ করা।

مِنْ كَنْعَانَ إِلٰى مِصْرَ

اِنْتَقَلَ يَعْقُوْبُ "عَلَيْهِ السَّلَامُ" إِلٰى مِصْرَ وَانْتَقَلَ مَعَهٗ أَوْلَادُهٗ - اِنْتَقَلُوْا إِلٰى مِصْرَ لِأَنَّ يُوْسُفَ بْنَ يَعْقُوْبَ "عَلَيْهِ السَّلَامُ" هُوَ سَيِّدُ مِصْرَ، يَأْمُرُ وَ يَنْهٰى فِيْهَا- وَكَانُوْ فِىْ كَنْعَانَ يَرْعَوْنَ الْغَنَمَ وَيَحْلِبُوْنَ الشَّاةَ وَيَبِيْعُوْنَ الصُّوْفَ - وَعَبِيْدُ يُوْسُفَ وَخَدَمُهٗ يَأْكُلُوْنَ وَيَنْعَمُوْنَ فِىْ مِصْرَ فَمَا يَصْنَعُوْنَ فِىْ كَنْعَانَ؟ وَلِمَاذَا لَايَذْهَبُوْنَ إِلٰى مِصْرَ؟ أَرْسَلَ يُوْسُفُ إِلٰى يَعْقُوْبَ وَأَهْلِهٖ وَطَلَبَهُمْ مِنْ كَنْعَانَ- وَكَانَ يُوْسُفُ لَايَطِيْبُ لَهٗ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ حَتّٰى يَرٰى أَبَاهُ وَإِخْوَتَهٗ - وَكَيْفَ يَطِيْبُ لَهٗ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، وَكَيْفَ يَطِيْبُ لَهٗ عَيْشٌ وَهُوَ وَحِيْدٌ فِىْ مِصْرَ؟ وَمَاذَا يَصْنَعُ بِالْقُصُوْرِ وَأَبُوْهُ وَإِخْوَتُهٗ فِىْ بَيْتٍ صَغِيْرٍ فِىْ كَنْعَانَ؟ وَجَاءَ يَعْقُوْبُ وَأَوْلَادُهٗ إِلٰى مِصْرَ

فَاسْتَقْبَلَهُمْ يُوْسُفُ وَفَرِحَ بِهِمْ فَرَحًا عَظِيْمًا - وَاسْتَقْبَلَتْ مِصْرُ أُسْرَةَ سَيِّدِهَا وَأُسْرَةَ مَلِكِهَا الْكَرِيْمِ وَفَرِحَتْ بِهَا فَرَحًا عَظِيْمًا - وَأَحَبَّ أَهْلُ مِصْرَ هٰذَا الْبَيْتَ الْكَرِيْمَ ، لِأَنَّهُمْ يُحِبُّوْنَ يُوْسُفَ لِكَرَمِهٖ وَإِحْسَانِهٖ إِلَى النَّاسِ - وَلِأَنَّهُمْ رَأَوْا فِيْ يُوْسُفَ أَخًا نَاصِحًا شَفِيْقًا، فَرَأَوْا فِيْ يَعْقُوْبَ وَالِدًا مَا جِدًا كَرِيْمًا - وَكَانَ يَعْقُوْبُ كَبِيْرَ الْبِلَادِ، وَشَيْخَ مِصْرَ، وَكَانَ أَهْلُ مِصْرَ لَهٗ كَالْأَبْنَاءِ -وَطَابَتْ لِيَعْقُوْبَ وَأَبْنَائِهٖ الْإِقَامَةُ فِيْ مِصْرَ وَصَارَتْ لَهُمْ وَطَنًا -

কেনান থেকে মিসর গমন

ইয়া'কূব (আঃ) স্বপরিবারে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কেননা ইউসুফ ইবন ইয়া'কূব হলেন মিসরের শাসন কর্তা। সেখানে তাঁর আদেশ-নিষেধ কার্যকর হয়। তারা কেনানে মেষ চরায়, আর মেষের দুধ ও পশম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। অথচ ইউসুফের (আঃ) দাস-দাসীও চাকর-বাকররা মিসরে ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করে। এমতাবস্থায় তাদের কেনানে থাকার ফায়দা কি? মিসর আসতে বাধা কোথায়? তাই ইউসুফ (আঃ) দূত পাঠিয়ে তাঁর পিতা ও পরিবারের সকলকে মিসরে তলব করলেন। কেননা পিতা-মাতার বিরহে তার পানাহার ইত্যাদি কিছুই ভাল লাগছিলনা। অবশ্য ভাল না লাগাই সঙ্গত, কারণ মিসরে তিনি নিঃসঙ্গ। পিতা ও ভাইদেরকে কেনানের কুটিরে রেখে তিনি মিসরের রাজ্য প্রাসাদে থেকে কী করবেন? অবশেষে ইয়া'কূব (আঃ) ও তাঁর সন্তানরা মিসর পৌঁছলো। ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাদেরকে পেয়ে অশেষ আনন্দিত হলেন। একই সাথে সমগ্র মিসরবাসী তাদের প্রাণ প্রিয় নেতা ও মহামান্য বাদশার পরিবারকে স্বাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং তাদেরকে পেয়ে সীমাহীন খুশী হলেন। মানুষের প্রতি ইউসুফের (আঃ) সদাচার ও মহানুভবতার ফলে মিসরবাসী রাজ পরিবারকে খুব ভালবাসলো। তদুপরি ইউসুফ (আঃ)কে তাদের একজন স্নেহশীল ও সুভাকাঙ্ক্ষী ভাই হিসাবে পেয়েছিল। এখন পুনরায় ইয়া'কূব (আঃ) কে তাদের একজন সম্মানিত ও দয়ালু পিতা হিসাবে পেয়ে গেল। ইয়া'কূব (আঃ) মিসরের সর্বাধিক বয়স্ক ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। আর মিসরবাসী ছিল তাঁর সন্তানতুল্য। মিসরের প্রবাস জীবন ইয়া'কূব (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের মনঃপুত হলো। ফলে মিসরকে তাদের স্বদেশ বানিয়ে নিলেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَعُبَيْدُ يُوسُفَ وَخَدَمُهُ يَأْكُلُونَ وَيَنْعَمُونَ فِي مِصْرَ)

(واو) হালিয়া, (عُبَيْدُ يُوسُفَ) মা'তুফ 'আলাইহ, (واو) হরফে 'আতফ, (خَدَمُهُ) মা'তুফ, উভয় মিলে মুবতাদা। (يَأْكُلُونَ) জুমলা হয়ে মা'তুফ 'আলাইহি, (واو) হরফে 'আতফ, (يَنْعَمُونَ فِي مِصْرَ) জুমলা হয়ে মা'তুফ, উভয় মিলে খবর। অবশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের যমীর থেকে হাল হয়েছে।

(حَتّٰى) - حَتّٰى এর কয়েকটি তারকীব হতে পারে। যথা

(১) حَتّٰى হলো حَرْفُ الْجَرِّ এ অবস্থায় কোন কিছুর শেষ সীমা বুঝাবে।

যথা صُمْتُ حَتّٰى غُرُوبِ الشَّمْسِ - (صَامَ) ফেয়েল (ت) ফায়েল, (حَتّٰى) হরফে যর, (غُرُوبِ الشَّمْسِ) মুরাক্কাবে ইজাফী হয়ে মাজরুর, তারপর উভয়ে মিলে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়েছে। অবশেষে ফেয়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লেক মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(২) حَرْفُ الْعَطْفِ যথা (مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ)

(مَاتَ) ফে'য়েল, (اَلنَّاسُ) মা'তুফ 'আলাইহ, (حَتّٰى) হরফে 'আতফ, (الأَنْبِيَاءُ) মা'তুফ। উভয়ে মিলে ফা'য়েল, অবশেষে ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(৩) حَرْف اِبْتِدَا যথা نَامَ التَّلَامِيذُ حَتَّى الْمُعَلِّمُونَ نَائِمُونَ

(نَامَ) ফে'য়েল, (اَلتَّلَامِيذُ) ফা'য়েল, উভয় মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে। (حَتّٰى) হরফে ইব্‌তেদা, (اَلْمُعَلِّمُونَ) মুবতাদা, (نَائِمُونَ) খবর, উভয় মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

(৪) نَاصِبَة অর্থাৎ حَتّٰى এর পরে أَنْ উহ্য থেকে ফে'য়েলে মুজারেকে নসব দান করে। যথা (اَلْعِلْمُ لَا يُعْطِيكَ بَعْضَهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ كُلَّكَ)

(اَلْعِلْمُ) মুবতাদা, (لَا) হরফে নাফী, (يُعْطِي) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর هُوَ ফা'য়েল, (كَ) প্রথম মাফ'উলে বিহী, (بَعْضَهُ) দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী, (حَتّٰى) হরফে যর, তারপরে (أَنْ) উহ্য রয়েছে। (تُعْطِيَهُ كُلَّكَ) اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়ে উহ্য أَنْ দ্বারা মাছদার হয়ে মাজরুর হয়েছে।

জার-মাজরূর মিলে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়েছে। তারপর ফে'য়েল, ফা'য়েল, উভয় মাফ'উলে বিহী ও মুতা'য়াল্লেক মিলে খবর, পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) إِلَى أَيْنَ انْتَقَلَ يَعْقُوبُ وَأَبْنَاؤُهُ؟

(٢) مِنْ أَيْنَ انْتَقَلُوا إِلَى مِصْرَ؟

(٣) لِمَ انْتَقَلَ يَعْقُوبُ مَعَ أَوْلَادِهِ إِلَى مِصْرَ؟

(٤) مَاذَا كَانَ يَصْنَعُ يُوسُفُ فِي مِصْرَ؟

(٥) عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ يَعْقُوبُ وَأَبْنَاؤُهُ فِي كَنْعَانَ؟

(٦) عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَتْ عَبِيدُ يُوسُفَ وَخَدَمُهُ فِي مِصْرَ؟

(٧) كَيْفَ كَانَتْ حَالُ يُوسُفَ قَبْلَ أَنْ يَرَى أَبَاهُ وَأُمَّهُ؟

(٨) لِمَاذَا لَمْ يَطِبْ لِيُوسُفَ طَعَامٌ وَشَرَابٌ؟

(٩) أَكَانَ يُوسُفُ مَرِيضًا؟

(١٠) كَيْفَ زَالَتْ مِنْ حَيَاةِ يُوسُفَ لَذَّةُ الْعَيْشِ وَحَلَاوَةُ الطَّعَامِ؟

(١١) هَلْ نَسِيَ يُوسُفُ وَالِدَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَوَلَّى الْمُلْكَ؟

(١٢) أَيْنَ عَاشَ يُوسُفُ وَأَيْنَ عَاشَ وَالِدَاهُ؟

(١٣) لِمَ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَلْبُ يُوسُفَ فِي قَصْرِ الْمَلِكِ؟

(١٤) مَاذَا فَعَلَ يُوسُفُ لَمَّا جَاءَ وَالِدَاهُ وَإِخْوَتُهُ؟

(١٥) لِأَيِّ شَيْءٍ أَحَبَّ أَهْلُ مِصْرَ هٰذَا الْبَيْتَ الْكَرِيمَ؟

(١٦) أَيْنَ اسْتَوْطَنَ يَعْقُوبُ وَأَوْلَادُهُ وَلِمَ؟

(شَرْحُ الْكَلِمَاتِ) (২)

دَفْنًا (ض) اَلْمَيِّتَ - কবর দেওয়া। (شَيْئًا) - লুকানো। دَفِيْنٌ / مَدْفُوْنٌ - সমাধিস্থ, প্রোথিত। دَاءٌ دَفِيْنٌ - অনেক পুরাতন রোগ। دَفِيْنَةٌ ব-ব - دَفَائِنُ - গুপ্তধন। سَوَاءٌ - সমান, বরাবর। وُجُوْدُكَ وَعَدَمُكَ سَوَاءٌ - তোমার থাকা না থাকা বরাবর। تَعْزِيَةٌ - সান্ত্বনা দেওয়া, শোক প্রকাশ

করা। خَسَارَةٌ (س) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। خَسِرَتِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ - উভয় কুল
হারিয়েছো। تَخْسِيْرًا - ক্ষতিগ্রস্ত করা। عَدْلاً (ض) -ন্যায় বিচার করা।
عَادِلٌ - ন্যায় পরায়ণ। اِعْتِدَالاً - মধ্য পন্থা অবলম্বন করা। هَوَاءٌ مُعْتَدِلٌ -
অনুকূল বায়ু। إِرَاحَةٌ - শান্তি দেওয়া। إِغَاثَةٌ - সাহায্য করা। اِسْتِغَاثَةٌ -
সাহায্য চাওয়া। هَيْئَاتٌ ব-ব هَيْئَةٌ – সংস্থা, সংগঠন هَيْئَةُ الإِغَاثَةِ
الْعَالَمِيَّةِ -আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা। هَيْئَةُ الإِذَاعَةِ الْبَرِيْطَانِيَّةِ - বি.
বি. সি। هَيْئَةُ الأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ - জাতি সংঘ। إِجَارَةٌ - আশ্রয় দেওয়া,
مُجِيْرٌ – আশ্রয় দাতা। مَشَاعِرُ ব-ব مُشْعِرٌ অনুভূতি।।

بَعْدَ يُوْسُفَ

وَبَعْدَ مُدَّةٍ مَاتَ يَعْقُوْبُ فَحَزِنَ عَلَيْهِ يُوْسُفُ وَحَزِنَ عَلَيْهِ أَهْلُ مِصْرَ - وَدَفَنُوْا الشَّيْخَ فِيْ مِصْرَ وَكَأَنَّهُمْ فَقَدُوْا أَبَاهُمْ - وَبَعْدَ مُدَّةٍ مَاتَ يُوْسُفُ أَيْضًا فَكَانَ يَوْمًا عَلٰى أَهْلِ مِصْرَ شَدِيْدًا -وَحَزِنَ عَلَيْهِ أَهْلُ مِصْرَ حُزْنًا شَدِيْدًا وَبَكَوْا عَلَيْهِ بُكَاءً طَوِيْلًا - وَنَسِيَ النَّاسُ أَحْزَانَهُمْ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَبْلَ هٰذَا الْيَوْمِ - وَدَفَنُوْا يُوْسُفَ أَيْضًا وَعَزَّى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَكَانُوْا فِيْ يُوْسُفَ سَوَاءً -كُلُّ صَغِيْرٍ فَقَدَ أَبَاهُ وَكُلُّ كَبِيْرٍ فَقَدَ أَخَاهُ - وَمَشَى النَّاسُ إِلٰى إِخْوَةِ يُوْسُفَ وَأَبْنَائِهِمْ يُعَزُّوْنَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ لَهُمْ : أَيُّهَا السَّادَةُ! لَيْسَتْ خَسَارَتُكُمُ الْيَوْمَ أَكْبَرَ مِنْ خَسَارَتِنَا نَحْنُ - فَقَدْ فَقَدْنَا فِيْ دَفِيْنِ الْيَوْمِ أَخًا شَفِيْقًا، وَسَيِّدًا رَحِيْمًا وَمَلِكًا عَادِلًا - هُوَ الَّذِيْ أَرَاحَ الْعِبَادَ، وَأَزَالَ الظُّلْمَ مِنَ الْبِلَادِ - هُوَ الَّذِيْ مَنَعَ الْكَبِيْرَ يَظْلِمُ الصَّغِيْرَ، وَمَنَعَ الْقَوِيَّ يَأْكُلُ الضَّعِيْفَ - هُوَ الَّذِيْ أَغَاثَ الْمَظْلُوْمَ وَأَجَارَ الْخَائِفَ وَأَطْعَمَ الْجَائِعَ - هُوَ الَّذِيْ هَدَانَا إِلٰى الْحَقِّ وَدَعَانَا إِلٰى اللّٰهِ وَكُنَّا قَبْلَ قُدُوْمِهٖ بَهَائِمَ لَانَعْرِفُ اللّٰهَ وَلَا نَعْرِفُ الْآخِرَةَ - هُوَ الَّذِيْ أَغَاثَنَا أَيَّامَ الْمَجَاعَةِ فَكُنَّا نَأْكُلُ

وَنَشْبَعُ، وَالنَّاسُ يَمُوتُونَ فِي الْبِلَادِ الأُخْرٰى - إِنَّا لَا نَنْسٰى مَلِكَنَا الْكَرِيْمَ أَبَدًا وَلَا نَنْسٰى أَيُّهَا السَّادَةُ أَنَّكُمْ إِخْوَتُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ - وَكَمْ فَرِحَ بِكُمْ سَيِّدُنَا يَوْمَ قُدُوْمِكُمْ إِلٰى مِصْرَ وَكَمْ فَرِحْنَا بِفَرَحِ سَيِّدِنَا - فَالْبِلَادُ بِلَادُكُمْ، وَإِنَّا لَكُمْ أَيُّهَا السَّادَةُ كَمَا كُنَّا فِيْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا -

ইউসুফ (আঃ) এর ইন্তেকালের পর

কিছু কাল পর ইয়া'কূব (আঃ) মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুতে ইউসুফ (আঃ) ও মিসরবাসী গভীরভাবে মর্মাহত হলো। ইয়া'কূব (আঃ) কে মিসরে দাফন করা হলো। তাঁর মৃত্যুতে মিসরবাসী যেন একজন শ্রদ্ধাশীল পিতাকে হারাল। তাঁর কিছু কাল পর ইউসুফ (আঃ) ও মৃত্যুবরণ করলেন। ফলে সেই দিনটি ছিল মিসরবাসীর নিকট বড় মর্মান্তিক। তাঁর মৃত্যুতে মিসরবাসী বিষম ব্যথা পেল এবং কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালো। লোকেরা তাদের বিগত সকল দুঃখ বেদনা ভুলে গেল, যেন ইতিপূর্বে তারা কোন বিপদাপদে আক্রান্ত হয়নি। ইউসুফ (আঃ) কে দাফন করে তারা একে অপরকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। ইউসুফের শোকে তারা সকলেই সমানভাবে শোকাহত হলো। ছোটরা যেন তাদের পিতাকে হারালো, আর বড়রা তাদের ভাইকে হারালো। লোকেরা ইউসুফ (আঃ) এর ভাই ও তাদের সন্তানদের নিকট গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলো, হে মহোদয় বর্গ। আজ আমরা আপনাদের চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত! কেননা আজকের সমাহিতের মাঝে আমরা একজন স্নেহশীল ভাই, দয়ালু নেতা ও ন্যায় পরায়ণ বাদশাহকে হারিয়েছি। তিনি প্রজাদের স্বস্তি দান করেছেন এবং দেশ থেকে অন্যায়-অবিচার দূর করেছেন। তিনি ছোটদের প্রতি বড়দের যুলুম এবং দুর্বলের সম্পদে সবলের অন্যায় গ্রাস বন্ধ করেছেন। তিনি মাজলুমকে সাহায্য করেছেন এবং দরিদ্রদের বাসস্থান ও ক্ষুধার্তদের আহারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি আমাদেরকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন এবং আল্লাহ্র দিকে ডেকেছেন। তাঁর আগমনের পূর্বে আমরা চতুষ্পদ জন্তুর মত ছিলাম, আল্লাহ্ ও আখেরাত কিছুই চিনতামনা। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। ফলে আমরা তৃপ্তি সহকারে আহার করতাম, অথচ অন্যান্যদেশে লোকেরা অনাহারে মৃত্যুবরণ করত। আমরা কখনও আমাদের সম্মানিত বাদশাহকে ভুলবোনা। আর আপনারাযে তাঁর ভাই ও পরিবারস্থ্ তাও কোনদিন ভুলবোনা। আপনাদের মিসর আগমনে আমাদের বাদশাহ কত আনন্দিত হয়েছিলেন। আর তাঁর আনন্দে আমরাও সীমাহীন আনন্দিত হয়েছিলাম।

অতএব এদেশ আপনাদেরই। আমরা আজীবন আপনাদের অনুগত থাকবো, যেমন ছিলাম আমাদের মরহুম বাদশার জীবদ্দশায়।

إعْرَابُ الْكَلَامِ

(أَيُّهَا السَّادَةُ! لَيْسَتْ خَسَارَتُكُمُ الْيَوْمَ أَكْبَرَ مِنْ خَسَارَتِنَا نَحْنُ)

(أَيُّ) মাওসূফ বা মুবদাল মিনহু (هَا) حَرْفُ التَّنْبِيهِ (السَّادَة) সিফাত বা বদল, উভয় মিলে مُنَادٰى হয়েছে। (خَسَارَتُكُمْ) মুরাক্কাবে ইজাফী হয়ে ফে'য়েলে নাকিসের ইসম, (اَلْيَوْمَ) মাছদার থেকে মাফ'উলে ফীহি। (أَكْبَرَ) শিবহুল ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর ফা'য়েল (نَا) মুয়াক্কাদ, (نَحْنُ) তাকীদ, উভয় মিলে মুজাফ ইলাইহ, তারপর উভয় মিলে মাজরুর হয়েছে, জার-মাজরুর মিলে শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক। তারপর সবগুলো মিলে ফে'য়েল নাকিসের খবর হয়েছে। পরিশেষে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে جَوَابُ النِّدَاءِ হয়েছে।

(وَكُنَّا قَبْلَ قُدُومِهِ بَهَائِمَ لَانَعْرِفُ اللّٰهَ وَلَا نَعْرِفُ الْآخِرَةَ)

(نَا) كَانَ এর ইসম, (قَبْلَ قُدُومِهِ) মাফউলে ফীহি। (بَهَائِمَ) মাওসূফ, অবশিষ্টাংশ মা'তুফ ও মা'তুফ 'আলাইহ মিলে সিফাত। তারপর উভয় মিলে (كَانَ) এর খবর হয়েছে। পরিশেষে جملة فعلية হয়েছে।

(وَكَمْ فَرِحْنَا بِفَرَحِ سَيِّدِنَا)

(كَمْ) خَبَرِيَّةٌ মুমায়্যায, (فَرِحْنَا) তামীয উহ্য রয়েছে। উভয় মিলে مَفْعُوْل مُطْلَق হয়েছে। (بِفَرَحِ سَيِّدِنَا) পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক, অবশেষে ফে'য়েল, ফায়েল, মুতা'য়াল্লেক ও মাফ'উলে মুতলাক মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَتٰى تُوُفِّيَ يَعْقُوبُ وأَيْنَ دُفِنَ؟

(٢) أَيَّ دُعَاءٍ تَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ بَالِغًا؟

(٣) أَيَجُوزُ أَنْ يُدْفَنَ أَحَدٌ فِي دَارِهِ ؟

(٤) كَيْفَ كَانَتْ أَحْوَالُ النَّاسِ بَعْدَ وَفَاةِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟

(٥) مَتٰى مَاتَ يُوسُفُ وَأَيْنَ دَفَنَهُ النَّاسُ؟

(٦) كَيْفَ كَانَتْ أَحْوَالُ النَّاسِ لَمَّا مَاتَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟

(৭) كَمْ تَكْبِيْرَةً زَائِدَةً فِيْ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ؟

(৮) مَنْ فَقَدَهُ الصِّغَارُ وَمَنْ فَقَدَهُ الْكِبَارُ؟

(৯) لِمَاذَا مَشٰى النَّاسُ إِلٰى إِخْوَةِ يُوْسُفَ وَأَبْنَائِهِمْ؟

(১০) مَاذَا قَالَ النَّاسُ يُعَزُّوْنَ إِخْوَةَ يُوْسُفَ؟

(১১) مَاذَا فَقَدَ النَّاسُ فِيْ دَفِيْنِ الْيَوْمِ؟

(১২) أُذْكُرْ مَكَانَةَ الْإِعْرَابِ لِهٰذِهِ الْجُمْلَةِ "يُعَزُّوْنَهُمْ"

(১৩) أُذْكُرْ مَشَاعِرَ النَّاسِ بِيُوْسُفَ فِيْ جُمَلٍ

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৩)

مُدَّةٌ ব-ব مُدَدٌ অনির্দিষ্ট সময়। مَدًّا (ن) - প্রসারিত করা, দীর্ঘায়িত করা। যেমন مَدَّ اللّٰهُ عُمْرَهُ আল্লাহ তাকে দীর্ঘায়ু দান করুন। إِمْتِدَادًا - দীর্ঘায়িত হওয়া। إِمْتَدَّ عُمْرِيْ – আমার অনেক বয়স হয়েছে। مَدِيْد ব-ব مُدَدٌ - প্রলম্বিত, দীর্ঘ। كُنْتُ هُنَا مُدَّةً مَدِيْدَةً - এখানে দীর্ঘদিন ছিলাম। فَضْلٌ ব-ব- أَفْضَالٌ - অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব। فَضْلًا (ك) - শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা। যেমন اَلْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ - অগ্রগামী অগ্রাধিকার পায়। مِنْ فَضْلِكَ - অনুগ্রহ পূর্বক। شَرَافَةً (ك) - মর্যাদাবান হওয়া। شَرِيْفٌ ব-ব شُرَفَاءُ - ভদ্র, মর্যাদাবান। شُرْفَةٌ ব-ব شُرَفٌ - বেলকনি। سُقُوْطًا (ن) اَلشَّيْئُ - পতিত হওয়া। سَقَطَتِ الْمَدِيْنَةُ عَلٰى يَدِ الْعَدُوِّ - শত্রুর হাতে শহরের পতন ঘটলো। (فِى الْإِمْتِحَانِ) - অকৃতকার্য হওয়া। (مِنَ الْعَيْنِ) - ঘৃণিত হওয়া। (عَلَيْهِ) - ঝোঁকা। تَغَيُّرًا - পরিবর্তন হওয়া। تَغْيِيْرًا - পরিবর্তন করা। سَائِر - সকল, সাধারণ। إِمْتِيَازًا - বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া। عَلَيْهِ - শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা। مُمْتَاز - বৈশিষ্ট্য মন্ডিত, স্বতন্ত্র। نَسَبٌ ব-ব أَنْسَابٌ - বংশ। نِسْبَةٌ- সম্পর্ক, যোগসূত্র। إِحْتِقَارًا - তুচ্ছ জ্ঞান করা, অবজ্ঞা করা। حَقَارَةً (ك) তুচ্ছ হওয়া। إِعْتِقَادًا – বিশ্বাস করা।

بَنُو إِسْرَائِيْلَ فِيْ مِصْرَ

وَهٰكَذَا كَانَ مُدَّةً طَوِيْلَةً! فَقَدْ حَفِظَ أَهْلُ مِصْرَ مَا قَالُوا وَعَرَفُوا لِلْكِنْعَانِيِّيْنَ الْفَضْلَ وَكَانَ هٰؤُلَاءِ الْكِنْعَانِيُّوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوا يُدْعَوْنَ "بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ" أَصْحَابَ شَرَفٍ وَأَمْوَالٍ - وَلٰكِنْ تَغَيَّرَتْ الْأَحْوَالُ بَعْدَ ذٰلِكَ ، فَقَدْ فَسَدَتْ أَخْلَاقُهُمْ ، وَتَرَكُوا الدَّعْوَةَ إِلَى اللّٰهِ وَدُعَاءَ الْخَلْقِ إِلَى اللّٰهِ وَسَقَطُوا عَلَى الدُّنْيَا - وَتَغَيَّرَ لَهُمُ النَّاسُ أَيْضًا وَصَارُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِمْ بِغَيْرِ مَاكَانُوا يَنْظُرُوْنَ إِلَى آبَائِهِمْ - وَصَارُوْا كَسَائِرِ النَّاسِ، لَايَمْتَازُوْنَ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِالنَّسَبِ - وَصَارَ النَّاسُ يَحْسُدُوْنَ الْغَنِيَّ مِنْهُمْ وَيَحْتَقِرُوْنَ الْفَقِيْرَ مِنْهُمْ - وَصَارَ أَهْلُ مِصْرَ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِمْ كَغَرِيْبٍ جَاءَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ -وَ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِيْ مِصْرَ - وَكَانَ أَهْلُ مِصْرَ يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ الْبِلَادِ وَأَنَّ مِصْرَ لِلْمِصْرِيِّيْنَ - وَيَرَى بَعْضُ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّ يُوْسُفَ كَانَ غَرِيْبًا جَاءَ مِنْ كِنْعَانَ - وَاشْتَرَاهُ عَزِيْزُ مِصْرَ - وَلَيْسَ لِلْكِنْعَانِيِّ أَنْ يَّحْكُمَ مِصْرَ - وَنَسِيَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَضْلَ يُوْسُفَ وَكَرَمَهُ وَإِحْسَانَهُ -

মিসরে বনী ইস্‌রাঈলের অবস্থান

এভাবে বহুদিন কেটে গেল। মিসরবাসী তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল এবং কেনানীদের অবদান স্বীকার করল। বনী ইস্‌রাঈল নামে পরিচিত এই কেনানীরা অনেক ধন-দৌলত ও মান-সম্মানের অধিকারী ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। তাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে গেল। তারা আল্লাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত দেওয়া ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে ডুবে গেল। ফলে তাদের প্রতি মানুষের মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটলো। লোকেরা তাদেরকে পূর্ব পুরুষ থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। অবশেষে তারা সাধারণ লোকের মত হয়ে গেল। বংশ কৌলীন্য ছাড়া তাদের আর কোন বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকলোনা।

লোকেরা তাদের ধনীদেরকে হিংসা ও দরিদ্রদেরকে অবজ্ঞা করতে লাগলো। মিসরবাসী তাদের সাথে পরদেশীর ন্যায় আচরণ শুরু করল। মিসরে যেন তাদের কোন অধিকার নেই। মিসরবাসী মনে করতো, তারাই কেবল সেদেশের অধিবাসী এবং মিসরের একচ্ছত্র মালিকানা তাদেরই। মিসরবাসীদের কেউ কেউ ভাবল, ইউসুফ কেনান থেকে আগত এক পরদেশী। মিসর অধিপতি তাকে খরিদ করে এনেছে। সুতরাং কোন কেনানীর মিসর শাসন করার অধিকার নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকই ইউসুফ (আঃ) এর অনুগ্রহ ও অবদানের কথা ভুলে গেল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَهٰكَذَا كَانَ مُدَّةً طَوِيْلَةً)

(هَا) حَرْفُ التَّنْبِيْهِ - (كَذَا) জার- মাজরুর মিলে مُسْتَمِرَّةً শিবহুল ফে'য়েলের অগ্রবর্তী মুতা'য়াল্লেক, (كَانَ) ফে'য়েলে নাকিস, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর هُوَ হলো اِسْم كَانَ যমীরের مَرْجَع হলো اَلْحَالَةُ যা উহ্য আছে (مُدَّةً, طَوِيْلَةً) মওসূফ-সিফাত মিলে شِبْهُ الْفِعْلِ এর মাফউলে ফীহি। তারপর সবগুলো মিলে خَبَر كَانَ হয়েছে।

(وَكَانَ هٰؤُلَاءِ الْكِنْعَانِيُّوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُدْعَوْنَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَصْحَابَ شَرَفٍ وَأَمْوَالٍ)

(هٰؤُلَاءِ الْكِنْعَانِيُّوْنَ) মুবদাল মিনহু ও বদল মিলে মাওসূফ, اَلَّذِيْنَ ইসমুল মাওসূল, (كَانُوْا يُدْعَوْنَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ) সিলা, উভয় মিলে সিফাত, তারপর মাওসূফও সিফাত মিলে كَانَ এর ইসম, (أَصْحَابَ شَرَفٍ وَأَمْوَالٍ) - كَانَ এর খবর, পরিশেষে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

(وَصَارَ أَهْلُ مِصْرَ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِمْ كَغَرِيْبٍ جَاءَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ)

(صَارَ) فِعْلُ الشُّرُوْعِ - (أَهْلُ مِصْرَ) তার ইসম, (إِلَيْهِمْ) পূর্ববর্তী ফে'য়েলের প্রথম মুতা'য়াল্লেক, (غَرِيْبٍ) মাওসূফ, অবশিষ্ট অংশ সিফাত। তারপর উভয় মিলে মাজরুর হয়েছে। জার- মাজরুর মিলে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের দ্বিতীয় মুতা'য়াল্লেক, তারপর ফে'য়েল, ফা'য়েল ও উভয় মুতা'য়াল্লেক মিলে জুমলা হয়ে فِعْلُ الشُّرُوْعِ এর খবর হয়েছে। অবশেষে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) هَلْ حَفِظَ أَهْلُ مِصْرَ قَوْلَهُمْ؟

(٢) هَلْ عَرَفَ أَهْلُ مِصْرَ لِلْكِنْعَانِيِّيْنَ الْفَضْلَ؟

(٣) إِلٰى مَتٰى حَفِظُوْا قَوْلَهُمْ؟ وَوَفَوْا بِوَعْدِهِمْ؟

(٤) إِلٰى مَتٰى عَرَفُوا لِلْكِنْعَانِيِّيْنَ الْفَضْلَ؟

(٥) بِمَ كَانَ يُلَقَّبُ الْكِنْعَانِيُّوْنَ؟

(٦) كَيْفَ كَانَ أَهْلُ كِنْعَانَ؟

(٧) أَكَانُوْا أَصْحَابَ شَرَفٍ وَأَمْوَالٍ؟

(٨) لِأَيِّ شَيْءٍ تَغَيَّرَ أَهْلُ مِصْرَ لِلْكِنْعَانِيِّيْنَ؟

(٩) أَلَيْسَ سَبَبُ تَغَيُّرِهِمْ أَنَّ الْكِنْعَانِيِّيْنَ أَفْسَدُوْا أَخْلَاقَهُمْ وَسَقَطُوْا عَلَى الدُّنْيَا؟

(١٠) مَاذَا تَقُوْلُ؛ أَلِمَالِهِ الْكَثِيْرِ يُكْرَمُ الْمَرْءُ أَمْ لِخُلُقِهِ الْجَمِيْلِ؟

(١١) كَيْفَ عَامَلَ الْمِصْرِيُّوْنَ الْكِنْعَانِيِّيْنَ بَعْدَ أَنْ فَسَدَتْ أَخْلَاقُهُمْ؟

(١٢) مَاذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَهْلُ مِصْرَ عَنِ الْمِصْرِيِّيْنَ وَعَنِ الْكِنْعَانِيِّيْنَ؟

(١٣) مَاذَا يَرٰى بَعْضُ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ يُوْسُفَ؟

(١٤) بِمَ اسْتَدَلَّ بَعْضُ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّ يُوْسُفَ لَايَسْتَحِقُّ أَنْ يَّحْكُمَ مِصْرَ؟

(١٥) عَيِّنِ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ فِيْ هٰذِهِ الْجُمْلَةِ "لَايَمْتَازُوْنَ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِالنَّسَبِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৪)

عَرْشٌ ব-ব عُرُوْشٌ - সিংহাসন। فَرَاعِنَةُ ব-ব فِرْعَوْن প্রাচীন মিশর সম্রাটের উপাধি। بُغْضًا (س) – ঘৃণিত হওয়া। مَبْغُوْضٌ - ঘৃণিত। إِبْغَاضًا – ঘৃণা করা। اِسْتِحْقَاقًا - যোগ্য হওয়া। لَا يَسْتَحِقُّ الذِّكْرَ - অনুল্লেখযোগ্য। إِنْصَافًا - ইনসাফ করা। (الشَّيْءَ) অর্ধেক করা। اِسْتِنْصَافًا - ইনসাফ চাওয়া। نَوْعٌ ব-ব أَنْوَاعٌ - প্রকার। تَنَوُّعًا -

বিভিন্ন প্রকার হওয়া। تَنَوُّعَاتٌ - পাঁচ মিশালী। مُعَامَلَةٌ - আচরণ করা, লেনদেন করা। تَعَاشُرًا - জীবন যাপন করা। যেমন تَعَاشَرُوْا كَالْإِخْوَانِ - আপনের মত জীবন যাপন কর এবং পরের মত تَعَامَلُوْا كَالْأَجَانِبِ - লেনদেন কর। دَوَابُّ ব-ব دَابَّةٌ - প্রাণী। حُمُرٌ - حَمِيْرٌ ব-ব حِمَارٌ - গাধা। (ض) دَبِيْبًا - হামাগুড়ি দিয়ে চলা, ধীরে চলা। أَقْوَاتٌ ব-ব قُوْتٌ - খাদ্য। اِقْتِيَاتًا - খাদ্য গ্রহণ করা। مُتَكَبِّرٌ - অহংকারী। تَكَبُّرًا - অহংকার করা। اَلتَّكَبُّرُ يُؤَدِّىْ إِلَى الْفَشَلِ - অহংকার পতনের মূল। مُتَوَاضِعٌ - বিনয়ী। اَلتَّوَاضُعُ سَبَبُ الرِّفْعَةِ - বিনয় উন্নতির সোপান। تَوَاضُعًا - বিনয়ী হওয়া। (ن) غُرُوْرًا প্রতারিত করা। مَغْرُوْرٌ - প্রতারিত। (ن) اِغْتِرَارًا প্রতারিত হওয়া। اِقْتِنَاعًا - (عَنْهُ) বিরত থাকা।

فِرْعَوْنُ مِصْرَ

وَجَاءَ عَلٰى عَرْشِ مِصْرَ فَرَاعِنَةٌ "مُلُوْكُ مِصْرَ" يُبْغِضُوْنَ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ بُغْضًا شَدِيْدًا - وَجَاءَ عَلٰى عَرْشِ مِصْرَ مَلِكٌ جَبَّارٌ جِدًّا - فَكَانَ لَا يَرٰى أَنَّ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّهُمْ مِنْ بَيْتِ يُوْسُفَ مَلِكِ مِصْرَ الْكَرِيْمِ -بَلْ كَانَ لَا يَرٰى أَنَّهُمْ بَشَرٌ يَسْتَحِقُّوْنَ الرَّحْمَةَ وَالْإِنْصَافَ - وَكَانَ يَرٰى أَنَّ قَوْمَهُ "اَلْقِبْطَ" مِنْ نَوْعٍ وَأَنَّ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ - اَلْقِبْطُ مِنْ نَوْعِ الْمُلُوْكِ خُلِقُوْا لِيَحْكُمُوْا وَبَنُوْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ نَوْعِ الْعَبِيْدِ خُلِقُوْا لِيَخْدِمُوْا، وَكَانَ فِرْعَوْنُ يُعَامِلُ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ مُعَامَلَةَ الْحَمِيْرِ وَالدَّوَابِّ يَسْتَخْدِمُهَا الْإِنْسَانُ وَلَا يُعْطِيْهَا إِلَّا قُوْتَ يَوْمِهَا وَكَانَ فِرْعَوْنُ مَلِكًا جَبَّارًا مُتَكَبِّرًا لَا يَرٰى فَوْقَهُ أَحَدًا -وَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ بَلْ كَانَ يَقُوْلُ : "أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰى" وَكَانَ مَغْرُوْرًا بِمُلْكِهِ وَقُصُوْرِهِ وَقُوَّتِهِ وَيَقُوْلُ "أَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ" وَكَأَنَّهُ كَانَ خَلِيْفَةً لِنَمْرُوْدَ مَلِكِ بَابِلَ - وَكَانَ يَغْضَبُ إِذَا عَلِمَ أَحَدًا يَرٰى فَوْقَهُ أَحَدًا - وَدَعَا النَّاسَ إِلٰى عِبَادَتِهِ

وَالسُّجُوْدِ لَهُ، وَأَطَاعَهُ النَّاسُ وَامْتَنَعَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ لِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُوْنَ بِرُسُلِهِ وَاشْتَدَّ غَضَبُ فِرْعَوْنَ عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ -

(৪) মিসর সম্রাট ফির'আওন

মিসরের সিংহাসনে বহু রাজা-বাদশার আগমন ঘটেছিল। তারা সকলেই বনী ইসরাঈলের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করতো। অবশেষে মিসরের সিংহাসনে এক অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা সমাসীন হলো। সে বনী ইসরাঈলকে নবীদের সন্তান এবং মিসরের সম্মানিত বাদশা ইউসুফের পরিবারভুক্ত মনে করতনা। এমনকি তাদেরকে দয়া ও ইনসাফের উপযুক্ত সাধারণ মানুষ বলেও গণ্য করতনা। সে আপন সম্প্রদায় কিবতীকে এক শ্রেণী এবং বনী ইসরাঈলকে ভিন্ন শ্রেণী মনে করতো। তার দৃষ্টিতে কিবতীরা হলো রাজার জাতি, রাজ্য শাসনের জন্য তাদের সৃষ্টি। আর বনী ইসরাঈল হলো দাসের জাতি, দাসত্বের জন্য তাদের সৃষ্টি। ফির'আওন বনী ইসরাঈলের সাথে জীব-জন্তুর মত আচরণ করতো। লোকেরা যাদেরকে সারাদিন খাটিয়ে সামান্য আহার দান করে। স্বেচ্ছাচারী দাম্ভিক ফির'আওন নিজেকে সবার চেয়ে বড় মনে করতো। সে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনতনা, উপরন্তু দম্ভভরে বলতো,"আমি হলাম তোমাদের বড় খোদা"। ফির'আওন তার রাজত্ব ও শক্তি সামর্থ্যের কারণে প্রতারিত হয়ে বলেছিল, মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আমার পাদদেশে এসব নদ-নদী বয়ে চলেছে তোমরা কি তা দেখছনা? ফির'আওন যেন বাবেলের রাজা নমরূদের দোসর ছিল। যখনই সে শুনতে পেত, কেউ তার চেয়ে অন্যকে বড় মনে করছে তখন সে ক্রোধে জ্বলে উঠত। ফির'আওন লোকদেরকে তার পূজা ও প্রণামের জন্য আহ্বান করল। ফলে লোকেরা তার অনুসরণ করল। কিন্তু বনী ইসরাঈল আল্লাহ্‌ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী হওয়ায় তার পূজা ও প্রণাম থেকে বিরত থাকল। ফলে বনী ইসরাঈলের প্রতি ফির'আওন ভীষণ ক্রুদ্ধ হল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَكَانَ فِرْعَوْنُ يُعَامِلُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مُعَامَلَةَ الْحَمِيْرِ وَالدَّوَابِّ يَسْتَخْدِمُهَا الْإِنْسَانُ وَلَا يُعْطِيْهَا إِلَّا قُوْتَ يَوْمِهَا؟

(فِرْعَوْنُ) - ফে'য়েলে নাকিসের ইসম, (بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ) পূর্ববর্তী ফে'য়েলের মাফ'উলেবিহী (اَلْحَمِيْرِ وَ الدَّوَابِّ) মা'তুফ ও মা'তুফ 'আলাইহ মিলে যুলহাল, (يَسْتَخْدِمُهَا الْإِنْسَانُ) জুমলা হয়ে মা'তুফ 'আলাইহ, বাকী অংশ জুমলা হয়ে

মা'তুফ, তারপর উভয় মিলে হাল। হাল-যুলহাল মিলে مُعَامَلَةً মাছদারের মুজাফ ইলাইহ, উভয় মিলে মাফ'উলে মুতলাক, তারপর ফে'য়েল, ফা'য়েল মাফউলে বিহী ও মাফ'উলে মুতলাক মিলে জুমলা হয়ে ফে'য়েলে নাকিসের খবর হয়েছে।

(أَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ)

(مُلْكُ مِصْرَ) ফে'য়েলে নাকিসের ইসম, (لِيْ) ইয়ায়ে মুতাকাল্লিম হলো যুলহাল, অবশিষ্ট অংশ হাল। অতঃপর হাল –যুলহাল মিলে মাজরূর, উভয় মিলে مَخْصُوْصًا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে ফে'য়েলে নাকিসের খবর। পরিশেষে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

(وَكَأَنَّهُ كَانَ خَلِيْفَةً لِنَمْرُوْدَ مَلِكِ بَابِلَ)

(كَأَنَّ) اَلْحَرْفُ الْمُشَبَّهُ بِالْفِعْلِ (ه) তার ইসম, (كَانَ) ফে'য়েলে নাকিস,, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর তার ইসম, (نَمْرُوْد) মুবদাল মিনহু, (مَلِكِ بَابِل) বদল। উভয় মিলে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে خَلِيْفَةً শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়ে খবর হয়েছে। তারপর كَانَ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে كَأَنَّ এর খবর হয়েছে। পরিশেষে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَنْ جَلَسَ عَلٰى عَرْشِ مِصْرَ؟

(٢) كَيْفَ كَانَ الْمُلُوْكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ عَلٰى عَرْشِ مِصْرَ؟

(٣) بِمَ يُلَقَّبُ مُلُوْكُ مِصْرَ؟

(٤) أَتَدْرِيْ أَلْقَابَ مُلُوْكِ فَارِسَ وَالرُّوْمِ؟

(٥) مَنْ هُمَا الْكِسْرٰى وَالْقَيْصَرُ؟

(٦) بِمَ يُلَقَّبُ قَوْمُ مُوْسٰى وَبِمَ يُلَقَّبُ قَوْمُ فِرْعَوْنَ؟

(٧) مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ فِرْعَوْنُ يَرٰى قَوْمَهُ الْقِبْطِيَّ وَبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٨) مَنْ خُلِقُوْا لِيَحْكُمُوْا وَمَنْ خُلِقُوْا لِيَخْدِمُوْا؟

(٩) أَيَّ مُعَامَلَةٍ يُعَامِلُ فِرْعَوْنُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟

(١٠) مَاذَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَغْرُوْرًا بِمُلْكِهِ وَقُصُوْرِهِ وَقُوَّتِهِ؟

(١١) هَلْ أَطَاعَ النَّاسُ فِرْعَوْنَ لَمَّا دَعَاهُمْ إِلٰى عِبَادَتِهِ؟

(١٢) أَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُطِيعَ عَبْدًا مِثْلَهُ وَيَعْصِيَ مَعْبُودَهُ؟

(١٣) لِمَ امْتَنَعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ عِبَادَةِ فِرْعَوْنَ وَالسُّجُودِ لَهُ؟

(١٤) مَتَى اشْتَدَّ غَضَبُ فِرْعَوْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟

(١٥) كَيْفَ صُرِفَتْ كَلِمَةُ "فَرَاعِنَةٌ" وَهِيَ عَلَى صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৫)

كَهَانَةً (ك) - গণক হওয়া, ভবিষ্যদ্বাণী করা। كَاهِنٌ ব-ব كَهَنَةٌ - গণক। جُنُونًا (ن) اَللَّيْلُ - অন্ধকার হওয়া (ه-عَلَيْهِ) -ঢেকে ফেলা। جُنَّ - পাগল হওয়া। جُنَّةٌ ব-ব جُنَنٌ ঢাল। যেমন اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ - রোযা ঢাল স্বরূপ। تَفْتِيشًا - অনুসন্ধান করা। مَا تَرَكْتُ مَكَانًا دُوْنَ تَفْتِيشٍ - তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। (لَهُ) تَعَرُّضًا - ذِئَابٌ ব-ব ذِئْبٌ - নেকড়ে বাঘ। نِعَاجٌ ব-ব نَعْجَةٌ - ভেড়ী। (لَهُ) تَعَرُّضًا পিছু নেওয়া। (ض) عَرْضًا (عَلَيْهِ) - উপস্থাপন করা। عَرِيْضَةٌ ব-ব عَرَائِضُ - দরখাস্ত। مَمْلَكَةٌ ব-ব مَمَالِكُ - রাষ্ট্র; রাজত্ব। عَسِيْرٌ - কষ্টকর। يَسِيْرٌ - সহজ। (ض) رِثَاءً - اَلْمَيِّتَ - শোক প্রকাশ করা। (ن) عُلُوًّا - উঁচু হওয়া। - (اَلرَّجُلُ) - অহংকার করা। إِعْلَاءً - উঁচু করা। أَعْلَى اللّٰهُ دَرَجَتَهُ فِي الْجَنَّةِ - আল্লাহ জান্নাতে তার মর্যাদা উন্নীত করুন। شِيَعٌ ব-ব شِيْعَةٌ - দল, সম্প্রদায়। اِسْتِضْعَافًا - দুর্বল গণ্য করা। تَذْبِيحًا - যবেহ করা, নির্মমভাবে হত্যা করা। اِسْتِحْيَاءً - জীবিত রাখা। إِحْيَاءً - জীবন দান করা।

ذَبْحُ الْأَطْفَالِ

وَذَهَبَ كَاهِنٌ قِبْطِيٌّ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَالَ لَهُ: "يُولَدُ مَوْلُودٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَذْهَبُ مُلْكُكَ عَلَى يَدِهِ" وَجُنَّ جُنُونُ فِرْعَوْنَ، وَأَمَرَ الشُّرْطَةَ أَنْ يَذْبَحُوا كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ - وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَرَى أَنَّهُ رَبُّ النَّاسِ يَذْبَحُ مَنْ يَشَاءُ وَيَتْرُكُ مَنْ يَشَاءُ كَصَاحِبِ الْغَنَمِ يَذْبَحُ مِنْ غَنَمِهِ مَا يَشَاءُ وَيَتْرُكُ مَا يَشَاءُ - وَانْتَشَرَتِ الشُّرْطَةُ فِي مِصْرَ يُفَتِّشُونَ وَيَبْحَثُونَ فَإِذَا عَلِمُوا

مَوْلُوْدًا وُلِدَ فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ أَخَذُوْهُ وَذَبَحُوْهُ كَمَا تُذْبَحُ النَّعْجَةُ - وَ
عَاشَتِ الذِّئَابُ فِى الْغَابَةِ وَعَاشَتِ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ فِى الْبَلَدِ،
وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا أَحَدٌ- وَلٰكِنْ مَا كَانَ لِمَوْلُوْدٍ فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ
يَّعِيْشَ فِىْ مَمْلَكَةِ فِرْعَوْنَ - وَذُبِحَ أُلُوْفٌ مِنَ الْأَطْفَالِ أَمَامَ آبَائِهِمْ
وَأُمَّهَاتِهِمْ وَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِىْ يُوْلَدُ فِيْهِ مَوْلُوْدٌ فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ
يَوْمًا عَسِيْرًا - وَكَانَ يَوْمَ حُزْنٍ وَبُكَاءٍ - وَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِىْ يُوْلَدُ
فِيْهِ مَوْلُوْدٌ فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ يَوْمَ تَعْزِيَةٍ وَرِثَاءٍ - وَكَانَ يُذْبَحُ
مِئَاتٌ مِنَ الْأَطْفَالِ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ كَعِيْدِ الْأَضْحٰى -يُذْبَحُ فِيْهِ مِئَاتٌ
مِنَ الْغَنَمِ وَالنِّعَاجِ وَالْبَقَرِ - "إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْأَرْضِ وَجَعَلَ
أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ
نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ"-

শিশু হত্যা

এক কিবতি গণক ফির'আওনের يرتف গিয়ে বললো, বনী ইসরাঈলে এক শিশু জন্ম নিবে, তার হাতে আপনার রাজত্বের পতন ঘটবে। তখন ফির'আওন দিশাহারা হয়ে বনী ইসরাঈলের সকল নবজাতককে হত্যা করার জন্য পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দিল। সে নিজেকে মানুষের প্রভু মনে করত। ফলে যাকে ইচ্ছা যবেহ করত এবং যাকে ইচ্ছা ছেড়ে দিত। যেমন মেষের মালিক তার মেষ পাল থেকে যেটা ইচ্ছা যবেহ করে এবং যেটা ইচ্ছা ছেড়ে দেয়। নবজাত শিশুর খোঁজে পুলিশ বাহিনী মিসরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। যখনই তারা বনী ইসরাঈলের কোন নবজাতকের সংবাদ পেত, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তাকে বকরীর মত যবেহ করত। বাঘ-ভল্লুক বনে বাস করতো এবং সাপ-বিচ্ছু শহরে বাস করতো, কেউ তাদের উত্তক্ত করতোনা। অথচ বনী ইসরাঈলের কোন শিশুর পক্ষে ফির'আওনের রাজত্বে বাস করার অধিকার ছিলনা। হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে তাদের মা-বাবার চোখের সামনে হত্যা করা হয়েছিল। যেদিন বনী ইসরাঈলের কোন শিশু জন্মগ্রহণ করতো সেদিনটি অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট, অশ্রুপাত ও শোক-সান্ত্বনা প্রকাশের দিন হতো। ঈদুল আযহার ন্যায় এক দিনে শত শত শিশুকে যবেহ করা হতো। নিশ্চয় ফির'আওন পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং মানুষকে বিভিন্ন

দলে বিভক্ত করেছিল। এক দলকে দুর্বল মনে করে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখতো। নিশ্চয় সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(يُوْلَدُ مَوْلُوْدٌ فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ يَذْهَبُ مُلْكُكَ عَلٰى يَدِهٖ)

(يُوْلَدُ) ফে'য়েলে মাজহুল, (مَوْلُوْدٌ) মাওসূফ, (فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ) পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক, বাকী অংশ اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়ে সিফাত, তারপর উভয় মিলে নায়েবুল ফা'য়েল হয়েছে।

وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَرٰى أَنَّهٗ رَبُّ النَّاسِ يَذْبَحُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَتْرُكُ مَنْ يَّشَاءُ

(فِرْعَوْنُ) كَانَ এর ইসম, (ه) যমীরে মানসূব أَنَّ এর ইসম, (رَبُّ النَّاسِ) প্রথম খবর, বাকী অংশ মা'তুফও মা'তুফ 'আলাইহ মিলে দ্বিতীয় খবর, أَنَّ তার ইসম ও উভয় খবরকে নিয়ে أَنَّ দ্বারা মাছদার হয়ে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের মাফউলে বিহী, ফে'য়েল ফা'য়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে كَانَ এর খবর। পরিশেষে اِسْم كَانَ ও خَبَر كَانَ মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে। উল্লেখ্য, (رَبُّ النَّاسِ) মুবদাল মিনহু কিংবা জুলহালও হতে পারে এবং বাকী অংশ বদল কিংবা হাল ও হতে পারে।

(وَلٰكِنْ مَا كَانَ لِمَوْلُوْدٍ فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ
أَنْ يَّعِيْشَ فِىْ مَمْلَكَةِ فِرْعَوْنَ)

(واو) إِسْتِئْنَافِيَّة (لٰكِن) حَرْفُ الْعَطْفِ (مَا) حَرْفُ النَّفْىِ – ل হরফে জার, (مَوْلُوْد) শিবহুল ফে'য়েল, (فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ) শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়ে মাজরূর হয়েছে। উভয় মিলে حَقًّا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়ে كَانَ এর খবর, অবশিষ্ট অংশ كَانَ এর ইসম, অবশেষে كَانَ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا قَالَ الْكَاهِنُ الْقِبْطِيُّ لِفِرْعَوْنَ؟

(٢) أَ صَدَّقَ فِرْعَوْنُ كَلَامَ الْكَاهِنِ؟

(٣) أَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُصَدِّقَ الْكَاهِنَ ؟

(٤) مَاذَا فَعَلَ فِرْعَوْنُ بَعْدَ أَنْ تَنَبَّأَ الْكَاهِنُ؟

(٥) بِمَ أَمَرَ فِرْعَوْنُ الشُّرْطَةَ؟

(٦) مَاذَا كَانَ يَحْسِبُ فِرْعَوْنُ نَفْسَهُ؟

(٧) مَاذَا فَعَلَتِ الشُّرْطَةُ بَعْدَ أَمْرِ فِرْعَوْنَ؟

(٨) لِمَ انْتَشَرَتِ الشُّرْطَةُ فِيْ مِصْرَ؟

(٩) عَمَّنْ بَحَثَتِ الشُّرْطَةُ وَلِمَاذَا بَحَثُوا ؟

(١٠) مَاذَا كَانَتْ تَفْعَلُ الشُّرْطَةُ بِمَوْلُوْدِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟

(١١) أَيْنَ عَاشَتِ الذِّئَابُ وَأَيْنَ عَاشَتِ الْحَيَّاتُ؟

(١٢) هَلْ كَانَ لِمَوْلُوْدٍ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعِيْشَ فِيْ مَمْلَكَةِ فِرْعَوْنَ؟

(١٣) كَيْفَ كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ يُوْلَدُ فِيْهِ مَوْلُوْدٌ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟

(١٤) صِفْ حَالَ فِرْعَوْنَ بِآيَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ؟

(١٥) بَيِّنْ سَبَبَ مَمْنُوْعِ الصَّرْفِ فِيْ كَلِمَةِ "إِسْرَائِيْلَ؟"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٦)

مَوْلِدٌ ব-ব مَوَالِدُ - জন্মস্থান। بَنْغَلَادِيْش مَوْلِدِيْ - বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি। مَوْلُوْدٌ ব-ব مَوَالِيْدُ - নবজাতক। مُوَلِّدَةٌ - ধাত্রী, ধাই। حَذَرًا (ه-منه) - ভয় করা, সতর্ক থাকা। تَحْذِيْرًا - ভয় দেখানো, সতর্ক করা। أَخَذَ حَذَرَهُ - সতর্কতা অবলম্বণ করলো। عَلٰى حَذَرٍ - সতর্কতার সাথে। تَقْدِيْرًا - নির্ধারণ করা, অনুমান করা। قُدْرَةٌ - ক্ষমতা, যোগ্যতা। قَدَرِيٌّ - অদৃষ্টবাদী। اَلتَّقْدِيْرُ لَا يُرَدُّ - অদৃষ্টের লিখন খন্ডিত হয় না। لَا يُغْنِيْ الْحَذَرُ عَنِ الْقَدَرِ - সতর্কতায় ভাগ্য পরিবর্তন হয় না।

خَلَاصًا (ن) - মুক্তিলাভ করা। تَخْلِيصًا - মুক্তি দান করা। خُلَّصٌ ব-ব خُلَصَاءُ - অন্তরঙ্গ বন্ধু। رَغْمًا (س) شَيْئًا অপছন্দ করা। رَغْم - সত্ত্বেও। رَغْمَ أَنْفِهِ - তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও। رَقَابَةً (ن) - পাহারা দেওয়া। رَقِيبٌ - ব-ব رُقَبَاءُ পাহারাদার।

وِلَادَةُ مُوسٰى ع

وَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَقَعَ مَا كَانَ فِرْعَوْنُ يَخَافُهُ وَيَحْذَرُهُ - وُلِدَ ذٰلِكَ الْمَوْلُوْدُ الَّذِىْ قَدَّرَ اللّٰهُ أَنْ يَذْهَبَ مُلْكُ فِرْعَوْنَ عَلٰى يَدِهٖ - وُلِدَ ذٰلِكَ الْمَوْلُوْدُ الَّذِىْ قَدَّرَ اللّٰهُ أَنْ يَكُوْنَ خَلَاصُ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى يَدِهٖ - وُلِدَ ذٰلِكَ الْمَوْلُوْدُ الَّذِىْ قَدَّرَ اللّٰهُ أَنْ يُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ النَّاسِ إِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ - وُلِدَ ذٰلِكَ الْمَوْلُوْدُ الَّذِىْ قَدَّرَ اللّٰهُ أَنْ يُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلٰى النُّوْرِ - وُلِدَ مُوْسٰى بْنُ عِمْرَانَ عَلٰى رَغْمِ فِرْعَوْنَ وَجُنُوْدِهٖ - وَعَاشَ مُوْسٰى ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عَلٰى رَغْمِ الشُّرْطَةِ وَرَقَابَتِهِمْ -

মূসা আঃ এর জন্ম

ফির'আওন যা আশংকা করত এবং যা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত আল্লাহ্ তা'আলা তা বাস্তবায়িত করতে চাইলেন। ঐ শিশুর জন্ম হলো, যার হাতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ফির'আওনের রাজত্ব ধ্বংস করার ফয়সালা করেছেন। ঐ শিশুর জন্ম হলো, যার হাতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দানের ফয়সালা করেছেন। ঐ শিশুর জন্ম হলো, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর 'ইবাদতের দিকে এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফির'আওন ও তার সৈন্য বাহিনীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'ইমরান তনয় মূসার জন্ম হলো। পুলিশ বাহিনীর কড়া প্রহরা ও তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মূসা তিন মাস বেঁচে ছিল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَقَعَ مَا كَانَ فِرْعَوْنُ يَخَافُهُ وَيَحْذَرُهُ)

(أَرَادَ) ফে'য়েল, (اللّٰهُ) ফা'য়েল, (أَنْ) مصدرية (يَقَعَ) ফে'য়েল,

(مَا) ইসমুল মাওসূল, (كَانَ) ফে'য়েলে নাকিস, (فِرْعَوْنُ) তার ইসম, বাকী অংশ মা'তুফও মা'তুফ আলাইহ মিলে ফে'য়েলে নাকিসের খবর। كَانَ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে صِلَةٌ হয়েছে। সিলা-মাওসুল মিলে সংলগ্ন ফে'য়েলের ফা'য়েল, তারপর উভয় মিলে أَنْ দ্বারা মাসদার হয়ে মাফ'উলে বিহী, পরিশেষে ফে'য়েল ফা'য়েল ও মাফউলে বিহী মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَائَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَائَهُمْ) -

(فِرْعَوْنَ) إِنَّ এর ইসম, (عَلَا فِى الْأَرْضِ) জুমলা হয়ে মা'তুফ 'আলাইহ, (واو) حَرْف عَطْف - (جَعَلَ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর জুলহাল, (أَهْلَها) পূর্ববর্তী ফে'য়েলের প্রথম মাফ'উলে বিহী,(شِيَعًا) দ্বিতীয় মাফ'উলে বিহী (يَسْتَضْعِفُ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর যুলহাল, (طَائِفَةً) সংলগ্ন ফে'য়েলের মাফউলে বিহী, مِنْهُمْ পূর্ববর্তী ফে'য়েল কিংবা উহ্য শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক (يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ) জুমলা হয়ে মা'তুফ 'আলাইহ, (وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ) জুমলা হয়ে মা'তুফ, তারপর উভয় মিলে হাল, হাল ও যুলহাল মিলে ফা'য়েল, ফে'য়েল, ফা'য়েল, মাফ'উলে বিহী ও মুতা'য়াল্লেক মিলে জুমলা হয়ে جَعَلَ ফেয়েলের যমীর থেকে حَال হয়েছে। হাল ও জুল হাল মিলে ফা'য়েল, ফে'য়েল, ফা'য়েল ও উভয় মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলা হয়ে মা'তুফ, তারপর মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহ মিলে إِنَّ এর খবর হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى أَنْ يَّقَعَ؟

(٢) هَلْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَّقَعَ مَا كَانَ فِرْعَوْنُ يَخَافُهُ وَيَحْذَرُهُ؟

(٣) مَاذَا كَانَ فِرْعَوْنُ يَخَافُهُ وَمِمَّ يَحْذَرُ؟

(٤) لِمَاذَا كَانَ يَخَافُ عَلٰى مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٥) هَلْ وُلِدَ ذٰلِكَ الْمَوْلُوْدُ الَّذِىْ خَوَّفَ فِرْعَوْنَ وَجُنُوْدَهُ؟

(٦) مَا اسْمُ الْمَوْلُوْدِ الَّذِىْ وُلِدَ عَلٰى كَرَاهِيَةِ فِرْعَوْنَ وَجُنُوْدِهٖ؟

(٧) كَمْ يَوْمًا عَاشَ مُوْسٰى عَلٰى رَغْمِ الشُّرْطَةِ وَرَقَابَتِهِمْ؟

(৮) مَاذَا قَدَّرَ اللّٰهُ بِالْمَوْلُوْدِ الْجَدِيْدِ؟

(৯) هَلْ قَدَّرَ اللّٰهُ أَنْ يَذْهَبَ مُلْكُ فِرْعَوْنَ عَلٰى يَدِهِ؟

(১০) هَلْ قَدَّرَ اللّٰهُ أَنْ يُخَلِّصَ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ بِوَسِيْلَتِهِ؟

(১১) هَلْ قَدَّرَ اللّٰهُ أَنْ يُخْرِجَ بِهِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ؟

(১২) مَتٰى يَجِبُ صَرْفُ كَلِمَةِ "مِصْرَ" وَمَتٰى يَجِبُ تَرْكُهُ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৯)

رَصْدًا (ن) - পর্যবেক্ষণ করা, ওঁতপেতে থাকা। مَرْصَادٌ - পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। مَرْصَدٌ ব-ব مَرَاصِدُ - সামরিক ঘাটি। خَطْفًا (س) -اِخْتِطَافًا - ছিনিয়ে নেওয়া। (طَائِرَةً) - বিমান ছিনতাই করা। حِجْرٌ ব-ব حُجُوْرٌ - কোল। شَمِيْمًا (ن) - ঘ্রাণ লওয়া, শোঁকা। شَامَّةٌ - ঘ্রাণশক্তি, ঘ্রাণ। إِلْهَامًا - অন্তরে কোন ভাব প্রক্ষিপ্ত করা। صُنْدُوْقٌ ব-ব صَنَادِقُ - বাক্স, তহবিল। صُنْدُوْقُ الْبَرِيْدِ - ডাক বাক্স। صُنْدُوْقُ النَّقْدِ الدُّوَلِىِّ - আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল। حَنُوْنٌ - স্নেহশীল। حَنْوًا (ن) (عَلَيْهِ) - দয়া করা। إِرْضَاعًا - দুধ পান করানো। رَضَعًا (س) - দুধ পান করা। رَضِيْعٌ ব-ব رُضَعَاءُ - দুগ্ধপোষ্য। اِعْتِمَادًا/تَوَكُّلًا (عَلَيْهِ) - ভরসা করা। وَحْىٌ ব-ব وُحِىٌّ -অহী, প্রত্যাদেশ। إِيْحَاءٌ - প্রত্যাদেশ পাঠানো। جَزَعًا (س) - অধৈর্য হওয়া। اَلْجَزَعُ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ مُصِيْبَةٌ أُخْرٰى বিপদে অধৈর্য হওয়া আরেকটি বিপদ। رَدًّا (إِلَيْهِ ن) - ফেরত দেওয়া। (عَلَيْهِ السَّلَامَ) - সালামের উত্তর দেওয়া। يَمٌّ ব-ব يُمُوْمٌ - দরিয়া, সাগর। تَنَفُّسًا শ্বাস নেওয়া, প্রশ্বাস ছাড়া।

فِى النِّيْلِ

وَلٰكِنْ خَافَتْ أُمُّ مُوْسٰى عَلٰى مَوْلُوْدِهَا الْجَمِيْلِ ، وَكَيْفَ لَا تَخَافُ وَعَدُوُّ الْأَطْفَالِ بِمِرْصَادٍ؟ وَكَيْفَ لَا تَخَافُ وَقَدْ اِخْتَطَفَتِ الشُّرْطَةُ عَشَرَاتٍ مِنَ الْأَطْفَالِ مِنْ حِجْرِ الْأُمَّهَاتِ فِىْ أُسْرَتِهَا - مَاذَا تَصْنَعُ الْأُمُّ الْمِسْكِيْنَةُ؟ وَأَيْنَ تُخْفِىْ هٰذَا

الْمَوْلُوْدَ الْجَمِيْلَ ؟ وَالشُّرْطَةُ لَهُمْ عُيُوْنُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ
! هُنَالِكَ أَغَاثَ اللّٰهُ الْأُمَّ الْمِسْكِيْنَةَ وَأَلْهَمَهَا أَنْ تَضَعَهُ فِى
صُنْدُوْقٍ وَتُلْقِيْهِ فِى النِّيْلِ - اَللّٰهُ أَكْبَرُ! كَيْفَ تَضَعُ الْأُمُّ
الْحَنُوْنُ طِفْلَهَا فِىْ صُنْدُوْقٍ وَتُلْقِيْهِ فِى النِّيْلِ - مَنْ يُرْضِعُ
الطِّفْلَ فِى الصُّنْدُوْقِ؟ وَكَيْفَ يَتَنَفَّسُ الطِّفْلُ فِى الصُّنْدُوْقِ!
كُلَّ ذٰلِكَ فَكَّرَتِ الْأُمُّ الْحَنُوْنُ وَلٰكِنَّهَا تَوَكَّلَتْ عَلَى اللّٰهِ
وَاعْتَمَدَتْ عَلٰى وَحْيِ اللّٰهِ - وَلَيْسَ الْبَيْتُ أَحْفَظَ لِلطِّفْلِ مِنَ
الصُّنْدُوْقِ ! هُنَا الشُّرْطَةُ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ، وَعَدُوُّ الْأَطْفَالِ
بِمِرْصَادٍ. وَالشُّرْطَةُ لَهُمْ عُيُوْنُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ -
وَفَعَلَتْ الْأُمُّ الْمِسْكِيْنَةُ مَا أَمَرَهَا اللّٰهُ وَوَضَعَتْ طِفْلَهَا
الْجَمِيْلَ فِىْ صُنْدُوْقٍ وَأَلْقَتْهُ فِى النِّيْلِ - وَجَزَعَتِ الْأُمُّ الْحَنُوْنُ
ثُمَّ صَبَرَتْ وَتَوَكَّلَتْ عَلَى اللّٰهِ - "وَأَوْحَيْنَا إِلٰى أُمِّ مُوْسٰى أَنْ
أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ
وَلَا تَحْزَنِىْ إِنَّا رَا دُّوْهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ"

মূসা নীল নদে

মূসা (আঃ) এর মাতা তাঁর সুন্দর নবজাত সন্তানের ব্যাপারে খুবই আশংকিত হয়ে পড়লেন। আশংকিত হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ শিশুদের শত্রুরা ওঁত পেতে রয়েছে। তাছাড়া ফির'আওনের পাষন্ড পুলিশ বাহিনী তাঁর পরিবারের শত শত অবুজ শিশুকে মায়েদের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। অসহায় মা কী করবেন? কোথায় লুকাবেন তাঁর বুকের মাণিককে পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি থেকে? তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য এলো। আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, শিশুকে বাক্সে ভরে নীল নদে ছেড়ে দাও। আল্লাহু আকবার! মমতাময়ী মায়ের পক্ষে কি করে সম্ভব তার দুধের শিশুকে বাক্সে ভরে পানিতে ফেলে দেওয়া? বাক্সে কে তাকে স্তন্য দান করবে? কিভাবে সে বাক্সে শ্বাস গ্রহণ করবে? মমতাময়ী মা এসব কিছু চিন্তা করলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের প্রতি আস্থা রাখলেন।

তাছাড়া বাড়িতো শিশুর জন্য বাক্সের চেয়ে অধিক নিরাপদ নয়! কারণ শিশুদের শত্রু পুলিশ বাহিনী শ্যেন দৃষ্টি নিয়ে সর্বত্র ওঁত পেতে রয়েছে। অবশেষে অসহায় মাতা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মতো সন্তানকে বাক্সে ভরে নীল নদে ছেড়ে দিলেন। মা অস্থির হলেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে ধৈর্য ধারণ করলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, "আমি মূসার মাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম, শিশুকে স্তন্য দান করতে থাক। যখন তার জীবনের ব্যাপারে আশংকা করবে তখন তাকে নীল নদে ছেড়ে দিবে। ভয় করোনা, দুঃখিত হয়োনা, আমি অচীরেই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসূল মনোনীত করবো।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَأَيْنَ تُخْفِيْ هٰذَا الْمَوْلُوْدَ الْجَمِيْلَ وَالشُّرْطَةُ لَهُمْ عُيُوْنُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ)

(و) عَاطِفَة (أَيْنَ) মাফউলে ফীহি, (تُخْفِيْ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর ফা'য়েল, (هَا) হলো حَرْفُ التَّنْبِيْه আর (ذَا) مُبْدَل مِنْهُ , (اَلْمَوْلُوْدَ الْجَمِيْلَ) মাওসূফ-সিফাত মিলে بَدَل উভয় মিলে ذُو الْحَال - (واو) حَالِيَة - (اَلشُّرْطَةُ) মুবতাদা, (لَهُمْ) ثَابِتَة শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়ে অগ্রবর্তী খবর, (عُيُوْنُ الْغُرَابِ) মা'তুফ 'আলাইহ (واو) হরফে 'আতফ (شَامَّةُ النَّمْلِ) মা'তুফ। উভয় মিলে পশ্চাৎবর্তী মুবতাদা। তারপর জুমলা হয়ে পুনরায় খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে حَال হয়েছে। হাল ও যুলহাল মিলে مَفْعُوْل بِه হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল, মাফ'উলে বিহী ও ফীহি মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়েছে।

(عَاجِلًا) - শব্দটির ব্যবহার যথা (১) سَأَلْقَاكَ عَاجِلًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ

(س) حَرْف تَنْفِيْس (اَلْقٰى) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর ফা'য়েল (ك) মাফ'উলে বিহী (عَاجِلًا) মাফ'উলে ফীহি। বাকী অংশ جُمْلَة مُعْتَرِضَة

(২) কখনও ظرف না হয়ে বাক্যে অবস্থান হিসাবে إِعْرَاب হয়। যেমন وَقَعَ الْعَاجِلُ اِنْقَضَى الْاٰجِلُ। এখানে প্রথম الآجل শব্দটি পূর্ববর্তী ফে'য়েলের ফা'য়েল হয়েছে। তদ্রূপ দ্বিতীয় الْعَاجِلُ শব্দটি তার সংলগ্ন ফে'য়েলের ফা'য়েল হয়েছে।

(أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ)

(١) عَلَى مَنْ خَافَتْ أُمُّ مُوسَى؟

(٢) لِمَاذَا خَافَتْ أُمُّ مُوسَى عَلَى مَوْلُودِهَا الْجَمِيلِ؟

(٣) كَمْ طِفْلًا اخْتَطَفَتِ الشُّرْطَةُ مِنْ حِجْرِ الْأُمَّهَاتِ؟

(٤) أَيُّ ذَنْبٍ لِلْأَطْفَالِ حَتَّى اخْتَطَفَتْهُمُ الشُّرْطَةُ؟

(٥) أَكَانَ ذَنْبُهُمْ أَنَّهُمْ لَيْسُوا أَقْبَاطًا؟

(٦) أَكَانَ جُرْمُهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ كِنْعَانَ؟

(٧) مَنْ أَغَاثَ الْأُمَّ الْمِسْكِينَةَ فِي مُصِيبَتِهَا؟

(٨) مَاذَا فَعَلَتِ الْأُمُّ الْحَنُونُ بَعْدَ أَنْ أَلْهَمَهَا اللّٰهُ؟

(٩) هَلْ عَصَتِ الْأُمُّ الْحَنُونُ أَمْرَ رَبِّهَا؟

(١٠) هَلْ امْتَثَلَتِ الْأُمُّ الْمِسْكِينَةُ أَمْرَ اللّٰهِ؟

(١١) كَيْفَ أَصْبَحَتْ حَالُ الْأُمِّ الْحَنُونِ لَمَّا أَلْقَتْ كَبِدَهَا فِي النِّيلِ؟

(١٢) أَكَانَ الْبَيْتُ أَحْفَظَ لِلطِّفْلِ مِنَ الصُّنْدُوقِ؟

(١٣) أَكَانَ الصُّنْدُوقُ أَسْلَمَ لِلطِّفْلِ مِنَ الْبَيْتِ؟

(١٤) لِأَيِّ سَبَبٍ سَقَطَتِ النُّونُ مِنْ خَبَرِ إِنَّ فِي هٰذِهِ الْجُمْلَةِ "إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ"

(١٥) أُتْلُ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ الَّتِي عَزَّى اللّٰهُ فِيهَا أُمَّ مُوسَى؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৮)

تَنَقُّلًا - এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অধিক যাতায়াত করা। تَنَقُّل - ব-ব تَنَقُّلَاتٌ –গতিবিধি। رَاقَبَ تَنَقُّلَاتِهِ - তার গতিবিধি লক্ষ রাখলো। مُرَاقَبَةٌ - পর্যবেক্ষণ করা। تَنَزُّهًا -বিনোদন করা, পায়চারি করা। (عَنِ الْإِثْمِ) - পাপ পরিহার করা। شَاطِئٌ - ব-ব شَوَاطِئُ - তীর, উপকূল। خَشَبَةٌ - কাষ্ঠ খন্ড। خُشُبٌ -ব-ব أَخْشَابٌ -কাঠ। خَشَبِيٌّ - কাষ্ঠ নির্মিত। صُنْدُوقٌ خَشَبِيٌّ - কাঠের বাক্স। خَشَبُ الْمَيِّتِ - কফিন। ضَمًّا (ن) - যোগ করা, মিলানো। اِنْضِمَامًا - যুক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া। اِهْتِدَاءً - (إِلَيْهِ) - সন্ধান লাভ করা। اِتِّخَاذًا - বানানো, গ্রহণ করা। যেমন ঃ اِتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا - আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। اِلْتِقَاطًا - কুড়িয়ে আনা। لُقَطَةٌ ব-ব لُقَطٌ কুড়ানো বস্তু। أَمْوَالٌ ব-ব مَالٌ সম্পদ, যথাঃ اَلْمَالُ غَادٍ وَرَائِحٌ - সম্পদ সকালে আসে বিকালে যায়।

فِىْ قَصْرِ فِرْعَوْنَ

كَانَ فِرْعَوْنُ لَهُ قُصُوْرٌ كَثِيْرَةٌ عَلٰى شَاطِئِ النِّيْلِ - وَكَانَ يَتَنَقَّلُ مِنْ قَصْرٍ إِلٰى قَصْرٍ وَيَتَنَزَّهُ عَلٰى شَاطِئِ النِّيْلِ - وَكَانَ يَوْمًا جَالِسًا عَلٰى شَاطِئِ النِّيْلِ يَتَنَزَّهُ وَيَرٰى إِلٰى النَّهْرِ يَجْرِىْ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَكَانَتْ مَعَهُ مَلِكَةُ مِصْرَ تَتَنَزَّهُ مَعَ الْمَلِكِ وَتَرٰى إِلٰى النِّيْلِ يَجْرِىْ وَبَيْنَمَا يَتَنَزَّهَانِ إِذْ وَقَعَ بَصَرُهُمَا عَلٰى صُنْدُوْقٍ تَلْعَبُ بِهٖ أَمْوَاجُ النِّيْلِ كَأَنَّمَا تُقَبِّلُهُ هَلْ تَرٰى يَا سَيِّدِىْ ذٰلِكَ الصُّنْدُوْقَ؟ أَيْنَ الصُّنْدُوْقُ فِى النِّيْلِ؟ إِنَّمَا هِىَ خَشَبَةٌ سَقَطَتْ فِى النِّيْلِ - لَا يَا سَيِّدِىْ إِنَّمَا هُوَ صُنْدُوْقٌ! وَقَرُبَ الصُّنْدُوْقُ، فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ هٰذَا صُنْدُوْقٌ! وَأَمَرَ الْمَلِكُ أَحَدَ الْخَدَمِ، وَقَالَ : إِلَيْكَ هٰذَا الصُّنْدُوْقَ! وَذَهَبَ الْخَادِمُ وَأَخْرَجَ الصُّنْدُوْقَ- وَفَتَحَ الصُّنْدُوْقَ فَإِذَا فِيْهِ غُلَامٌ جَمِيْلٌ يَبْتَسِمُ وَتَحَيَّرَ النَّاسُ ، كُلٌّ يَأْخُذُهُ وَيَرَاهُ - وَتَحَيَّرَ فِرْعَوْنُ وَرَآهُ قَالَ بَعْضُ الْخَدَمِ، إِنَّ هٰذَا الْغُلَامَ إِسْرَائِيْلِيٌّ وَلَا بُدَّ لِلْمَلِكِ أَنْ يَذْبَحَهُ - وَرَأَتْهُ الْمَلِكَةُ، وَدَخَلَ حُبُّهُ فِىْ قَلْبِهَا فَضَمَّتْهُ إِلٰى صَدْرِهَا وَقَبَّلَتْهُ - وَشَفَعَتْ لَهُ عِنْدَ الْمَلِكِ وَقَالَتْ "قُرَّةُ عَيْنٍ لِىْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا" وَهٰكَذَا دَخَلَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ قَصْرَ فِرْعَوْنَ، وَعَاشَ عَلٰى رَغْمِ فِرْعَوْنَ وَشُرْطَتِهٖ - وَلَمْ يَهْتَدِ الشُّرْطَةُ إِلٰى هٰذَا الْمَوْلُوْدِ الْإِسْرَائِيْلِيِّ ، وَلَهُمْ عُيُوْنُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ - وَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُرَبِّىَ فِرْعَوْنُ "عَدُوُّ الْأَطْفَالِ" طِفْلًا يَذْهَبُ مُلْكُهُ عَلٰى يَدِهٖ - مِسْكِيْنٌ فِرْعَوْنُ! لَقَدْ أَخْطَأَ فِىْ شَأْنِ مُوْسٰى - وَقَدْ أَخْطَأَ مَعَهُ وَزِيْرُهُ هَامَانُ وَجُنُوْدُهُ - "وَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ" -

ফির'আওনের প্রাসাদে মূসা

নীল নদের তীরে ফির'আওনের বহু প্রাসাদ ছিল। সে এক প্রাসাদ থেকে অন্য প্রাসাদে ঘুরে বেড়াতো এবং নীল নদের তীরে বিনোদন করতো। একদিন সে রাণীর সঙ্গে নদীর তীরে বসে নদীর প্রবাহ দেখছিল আর চিত্তবিনোদন করছিল। হঠাৎ একটি বাক্সের উপর তাদের দৃষ্টি পড়লো। নদীর ঢেউ বাক্সটি নিয়ে যেন খেলছিল, আর তাকে চুমু খাচ্ছিল। (অর্থাৎ ঢেউয়ের সাথে তা দুলছিল) তখন রাণী বলে উঠলো, ঐ দেখ একটি বাক্স! রাজা বললো, নীল নদে বাক্স আসবে কোত্থেকে? এতো এক কাষ্ঠ খন্ড। স্ত্রী বললো, না, সাহেব বাক্সই। বাক্সটি কাছে আসলে লোকেরা বললো, হাঁ, বাক্সইতো। রাজা এক খাদেমকে বললো, বাক্সটি উঠিয়ে আন। খাদেম গিয়ে বাক্সটি তুলে আনলো। বাক্সটি খোলা হলে তাতে দেখা গেল ফুটফুটে সুন্দর একটি শিশু। লোকেরা অবাক হল, প্রত্যেকে তাকে কোলে নিয়ে দেখতে লাগল। ফির'আওনও অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। খাদেমদের কেউ কেউ বললো, এই শিশু ইসরাঈলী। রাজার উচিত তাকে জবাই করা। শিশুকে দেখে রাণীর হৃদয়ে ভালবাসার উদ্রেক হলো। ফলে সে শিশুকে কোলে নিয়ে চুমু খেল এবং রাজার কাছে শিশুর জন্য সুপারিশ করে বললো, " সে আমারও তোমার চোখ জুড়াবে। তাকে হত্যা করোনা। আশা করি সে আমাদের উপকারে আসবে, কিংবা তাকে আমাদের পুত্র বানিয়ে নেবো।" এভাবে মূসা ইবনে 'ইমরান ফির'আওনের প্রাসাদে প্রবেশ করলো এবং ফির'আওন ও তার পুলিশ বাহিনীর অনীহা সত্ত্বেও বেঁচে রইলো। শ্যেন দৃষ্টি সম্পন্ন পুলিশ বাহিনী এই ইসরাঈলী শিশুর খোঁজ পেলনা।

আল্লাহ্ চাইলেন ফির'আওন (শিশুদের শত্রু) ঐ শিশুর প্রতিপালন করুক, যার হাতে তার রাজত্ব ধ্বংস হবে। হতভাগা ফির'আওন মূসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করলো। একই সাথে তার মন্ত্রী হামান ও তার সৈন্য বাহিনীও ভুল করলো। (কুরআনের ভাষায়) ফির'আওনের পরিবার তাকে কুড়িয়ে এনেছিল যাতে সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়। নিশ্চয় ফির'আওন, হামান ও তাদের সৈন্য বাহিনী সকলেই ভুল করেছিল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَكَانَ يَوْمًا جَالِسًا عَلَى شَاطِئِ النِّيلِ يَتَنَزَّهُ وَيَرَى إِلَى النَّهْرِ يَجْرِيْ تَحْتَ رِجْلَيْهِ)

(كَانَ) ফে'য়েল নাকিস, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর তার ইসম, (يَوْمًا) পরবর্তী শিবহুল ফে'য়েলের মাফ'উলে ফীহি, (جَالِسًا) শিবহুল ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর ذُو الْحَالِ -(عَلَى شَاطِئِ النِّيلِ) শিবহুল ফে'য়েলের সাথে সম্পৃক্ত। (يَتَنَزَّهُ) জুমলা হয়ে মা'তুফ 'আলাইহ, (واو) হরফে আতফ, (النَّهْرِ)

যুলহাল, বাকী অংশ জুমলা হয়ে হাল,। উভয় মিলে মাজরুর, জার ও মাজরুর মিলে ফে'য়েলের সাথে সম্পর্কিত হয়েছে। সবগুলো মিলে জুমলা হয়ে মা'তুফ, মা'তুফ ও মা'তুফ 'আলাইহ মিলে حَال হয়েছে। হাল ও যুলহাল মিলে শিবহুল ফে'য়েলের ফা'য়েল, শিবহুল ফে'য়েল, ফা'য়েল, মাফ'উলে ফীহি ও মুতা'য়াল্লেক মিলে شِبْهُ الْجُمْلَةِ হয়ে كَانَ এর খবর, পরিশেষে ফে'য়েলে নাকিস তার ইসম ও খবরকে নিয়ে اَلْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ হয়েছে।

(إِنَّمَا هِيَ خَشَبَةٌ سَقَطَتْ فِي النِّيلِ)

(إِنَّ) اَلْحَرْفُ الْمُشَبَّهُ بِالْفِعْلِ (مَا) كَافَّة - (هِيَ) মুবতাদা, (خَشَبَة) মাওসূফ, বাকী অংশ সিফাত, তারপর মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর, পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) أَيْنَ تَقَعُ قُصُوْرُ فِرْعَوْنَ؟

(٢) مَاذَا كَانَ يَفْعَلُ فِرْعَوْنُ عَلَى شَاطِئِ النِّيلِ؟

(٣) لِمَاذَا جَلَسَ فِرْعَوْنُ عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ؟

(٤) أَكَانَ غَرَضُهُ أَنْ يَتَنَزَّهَ وَيَتَمَتَّعَ بِمَنْظَرِ النَّهْرِ؟

(٥) مَنْ صَاحَبَتْ فِرْعَوْنَ عَلَى شَاطِئِ النِّيلِ وَمَاذَا فَعَلَتْ؟

(٦) مَاذَا حَدَثَ بَيْنَمَا يَتَنَزَّهُ الْمَلِكُ وَالْمَلِكَةُ؟

(٧) أُذْكُرْ مُحَادَثَةَ الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ عَلَى شَاطِئِ النِّيلِ؟

(٨) بِمَ أَمَرَ الْمَلِكُ أَحَدَ الْخَدَمِ وَمَاذَا فَعَلَ الْخَادِمُ؟

(٩) مَاذَا رَأَى النَّاسُ لَمَّا فُتِحَ الصُّنْدُوْقُ؟

(١٠) أَوْضِحْ كَيْفَ كَانَ حَالُ النَّاسِ وَالْمَلِكَةِ حِيْنَ رَأَوْا طِفْلاً جَمِيْلاً فِي الصُّنْدُوْقِ؟

(١١) كَيْفَ دَخَلَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَ انَ قَصْرَ الْمَلِكِ رَغْمَ فِرْعَوْنَ وَشُرْطَتِهِ؟

(١٢) مِنْ أَيْنَ الْتَقَطَ آلُ فِرْعَوْنَ مُوْسَى وَلِمَ الْتَقَطُوْهُ؟

(١٣) اِشْرَحْ سَبَبَ النَّصَبِ فِي كَلِمَتَي "عَدُوًّا وَحَزَنًا"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৯)

لُعْبَةٌ - ব-ব لُعَبٌ - খেলনা। اَلْعُرُوْسَةُ ব-ব اَلْعَرَائِسُ - খেলনা। لَسْتُ اَلْعُرُوْسَةَ فِيْ يَدِكَ - আমি তোমার হাতের খেলনা নই। لَهْوٌ - খেলনা, ব্যস্ততার বস্তু। مَدَحَ (ف) مَدْحًا - প্রশংসা করা। شَهَادَةُ تَقْدِيْرٍ - প্রশংসা পত্র। مَلِكَةٌ - রাণী। اِجْتَهَدَ (فى) اِجْتِهَادًا - সাধ্যমত চেষ্টা করা। سَرَّ (ن) سُرُوْرًا - আনন্দিত করা। যেমন سَرَّتْنِيْ رُؤْيَتُكَ - তোমার সাক্ষাতে আনন্দিত হলাম। (سُرَّ) - আনন্দিত হলো। سُرِرْتُ سُرُوْرًا لَا يُوْصَفُ - অবর্ণনীয় আনন্দিত হয়েছি। جَائِزَةٌ - ব-ব جَوَائِزُ - পুরস্কার। مُجَازَاةٌ - পুরস্কৃত করা। تَحْرِيْمًا (عَلَيْهِ) - হারাম করা। إِحْلَالًا (لَهُ) - হালাল করা। حِرْمَانًا (ض) - বঞ্চিত করা। مَحْرُوْمٌ - বঞ্চিত। اَلْقَاسِمُ مَحْرُوْمٌ - বন্টনকারী বঞ্চিত থাকে। حَدِيْثٌ - আধুনিক, আলোচনা। كَلِمَاتٌ حَدِيْثَةٌ - আধুনিক শব্দ সমূহ। تَحْدِيْثًا - আলোচনা করা,, হাদীস বর্ণনা করা। حَوْلٌ ব-ব أَحْوَالٌ বছর।

مَنْ يُرْضِعُ الطِّفْلَ؟

وَكَانَ الطِّفْلُ الْجَدِيْدُ وَكَانَ الطِّفْلُ الْجَمِيْلُ لُعْبَةَ الْقَصْرِ وَلَهْوَ الدَّارِ - كُلٌّ يَأْخُذُهُ وَيُقَبِّلُهُ، وَكُلٌّ يُحِبُّهُ وَيَمْدَحُهُ، لِأَنَّ الْمَلِكَةَ تُحِبُّهُ حُبًّا عَظِيْمًا - فَكَيْفَ لَا تُحِبُّهُ سَيِّدَاتُ الْقَصْرِ وَكَيْفَ لَايُحِبُّهُ خَدَمُ الْقَصْرِ ؟ كُلٌّ يَأْخُذُهُ وَيُقَبِّلُهُ، لِأَنَّ الطِّفْلَ جَمِيْلٌ- وَطَلَبَتِ الْمَلِكَةُ مُرْضِعًا تُرْضِعُ الطِّفْلَ ، وَجَائَتْ وَأَخَذَتِ الطِّفْلَ وَلٰكِنَّ الطِّفْلَ يَبْكِيْ وَ يَأْبٰى - وَطَلَبَتِ الْمَلِكَةُ مُرْضِعًا أُخْرٰى ، وَحَضَرَتْ وَأَخَذَتِ الطِّفْلَ ، وَلٰكِنَّ الطِّفْلَ يَبْكِيْ وَيَأْبٰى -وَثَالِثَةٌ وَرَابِعَةٌ وَخَامِسَةٌ وَلٰكِنَّ الطِّفْلَ يَبْكِيْ وَيَأْبٰى عَجَبًا! لِمَاذَا لَايَرْتَضِعُ الطِّفْلُ ، لِأَيِّ شَيْئٍ يَبْكِيْ ؟ اِجْتَهَدَتِ الْمَرَاضِعُ أَنْ تُرْضِعَ الطِّفْلَ لِتَسُرَّ الْمَلِكَةَ وَتَنَالَ مِنْهَا جَائِزَةً، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ - وَأَصْبَحَ الطِّفْلُ حَدِيْثَ الْقَصْرِ وَشُغْلَ الدَّارِ - هَلْ رَأَيْتِ يَا أُخْتِي الطِّفْلَ الْجَدِيْدَ؟ نَعَمْ قَدْ رَأَيْتُهُ ، طِفْلٌ جَمِيْلٌ جِدًّا

- وَلٰكِنَّهُ طِفْلٌ غَرِيبٌ لَيْسَ كَالْأَطْفَالِ! إِنَّهُ لَا يَرْتَضِعُ وَإِذَا أَخَذَتْهُ مُرْضِعٌ يَبْكِيْ وَ يَأْبٰى أَنْ يَرْتَضِعَ ، مِسْكِيْنٌ كَيْفَ يَعِيْشُ؟ إِنَّهُ يَمُوْتُ -نَعَمْ قَدْ مَضٰى عَلَيْهِ أَيَّامٌ وَلَمْ يَرْتَضِعْ -

শিশুকে স্তন্য দান করবে কে ?

সুন্দর ফুটফুটে নবজাত শিশুটি প্রাসাদের অধিবাসীদের আমোদ-ফূর্তির বিষয়ে পরিণত হলো। প্রত্যেকে তাকে কোলে নিয়ে চুমু খায়। সবাই তাকে ভালোবাসে ও তার প্রশংসা করে। কারণ রাণী তাকে ভালোবাসে। তাহলে প্রাসাদের ভদ্র মহিলা ও চাকর-বাকররা তাকে ভালোবাসবেনা কেন? তাকে কোলে নিয়ে চুমু খাবেনা কেন? সেতো সুন্দর শিশু। শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য রাণী একজন ধাত্রী খোঁজ করলেন। ধাত্রী এসে শিশুকে কোলে নিল, কিন্তু শিশু ক্রন্দন করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে রাণী আরেকজন ধাত্রী খোঁজ করলেন। ধাত্রী এসে শিশুকে কোলে নেওয়া মাত্র সে তার থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিল। এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, ও পঞ্চম জনকে তলব করা হল, কিন্তু শিশু ক্রন্দন করে সবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কী আশ্চর্য! শিশু স্তন্য গ্রহণ করে না কেন? কান্নার কারণ কী? রাণীকে খুশী করে তার থেকে পুরুস্কার লাভের আশায় ধাত্রীরা সকলেই শিশুকে স্তন্য দান করতে আপ্রাণ চেষ্টা করলো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা শিশুর জন্য সকল ধাত্রীকে হারাম করে দিয়েছেন। শিশুটি প্রাসাদের আলোচনা ও ব্যস্ততার বিষয়ে পরিণত হলো। ও বোন! সুন্দর শিশুটি দেখেছো কি? হ্যাঁ, দেখেছিতো। কী সুন্দর! কিন্তু সে বড় অদ্ভূত। সাধারণ শিশুদের মত নয়। যখনই কোন ধাত্রী তাকে কোলে নেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে কান্না শুরু করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আহা! বেচারা কিভাবে বাঁচবে? নিশ্চয় সে মারা যাবে। যাই হোক, এভাবে স্তন্য গ্রহণ ছাড়াই কয়েকদিন কেটে গেল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

وَكَانَ الطِّفْلُ الْجَدِيْدُ وَكَانَ الطِّفْلُ الْجَمِيْلُ لُعْبَةَ الْقَصْرِ وَلَهْوَ الدَّارِ

(اَلطِّفْلُ الْجَدِيْدُ) মাওসূফ- সিফাত মিলে প্রথম ফে'য়েলে নাকিসের ইসম, (اَلطِّفْلُ الْجَمِيْلُ) মাওসূফ- সিফাত মিলে দ্বিতীয় ফে'য়েলে নাকিসের ইসম, অবশিষ্ট অংশ মা'তুফ ও মা'তুফ 'আলাইহ মিলে দ্বিতীয় ফে'য়েলে নাকিসের খবর, দ্বিতীয় ফে'য়েলে নাকিসের খবরকে قَرِيْنَةٌ (নিদর্শন) বানিয়ে প্রথম فِعْل نَاقِص এর খবরকে উহ্য রাখা হয়েছে।

(عَجَبًا) - শব্দটি মূলত عَجِبْتُ عَجَبًا ছিল। তারকীবে শব্দটি অনুক্ত ফে'য়েল থেকে মাফ'উলে মুতলাক হয়েছে।

- معية- (واو) ফে'য়েল, (ت) ফা'য়েল (سَارَ) - (سِرْتَ وَالشَّمْسَ) (الشَّمْسَ) মাফ'উলে মা'আহু। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলে মা'আহু মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(وَلٰكِنَّهُ طِفْلٌ غَرِيْبٌ لَيْسَ كَالْأَطْفَالِ)

(وَاو) عَاطِفَة - (لٰكِنَّ) حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعْل (ه) তার ইসম, (طِفْل) মাওসূফ, (غَرِيْب) প্রথম সিফাত, (لَيْس) ফে'য়েলে নাকিস, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর তার ইসম, (كَالْأَطْفَالِ) জর-মাজরূর মিলে مُشَابِهًا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে مُتَعَلِّق হয়ে ফে'য়েলে নাকিসের খবর। لَيْسَ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে দ্বিতীয় সিফাত, মওসূফ তার উভয় সিফাতকে নিয়ে لٰكِنَّ এর খবর, لٰكِنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়েছে। উল্লেখ্য, ك অব্যয়টি مثل এর সমার্থক রূপে مُضَاف إِلَيْهِ ও مُضَاف মিলে সরাসরি لَيْسَ এর খবর হতে পারে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) كَيْفَ كَانَ الطِّفْلُ الْجَدِيْدُ؟

(٢) كَيْفَ كَانَ الطِّفْلُ الْجَمِيْلُ؟

(٣) أَكَانَ الطِّفْلُ لُعْبَةَ الْقَصْرِ وَلَهْوَ الدَّارِ؟

(٤) لِمَاذَا يَأْخُذُهُ الْجَمِيْعُ وَيُقَبِّلُوْنَهُ؟

(٥) لِمَاذَا يُحِبُّهُ الْجَمِيْعُ وَيَمْدَحُوْنَهُ؟

(٦) أَلَيْسَ حُبُّ الْمَلِكَةِ الطِّفْلَ سَبَبًا لِحُبِّ الْجَمِيْعِ إِيَّاهُ؟

(٧) كَمْ مُرْضِعًا طَلَبَتِ الْمَلِكَةُ لِتُرْضِعَ الطِّفْلَ؟

(٨) أَقَبِلَ الطِّفْلُ أَحَدًا مِنَ الْمَرَاضِعِ؟

(٩) لِمَ لَمْ يَرْضَعْ هٰذَا الطِّفْلُ؟ وَالْأَطْفَالُ تَوَّاقُوْنَ إِلَى الرَّضَاعَةِ ؟

(١٠) لِأَيِّ مَقْصَدٍ اجْتَهَدَتِ الْمَرَاضِعُ أَنْ يُرْضِعْنَ الطِّفْلَ؟

(١١) مَاذَا تَحَدَّثَتِ النِّسَاءُ عَنِ الطِّفْلِ الْجَدِيْدِ؟

(١٢) كَمْ حَوْلًا يَجُوْزُ لِلْوَالِدَاتِ أَنْ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ؟ أَجِبْ مُسْتَدِلًّا بِآيَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ؟

(١٣) اُذْكُرِ النَّاصِبَ لِهٰذِهِ الْكَلِمَاتِ "وَثَالِثَةٌ وَرَابِعَةٌ وَخَامِسَةٌ"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১০)

- تَحَدُّثًا (عَنْهُ) আলোচনা করা। (إِلَيْهِ) কথা বলা। أَدَبٌ ব-ব آدَابٌ ভদ্রতা, শিষ্টাচার। أَدَبًا - (ك) - শিষ্ট হওয়া। تَأْدِيبًا - শিষ্টাচার শিখানো। قَلِيلُ الْأَدَبِ - অভদ্র। تَعَلَّمِ الْأَدَبَ ثُمَّ تَعَلَّمِ الْعِلْمَ - ইল্ম শিখার পূর্বে শিষ্টাচার শিখ। تَجْرِبَةً - পরীক্ষা করা। جَرِّبْ حَظَّكَ فِي اليا نصيب - লটারীতে ভাগ্য পরীক্ষা করুন। لَطَافَةً (ك) - সরু হওয়া। (الْغُلَامُ) - কোমল হওয়া। لَطِيفٌ - সরু, কোমল। جَارِيَةٌ - ব-ব جَوَارٍ যুবতী, কিশোরী, দাসী। مُعَانَقَةً - আলিঙ্গন করা। اِرْتِيَابًا - সন্দেহ পোষণ করা। رَيْبَةً (ض) - সন্দেহে ফেলা। مَشْكُوكٌ فِيهِ - সন্দেহ জনক। شَكٌّ بِلَا دَلِيلٍ - অমূলক সন্দেহ। شَكِّيٌّ - সন্দেহ প্রবণ। بِنَاءً عَلَى الشَّكِّ - সন্দেহ মূলকভাবে। اِرْتِضَاعًا-(الْوَلَدُ) - দুধ পান করা। حَنُونٌ মমতাময়ী। حَنَانٌ মমতা, حَنَانُ الْأُمِّ মাতৃ স্নেহ। قُرَّةً (س) শীতল হওয়া।

فِي حِجْرِ أُمِّهِ

وَقَالَتِ الْأُمُّ الْحَنُونُ لِأُخْتِ مُوسَى : اِذْهَبِي يَا بُنَيَّتِي وَانْظُرِي أَخَاكَ لَعَلَّهُ حَيٌّ - إِنَّ اللّٰهَ قَدْ وَعَدَنِي أَنَّهُ يَرُدُّ الطِّفْلَ إِلَيَّ وَأَنَّهُ يَحْفَظُهُ وَذَهَبَتْ أُخْتُ مُوسَى تَبْحَثُ عَنْ أَخِيهَا -وَسَمِعَتِ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ طِفْلٍ جَمِيلٍ فِي قَصْرِ الْمَلِكِ، ذَهَبَتِ السَّيِّدَةُ وَوَقَفَتْ تَسْمَعُ حَدِيثَ النِّسَاءِ فِي الْقَصْرِ - هَلْ جَاءَتِ الْمُرْضِعُ الَّتِي طَلَبَتْهَا الْمَلِكَةُ مِنْ أَسْوَانَ؟ نَعَمْ يَاسَيِّدِي، وَلٰكِنَّ الطِّفْلَ أَبَى أَيْضًا وَلَمْ يَرْتَضِعْ يَا سَلَامُ! مَا شَأْنُ هٰذَا الطِّفْلِ؟ لَعَلَّ هٰذِهِ هِيَ السَّادِسَةُ الَّتِي جَرَّبَتْهَا الْمَلِكَةُ. نَعَمْ وَيَقُولُونَ إِنَّهَا مُرْضِعٌ نَظِيفَةٌ جِدًّا وَكُلٌّ يَرْتَضِعُ مِنْهَا - سَمِعَتْ أُخْتُ مُوسَى هٰذَا الْكَلَامَ وَقَالَتْ بِأَدَبٍ وَلُطْفٍ : أَنَا أَعْرِفُ اِمْرَأَةً فِي الْبَلَدِ ، لَا بُدَّ أَنْ يَرْتَضِعَ مِنْهَا الطِّفْلُ - قَالَتْ اِمْرَأَةٌ : أَنَا لَا أُصَدِّقُ قَدْ جَرَّبْنَا سِتَّ مَرَاضِعَ وَلٰكِنَّ الطِّفْلَ لَمْ يَرْتَضِعْ - قَالَتْ أُخْرَى : وَلِمَاذَا لَا نُجَرِّبُ

السَّابِعَةَ ؟ مَاذَا عَلَيْنَا ؟ وَوَصَلَ الْخَبَرُ إِلَى الْمَلِكَةِ فَطَلَبَتِ الْجَارِيَةَ وَقَالَتْ : "إِذْهَبِي وَخُذِي مَعَكِ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ" وَجَاءَتْ أُمُّ مُوسٰى ، وَجَاءَتْ خَادِمَةٌ وَقَدَّمَتْ إِلَيْهَا مُوسٰى فَاعْتَنَقَ الطِّفْلُ الْمَرْأَةَ وَأَقْبَلَ يَرْتَضِعُ، كَأَنَّهُ كَانَ مِنْهَا عَلٰى مِيْعَادٍ - وَلِمَاذَا لَا يَرْتَضِعُ وَهِيَ أُمُّهُ الْحَنُونُ ؟! وَلِمَاذَا لَا يَرْتَضِعُ وَهُوَ جَائِعٌ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؟! وَعَجِبَتِ الْمَلِكَةُ وَعَجِبَ أَهْلُ الْقَصْرِ وَارْتَابَ فِرْعَوْنُ وَقَالَ لِمَاذَا قَبِلَ هٰذَا الطِّفْلُ هٰذِهِ الْمَرْأَةَ فَهَلْ هِيَ أُمُّهُ؟ قَالَتْ أُمُّ مُوسٰى يَاسَيِّدِي أَنَا امْرَأَةٌ طَيِّبَةُ الرِّيحِ طَيِّبَةُ اللَّبَنِ كُلُّ طِفْلٍ يَقْبَلُنِي - وَسَكَتَ فِرْعَوْنُ وَأَجْرٰى عَلَيْهَا رِزْقًا - وَرَجَعَتْ أُمُّ مُوسٰى إِلٰى بَيْتِهَا وَفِي حِجْرِهَا مُوسٰى. "فَرَدَدْنَاهُ إِلٰى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

মূসা তার মায়ের কোলে

মমতাময়ী মা মূসার বোনকে বললেন, মা যাও, খোঁজ করে দেখ, হয়ত তোমার ভাই বেঁচে এখনও আছে। কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা ও'য়াদা করেছেন, তিনি মূসাকে হেফাযত করে আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন। মূসার বোন ভায়ের সন্ধানে বের হলেন। সে লোকদের মুখে রাজ প্রাসাদের একটি সুন্দর শিশুর আলোচনা শুনতে পেল। ফলে সে প্রাসাদের নিকটে দাঁড়িয়ে মহিলাদের কথা-বার্তা শুনতে লাগল। আসওয়ান থেকে রাণী যে ধাত্রীকে তলব করেছিলেন সে এসেছে কি? হ্যাঁ এসেছে। কিন্তু শিশু তার থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে দুধপান করেনি। ইয়া আল্লাহ! কী হলো এই শিশুর? সম্ভবত ইনি রাণীর পরীক্ষাকৃত সপ্তমজন। হ্যাঁ, তবে সবাই বলে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কারণে সকল শিশুই তাঁর স্তন্য গ্রহণ করে। মূসার বোন তাদের আলাপ-আলোচনা শুনে শিষ্টাচার ও কোমলতার সাথে বলল, আমি শহরের এক ধাত্রীকে চিনি, শিশু অবশ্যই তার দুধ পান করবে। এক মহিলা বললো, আমরা তা বিশ্বাস করিনা। এযাবৎ ছয়জন ধাত্রী দ্বারা পরীক্ষা করেছি, কিন্তু শিশু কারও স্তন্য গ্রহণ করেনি। আরেক মহিলা তার কথার প্রতিবাদ করে বললো, সপ্তমজনকে দিয়ে পরীক্ষা করতে আমাদের অসুবিধা কি? রাণীর কানে এই সংবাদ পৌঁছলে রাণী তরুণীকে

ডেকে বললেন, যাও, সেই মহিলাকে নিয়ে আস। মূসা (আঃ) এর মা আসলেন। তখন এক সেবিকা এসে মূসাকে তাঁর হাতে তুলে দিল। সাথে সাথে শিশু মহিলাটিকে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করতে লাগল। যেন সে তারই প্রতীক্ষায় ছিল। দুধ পান করবেনা কেন, সেতো তার মমতাময়ী মা? তাছাড়া সে তিন দিন যাবৎ ক্ষুধার্ত। রাণী সহ প্রাসাদের সকলে অবাক হলো। ফির'আওন সন্দেহ করে বললো, শিশু এই মহিলার স্তন্য গ্রহণ করলো কেন? তবে কি সে বাচ্চার মা? মূসার মা বিনয়ের সাথে বললেন, জনাব! আমি সুগন্ধা ও সুদুগ্ধা নারী, সকল শিশুই আমাকে গ্রহণ করে। তখন ফির'আওন চুপ হয়ে গেল এবং তাদের জন্য ভাতা জারী করে দিল। অতঃপর মূসার মা মূসাকে কোলে করে বাড়ি ফিরে এলেন। (আল্লাহ তা'আলা বলেন,) "আমি মূসাকে তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম, যেন তার চক্ষু শীতল হয় এবং তার মনো বেদনা দূর হয় এবং আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য বলে জানতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَسَمِعَتِ النَّاسُ يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ طِفْلٍ جَمِيْلٍ فِىْ قَصْرِ الْمَلِكِ)

(سَمِعَ)ফে'য়েল, (تْ) ফা'য়েল, (النَّاسُ) জুলহাল, (طِفْلٍ) মাওসূফ, (جَمِيْلٍ) প্রথম সিফাত, (فِىْ قَصْرِ الْمَلِكِ) জার-মাজরূর মিলে موجود শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়ে দ্বিতীয় সিফাত, তারপর মাওসূফ ও উভয় সিফাত মিলে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক, তারপর ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লেক মিলে জুমলা হয়ে حَال হয়েছে। জুলহালও হাল মিলে মাফ'উলে বিহী। পরিশেষে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

(لَعَلَّ هٰذِهٖ هِىَ السَّادِسَةُ الَّتِىْ جَرَّبْتُهَا الْمَلِكَةُ)

(لَعَلَّ) হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'য়েল, (هٰذِهٖ) তার ইসম, (هِىَ) صِيْغَةُ الْفَاصِلِ (السَّادِسَةُ) মাওসূফ, (الَّتِىْ) ইসমে মাওসূল, বাকী অংশ জুমলা হয়ে সিলা, তারপর উভয় মিলে সিফাত, মাওসূফও সিফাত মিলে খবর, পরিশেষে لَعَلَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়েছে।

(أَنَا اِمْرَأَةٌ طَيِّبَةُ الرِّيْحِ طَيِّبَةُ اللَّبَنِ)

(أَنَا) মুবতাদা, (اِمْرَأَةٌ) মাওসূফ, (طَيِّبَةُ الرِّيْحِ) মুজাফ-মুজাফ ইলাইহ মিলে প্রথম সিফাত, (طَيِّبَةُ اللَّبَنِ) মুজাফ-মুজাফ ইলাইহ মিলে দ্বিতীয় সিফাত। মাওসূফ ও উভয় সিফাত মিলে খবর। মুবতাদাও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا قَالَتِ الْأُمُّ الْحَنُوْنُ لِأُخْتِ مُوْسٰى ؟

(٢) مَاذَا فَعَلَتْ أُخْتُ مُوْسٰى بَعْدَ أَنْ أَمَرَهَا أُمُّهَا ؟

(٣) عَمَّنْ تَحَدَّثَ النَّاسُ فِيْ قَصْرِ الْمَلِكِ؟

(٤) لِمَ خَرَجَتِ السَّيِّدَةُ وَمَاذَا فَعَلَتْ بِجَانِبِ الْقَصْرِ ؟

(٥) أُذْكُرْ حَدِيْثَ النِّسَاءِ فِي الْقَصْرِ؟

(٦) سَمِعَتْ أُخْتُ مُوْسٰى حَدِيْثَهُنَّ فَمَاذَا قَالَتْ؟

(٧) مَاذَا قَالَتِ النِّسَاءُ لَمَّا أَنْبَأَتْ أُخْتُ مُوْسٰى عَنِ الْمُرْضِعَةِ؟

(٨) مَاذَا فَعَلَتِ الْمَلِكَةُ لَمَّا وَصَلَ إِلَيْهَا الْخَبَرُ؟

(٩) كَيْفَ كَانَتْ حَالُ مُوْسٰى حِيْنَ قَدَّمَتْهُ الْخَادِمَةُ إِلٰى وَالِدَتِهٖ؟

(١٠) أَلَيْسَ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ أَنْ يَرْتَضِعَ مِنْ أُمِّهٖ؟

(١١) هَلْ أَمْكَنَ لِفِرْعَوْنَ وَجُنُوْدِهٖ أَنْ يَحْرِمَ مُوْسٰى حَقَّهٗ؟

(١٢) مَاذَا أَجَابَتْ أُمُّ مُوْسٰى لَمَّا ارْتَابَ فِيْهَا فِرْعَوْنُ؟

(١٣) عَلٰى أَيِّ حَالَةٍ رَجَعَتْ أُمُّ مُوْسٰى إِلٰى بَيْتِهَا ؟

(١٤) أَعْرِبْ هٰذِهِ الْجُمْلَةَ "مَاذَا عَلَيْنَا

(١٥) إِقْرَأْ الْآيَةَ الَّتِيْ مَنَعَ اللّٰهُ فِيْهَا أَنْ يَقْنَطَ النَّاسُ مِنْ رَحْمَتِهٖ

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১১)

رَضَاعَةٌ (س) স্তন্য পান করা। هَيْبَةٌ - ভীতি, শ্রদ্ধা, প্রভাব। مَهَابَةٌ (س)- ভয় পাওয়া। تَهْيِيْبًا - ভয় দেখানো। دَابَّةٌ ব-ব دَوَابُّ - প্রাণী। سُوْءٌ ব-ব أَسْوَاءٌ - মন্দ, নিকৃষ্ট। سُوْءٌ (ن) - মন্দ হওয়া। (بِهِ الظَّنَّ) - কুধারণা পোষণ করা। سَيِّئَةٌ ব-ব سَيِّئَاتٌ - গুনাহ। سَوْمًا (ن) - চাপিয়ে দেওয়া। سَامٌّ বিষাক্ত। إِغَاظَةٌ / غَيْظًا (ض) - ক্রুদ্ধ করা। شُمُوْلاً (ن) - অন্তর্ভুক্ত করা। اِشْتِمَالاً (عَلٰى) - অন্তর্ভুক্ত করা। هٰذِهِ الْجُمْلَةُ تَشْتَمِلُ عَلٰى كَلِمَتَيْنِ - এই বাক্যটি দুই শব্দ বিশিষ্ট। مِسْمَارٌ ব-ব مَسَامِيْرُ - পেরেক, যেমন دَقَّ الْمِسْمَارَ - পেরেক ঠুকেছে। نَشْأَةً (ف) -লালিত পালিত হওয়া। شَقَاوَةٌ (س) দুর্ভাগা হওয়া।

إلى قصر فرعون

وَلَمَّا أَتَمَّتْ أُمُّ مُوسَى رَضَاعَتَهُ رَدَّتْهُ إِلَى الْقَصْرِ - وَنَشَأَ مُوسَى فِي قَصْرِ الْمَلِكِ كَمَا يَنْشَأُ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ - وَهٰكَذَا زَالَتْ مِنْ قَلْبِ مُوسَى مَهَابَةُ الْمُلُوكِ وَالْأَغْنِيَاءِ - وَرَأَى مُوسَى بِعَيْنَيْهِ كَيْفَ يَنْعَمُ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُهُ - وَكَيْفَ يَشْقَى بَنُو إِسْرَائِيلَ لِيَنْعَمَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُهُ - وَكَيْفَ يَجُوعُ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِتَشْبَعَ دَوَابُّ فِرْعَوْنَ وَكَيْفَ يُعَامِلُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعَامَلَةَ الْحَمِيرِ وَالدَّوَابِّ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُونَهُمْ وَيَسُومُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَكَانَ مُوسَى يَرَى ذٰلِكَ صَبَاحَ مَسَاءَ وَيَسْكُتُ - وَلٰكِنْ كَانَ مُوسَى يَغِيظُهُ ذٰلِكَ - وَكَيْفَ لَا يَغِيظُهُ إِهَانَةُ قَوْمِهِ وَأُسْرَتِهِ - وَهُمْ أَبْنَاءُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَهُمْ أَبْنَاءُ الْكِرَامِ - وَمَا ذَنْبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَقْبَاطًا؟ أَلِأَنَّهُمْ مِنْ كَنْعَانَ؟ هٰذَا لَيْسَ بِذَنْبٍ ! هٰذَا لَيْسَ بِذَنْبٍ !

ফির'আওনের প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন

মূসা (আঃ) এর মা মূসার দুগ্ধপানের মেয়াদ পূর্ণ করে তাকে প্রাসাদে ফিরিয়ে দিলেন। মূসা (আঃ) রাজ পুত্রের ন্যায় রাজ প্রাসাদে প্রতিপালিত হতে লাগলেন। ফলে মূসা (আঃ) এর অন্তর থেকে ধীরে ধীরে রাজা-বাদশা ও বিত্তশালীদের ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেল। তিনি স্বচক্ষে দেখলেন, ফির'আওন ও তার পরিবারের লোকেরা কিভাবে ভোগ-বিলাসে মত্ত রয়েছে। অপরদিকে বনী ইসরাঈল কেমন মানবেতর জীবন যাপন করছে। তিনি দেখলেন, ফির'আওনের পশুর পেট ভরার জন্য কিভাবে বনী ইস্রাঈল ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করছে। তিনি আরও দেখলেন, ফির'আওন কিভাবে বনী ইস্রাঈলের সঙ্গে পশুর মত আচরণ করে এবং তাদেরকে কাজে খাটিয়ে অকথ্য নির্যাতন করে। কিন্তু মূসা (আঃ) এসব দেখে ও চুপ থাকতেন। যদিও এসব আচরণ তাকে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ করতো। আপন সম্প্রদায় ও আপন পরিবারের অবমাননা কিভাবে তাকে ক্ষুব্ধ না করে পারে? অথচ তাঁরা হলেন নবীদের সন্তান! তাঁরা হলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান। বনী ইসরাঈলের কী অপরাধ ছিল? কিবতী না হওয়াইকি তাদের অপরাধ? কেনান থেকে আসাইকি তাদের অপরাধ? না, না, এটা কোন অপরাধ নয়! এটা কোন অপরাধ হতে পারেনা।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَنَشَأَ مُوسٰى فِىْ قَصْرِ الْمَلِكِ كَمَا يَنْشَأُ أَبْنَاءُ الْمُلُوْكِ)

(واو) হরফুল 'আতফ, (مُوسٰى) পূর্ববর্তী ফে'য়েলের ফা'য়েল, (قَصْرِ الْمَلِكِ) মুরাক্কাবে ইজাফী হয়ে মাজরূর, জার মাজরূর মিলে نَشَأَ ফে'য়েলের প্রথম মুতা'য়াল্লেক। (ك) হরফুল জার, (ما) হরফুল মাছদার, (يَنْشَأُ) ফে'য়েল, (أَبْنَاءُ الْمُلُوْكِ) মুজাফ-মুজাফুন ইলাইহ মিলে ফা'য়েল, উভয় মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়ে ما দ্বারা মাছদার হয়ে মাজরূর হয়েছে। জার-মাজরূর মিলে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের দ্বিতীয় মুতা'য়াল্লেক। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও উভয় মুতা'য়াল্লেক মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(آمِيْن) -শব্দটি দো'য়ার শেষে ব্যবহার হয়। এটি اِسْتَجِبْ ফে'য়েলের সমার্থক। বাংলায় অর্থ হলো কবুল করো। (آمِيْن) ইসমে ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর (أنت) ফা'য়েল, উভয় মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(آهْ)-শব্দটি ব্যথা বেদনা প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। এটি أَتَوَجَّعُ ফে'য়েলের সমার্থক। (آهْ) ইসমুল ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর أَنَا ফা'য়েল, তারপর উভয় মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا فَعَلَتْ أُمُّ مُوسٰى بِابْنِهَا لَمَّا أَتَمَّتْ رَضَاعَتَهُ؟

(٢) مَتٰى رَدَّتْ أُمُّ مُوسٰى اِبْنَهَا إِلَى الْقَصْرِ؟

(٣) كَيْفَ نَشَأَ مُوسٰى فِيْ قَصْرِ الْمَلِكِ؟

(٤) هَلْ نَشَأَ فِيْهِ كَمَا يَنْشَأُ أَبْنَاءُ الْمُلُوْكِ؟

(٥) كَيْفَ زَالَتْ مِنْ قَلْبِ مُوسٰى مَهَابَةُ الْمُلُوْكِ وَ الْأَغْنِيَاءِ؟

(٦) أُذْكُرِ الْأَحْوَالَ الَّتِيْ رَآهَا مُوسٰى بِعَيْنَيْهِ؟

(٧) أَكَانَ مُوسٰى يَسُرُّهُ حَالُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٨) أَكَانَ مُوسٰى يَغِيْظُهُ حَالُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٩) لِأَيِّ ذَنْبٍ سَامَ فِرْعَوْنُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ سُوْءَ الْعَذَابِ؟

(١٠) أَكَانَ ذَنْبُهُمْ أَنَّهُمْ لَيْسُوا أَقْبَاطًا؟

(١١) أَكَانَ ذَنْبُهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ كِنْعَانَ؟

(١٢) أُذْكُرْ مَكَانَةَ الْإِعْرَابِ وَسَبَبَهُ لِكَلِمَتَيْ "مُعَامَلَةَ الْحَمِيْرِ"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১২)

قَضَاءٌ (ض) (اَلْعُطْلَةَ) পূরণ اَلْحَاجَةَ) । কাটানো - عَلَيْهِ - ধ্বংস করা । (اَلْعُطْلَةَ) (ض) قَضَاءٌ
করা । صَرَاخًا (ن) - চীৎকার করা । إِسْتِصْرَاخًا চীৎকার করে সাহায্য চাওয়া ।
- مَكْرُوْهٌ । অপসন্দ করা - (س) كَرَاهَةٌ । লজ্জিত হওয়া - (س) - نَدَامَةٌ
অপসন্দনীয় । إِنَابَةٌ (إِلَيْهِ) পুণঃপুণঃ ফিরে আসা । (إِلَى اللّٰهِ) - আল্লাহ্
অভিমুখী হওয়া । تَوْبَةٌ (ن) তওবা করা । (عَلَيْهِ) - তওবা কবূল করা । - ظَهِيْرٌ
সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক, ব্যাক । إِجْرَامًا - পাপ করা । مُجْرِمٌ - পাপী । تَرَقُّبًا -
প্রতীক্ষা করা । (عَلَى) (ن) دَلَالَةٌ । নিহত - قَتِيْلٌ تَفْتِيْشًا অনুসন্ধান করা । -
প্রদর্শন করা, বাতলে দেওয়া । شَابٌّ - ব-ব شُبَّانٌ -যুবক । شَبَابًا (ض) - যুবক
হওয়া । شَيْبًا (ض) - বুড়ো হওয়া। إِشَابَةٌ / تَشْيِيْبًا - বুড়োকরা। شَابَّةٌ ব-ব
شَوَابٌّ - যুবতী اَلشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الْجُنُوْنِ যৌবন কাল উম্মাদনার একটি অংশ ।
شِكَايَةٌ (إِلَيْهِ – ن) - অভিযোগ করা ।

اَلضَّرْبَةُ الْقَاضِيَةُ

وَلَمَّا كَانَ مُوْسٰى شَابًّا قَوِيًّا آتَاهُ اللّٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا – وَكَانَ مُوْسٰى يَبْغَضُ الظَّالِمِيْنَ وَيَكْرَهُهُمْ ، وَيُحِبُّ الضُّعَفَاءَ وَالْمَظْلُوْمِيْنَ وَيَنْصُرُهُمْ وَكَذٰلِكَ كُلُّ نَبِيٍّ – وَدَخَلَ مُوْسٰى مَدِيْنَةَ فِرْعَوْنَ مَرَّةً وَالنَّاسُ فِيْ لَهْوٍ وَشُغْلٍ – وَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هٰذَا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَهٰذَا مِنَ الْأَقْبَاطِ – أَعْدَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ – فَصَرَخَ الْإِسْرَائِيْلِيُّ وَنَادٰى مُوْسٰى لِنَصْرِهِ وَشَكَى الْقِبْطِيَّ – وَغَضِبَ مُوْسٰى فَضَرَبَ الْقِبْطِيَّ ، فَكَانَتِ الْقَاضِيَةُ وَمَاتَ الْقِبْطِيُّ وَنَدِمَ مُوْسٰى جِدًّا وَعَرَفَ أَنَّ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ – فَتَابَ مُوْسٰى إِلَى اللّٰهِ وَأَنَابَ وَكَذٰلِكَ كُلُّ نَبِيٍّ "قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِيْنٌ" وَتَابَ اللّٰهُ عَلٰى مُوْسٰى ،

لِأَنَّ مُوْسٰى لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يَقْتُلَ الْقِبْطِيَّ ، بَلْ ضَرَبَهُ وَلٰكِنَّهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ – وَحَمِدَ اللّٰهَ مُوْسٰى وَقَالَ : إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيَّ وَغَفَرَ

لِىْ "فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ" وَأَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ وَيَحْذَرُ مَتٰى تَجِيْئُهُ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ وَلَهُمْ عُيُوْنُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ- وَأَصْبَحَ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ مَتٰى تَجِيْئُهُ الشُّرْطَةُ وَيَأْخُذُوْنَهُ إِلَى الْجَبَّارِ - وَرَأَى الشُّرْطَةُ قَتِيْلًا قِبْطِيًّا مِنْ خَدَمِ فِرْعَوْنَ فَفَتَّشُوْا عَنِ الْقَاتِلِ وَلٰكِنَّهُمْ لَمْ يَهْتَدُوا إِلَيْهِ - وَمَنْ يَدُلُّهُمْ عَلٰى الْقَاتِلِ وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا مُوْسٰى وَالْإِسْرَائِيْلِيُّ ؟ وَأَصْبَحَ الْقَتِيْلُ حَدِيْثَ الْبَلَدِ وَشُغْلَ الْمَدِيْنَةِ، كُلٌّ يَتَحَدَّثُ عَنْهُ وَلَا يَعْلَمُ وَغَضِبَ فِرْعَوْنُ وَقَالَ لِلشُّرْطَةِ لَابُدَّ أَنْ تُفَتِّشُوْا عَنِ الْقَاتِلِ

চূড়ান্ত আঘাত

মূসা (আঃ) যখন পরিণত বয়সে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করলেন। মূসা (আঃ) যালেমদের প্রতি কঠোর ছিলেন এবং দুর্বল ও মাযলুমদেরকে ভালবাসতেন ও সাহায্য করতেন। প্রত্যেক নবীর বৈশিষ্ট্য এমনই। একবার মূসা (আঃ) ফির'আওনের নগরীতে প্রবেশ করে লোকদেরকে খেল-তামাশায় মগ্ন দেখলেন এবং সেখানে দুজন লোককে বিবাদে লিপ্ত দেখলেন। তাদের একজন বনী ইস্রাঈলের, আর অপরজন হলো তাদের শত্রু কিবতী। মূসাকে দেখে ইসরাঈলী লোকটি সাহায্যের আহ্বান জানালো এবং কিবতির বিরুদ্ধে তার কাছে নালিশ করলো। ফলে মূসা (আঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে কিবতিকে প্রহার করলেন, আর তা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেল। ফলে সে মারা গেল। তখন মূসা (আঃ) নিজ কর্মের জন্য লজ্জিত হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, এটা মন্দ কাজ। ফলে মূসা (আঃ) তওবা করে আল্লাহ্‌র মুখী হলেন। আর নবীদের পবিত্র অভ্যাস এমনই। (কুরআনের ভাষায়) তিনি বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে স্পষ্ট পথ ভ্রষ্ট কারী শত্রু।" আল্লাহ্ মুসা (আঃ) এর তওবা কবূল করলেন।

কেননা মূসা ইচ্ছা করে কিবতিকে হত্যা করেননি, বরং তিনি তাকে প্রহার করেছিলেন মাত্র, কিন্তু তা মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। ফলে মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বললেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" অতএব আমি পাপাচারীদের সহযোগী হবোনা।" শ্যেন দৃষ্টি সম্পন্ন পুলিশ বাহিনী এসে কখন তাকে স্বৈরাচারী রাজার কাছে ধরে নিয়ে যায়, এই আশংকায় তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নগরীতে সকাল যাপন করলেন। পুলিশ বাহিনী ফির'আওনের জনৈক কিবতি সেবককে নিহত দেখে তার হত্যা কারীকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু তারা হত্যা কারীর কোন সন্ধান

পেলনা। হত্যাকারীর সন্ধান তাকে কে দিবে? মূসা ও ইস্‌রাঈলী ছাড়া তার বিষয়তো আর কেউ জানেনা। নিহত ব্যক্তি সকলের আলোচনার বিষয় বস্তুতে পরিণত হল। সকলেই তার সম্পর্কে আলোচনা করছে, কিন্তু হত্যা কারী সম্পর্কে কেউ বলতে পারছেনা। ফির'আওন সীমাহীন ক্রুদ্ধ হয়ে পুলিশ বাহিনীকে আদেশ করলো, হত্যাকারীকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَمَنْ يَدُلُّهُمْ عَلَى الْقَاتِلِ وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا مُوسَى وَالإِسْرَائِيلِيُّ)

(من) মুবতাদা, (يدل) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর هو ফা'য়েল, (هم) মাফ'উলে বিহী, (على) হরফুল জর, (القاتل) জুলহাল, (و) হালিয়া, (لا) হরফে নাফী, (يعلم) ফে'য়েল (ه) মাফ'উলেবিহী, (أحد) মুস্তাছনা মিনহু উহ্য আছে (إلا) হরফে ইস্তেছনা, অবশিষ্টাংশ মা'তুফ-মা'তুফ আলাইহ মিলে মোস্তাছনা, তারপর উভয় মিলে ফা'য়েল, ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলে বিহি মিলে জুমলা হয়ে হাল, তারপর উভয় মিলে মাজরুর, জার-মাজরুর মিলে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়েছে। অতঃপর ফে'য়েল, ফা'য়েল, মাফ'উলে বিহি ও মুতা'য়াল্লেক মিলে জুমলা হয়ে খবর। পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়েছে।

(آنفا) - শব্দটি من قبل এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন ذَهَبَ رَاشِدٌ آنِفًا- (ذهب) ফে'য়েল, (راشد) ফা'য়েল, (آنفا) মাফ'উলে ফীহি, আবার কখনও বাক্যে অবস্থান হিসাবে তারকীব হয়।

যেমন (اَلْكَلَامُ الآنِفُ الذِّكْرِ جَمِيلُ الأَثَرِ فِي نَفْسِ سَامِعِيهِ)

উপরোক্ত বাক্যে الآنف শব্দটি الكلام এর সিফাত হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا آتَى اللّٰهُ مُوسَى لَمَّا كَانَ شَابًّا قَوِيًّا؟

(٢) مَتَى أَعْطَى اللّٰهُ مُوسَى حُكْمًا وَعِلْمًا؟

(٣) لِمَ أَعْطَى اللّٰهُ مُوسَى حُكْمًا وَعِلْمًا؟

(٤) مَنْ كَانَ يَبْغَضُ مُوسَى وَيَكْرَهُهُمْ؟

(٥) مَنْ كَانَ يُحِبُّ مُوسَى وَيَنْصُرُهُمْ؟

(٦) أَتُحِبُّ الضُّعَفَاءَ وَالْمَظْلُومِينَ كَمَا أَحَبَّهُمْ نَبِيُّ اللّٰهِ مُوسَى؟

(٧) أَتُبْغِضُ الظَّالِمِينَ كَمَا أَبْغَضَهُمْ نَبِيُّ اللّٰهِ مُوسَى؟

(٨) عَلٰى أَيِّ حَالٍ رَأٰى مُوْسٰى النَّاسَ لَمَّا دَخَلَ مَدِيْنَةَ فِرْعَوْنَ؟

(٩) مِنْ أَيَّةِ قَبِيْلَةٍ كَانَ الرَّجُلَانِ الْمُقْتَتِلَانِ؟

(١٠) لِمَ نَادَى الإِسْرَائِيْلِيُّ مُوْسٰى؟

(١١) لِأَيِّ شَيْءٍ غَضِبَ مُوْسٰى عَلَى الْقِبْطِيِّ؟

(١٢) كَيْفَ مَاتَ الْقِبْطِيُّ ؟ وَمَاذَا فَعَلَ مُوْسٰى بَعْدَ مَوْتِهِ؟

(١٣) أَقَصْدًا قَتَلَ مُوْسٰى الْقِبْطِيَّ أَمْ خَطَأً؟

(١٤) كَيْفَ تَابَ اللّٰهُ عَلٰى مُوْسٰى وَقَدْ قَتَلَ نَفْسًا بَرِيْئَةً؟

(١٥) هَلِ اهْتَدَتِ الشُّرْطَةُ إِلَى الْقَاتِلِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ - (১৩)

خِصَامًا (س) - ঝগড়া করা। خَصِمٌ ব-ব خَصِمُوْنَ - ঝগড়াটে, কলহপ্রিয়। اِسْتِحْيَاءٌ - সংকোচ করা। وَقَحًا (س) - নির্লজ্জ হওয়া। وَقِحٌ - নির্লজ্জ। غَوَايَةً (س)) পথ হারা হওয়া। غَوِيٌّ - বিপদগামী। تَغْوِيَةٌ - বিপথগামী করা। إِبَانَةٌ - স্পষ্ট করা। مُبِيْنٌ - স্পষ্ট। مَلَاوِمُ ব-ব مَلَامٌ - তিরস্কার। مَلَامَةٌ - (ن) তিরস্কার করা رَبِيْبٌ ব-ব أَرِبَّاءُ - পালক পুত্র। تَسْلِيْمًا -(إِلَيْهِ) - অর্পণ করা। (الْقَوْلَ) - মেনে নেওয়া। مَعْذِرَةً (ض) - ওযর গ্রহণ করা। مَعْذُوْرٌ - অপারক। عُذْرٌ ব-ব أَعْذَارٌ - 'ওযর, আপত্তি, অজুহাত। وِزَارَةً (ض) - মন্ত্রী হওয়া। وَزِيْرٌ - ব-ব وُزَرَاءُ -মন্ত্রী। وِزَارَةٌ - মন্ত্রণালয়। وِزَارَةُ الْأَوْقَافِ - আইন মন্ত্রণালয়। وِزَارَةُ الشُّئُوْنِ الْإِسْلَامِيَّةِ - ধর্ম মন্ত্রণালয়। وِزَارَةُ الزِّرَاعَةِ - কৃষি মন্ত্রণালয়। وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيْمِ - শিক্ষা মন্ত্রণালয়। عَزْمًا (ض) عَلٰى - প্রতিজ্ঞা করা, সঙ্কল্প করা। اِنْطِبَاعٌ - প্রতিক্রিয়া। فَتًى ব-ব فِتْيَانٌ - যুবক। فَتَاةٌ ব-ব فَتَيَاتٌ যুবতী। تَرَقُّبًا অপেক্ষা করা।

يَظْهَرُ السِّرُّ

وَفِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ يَرٰى مُوْسٰى ذٰلِكَ الإِسْرَائِيْلِيَّ فِىْ قِتَالٍ وَخِصَامٍ مَعَ قِبْطِيٍّ آخَرَ - وَمَا اسْتَحْىَ الإِسْرَائِيْلِيُّ بَلْ صَرَخَ وَنَادٰى مُوْسٰى لِنُصْرَتِهِ - قَالَ مُوْسٰى إِنَّكَ رَجُلٌ وَقِحٌ أَلَاتَزَالُ فِىْ قِتَالٍ

وَجِدَالٍ مَعَ النَّاسِ وَلَا تَزَالُ تَصْرُخُ وَتُنَادِيْنِى -أَلَا أَزَالُ أَنْصُرُكَ وَأُسَاعِدُكَ "إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِيْنٌ" وَلٰكِنْ أَرَادَ مُوْسٰى أَنْ يُؤَدِّبَ الْقِبْطِيَّ قَلِيْلًا وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمَا - وَرَأَى الإِسْرَائِيْلِيُّ غَضَبَ مُوْسٰى وَسَمِعَ مَلَامَهُ - وَخَافَ أن يَضْرِبَهُ مُوْسٰى فَتَكُوْنَ الْقَاضِيَةَ، كَمَا ضَرَبَ الْقِبْطِيَّ فَكَانَتِ الْقَاضِيَةَ - "فَقَالَ يَا مُوْسٰى أَتُرِيْدُ أَنْ تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيْدُ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الأَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ " هُنَالِكَ عَرَفَ الْقِبْطِىُّ أَنَّ مُوْسٰى هُوَ قَاتِلُ أَمْسِ

وَذَهَبَ الْقِبْطِيُّ وَأَخْبَرَ الشُّرْطَةَ بِأَنَّ مُوْسٰى هُوَ الْقَاتِلُ وَوَصَلَ الْخَبَرُ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَغَضِبَ قَالَ أَذٰلِكَ الْفَتٰى رَبِيْبُ الْقَصْرِ وَرَضِيْعُ الْمَلِكِ؟ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَرَادَ أَنْ يَنْجُوَ مُوْسٰى مِنْ شَرِّ فِرْعَوْنَ وَشُرْطَتِهِ -إِنَّ مُوْسٰى لَمْ يَقْصِدْ أَنْ يَقْتُلَ الْقِبْطِيَّ بَلْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً كَانَتِ الْقَاضِيَةَ - وَلٰكِنَّ فِرْعَوْنَ وَشُرْطَتَهُ لَايُسَلِّمُوْنَ ذٰلِكَ وَلَا يَقْبَلُوْنَ لِمُوْسٰى عُذْرًا -إِنَّ اللّٰهَ قَدْ قَدَّرَ أَنْ يَذْهَبَ مُلْكُ فِرْعَوْنَ عَلٰى يَدِ مُوْسٰى إِنَّ اللّٰهَ قَدْ قَدَّرَ أَنْ يَكُوْنَ خَلَاصُ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى يَدِ مُوْسٰى- إِنَّ اللّٰهَ قَدْ قَدَّرَ أَنْ يُخْرِجَ مُوْسٰى النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى - وَكَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ يَدُ الشُّرْطَةِ الظَّالِمِيْنَ - وَكَانَ رِجَالُ فِرْعَوْنَ وَوُزَرَاؤُهُ يَتَشَاوَرُوْنَ وَيَعْزِمُوْنَ عَلٰى قَتْلِ مُوْسٰى - وَكَانَ رَجُلٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذٰلِكَ وَيَعْرِفُهُ فَجَاءَ إِلٰى مُوْسٰى وَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ وَقَالَ " اُخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ النَّاصِحِيْنَ"-"فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ -

রহস্য উদঘাটিত হলো

আরেক দিন মূসা (আঃ) সেই ইসরাঈলীকে অন্য এক কিবতির সাথে তর্কে লিপ্ত দেখলেন। ইসরাঈলী লোকটি নির্লজ্জভাবে আজও মূসা (আঃ)কে সাহায্যের জন্য ডাকলো। মূসা (আঃ) বললেন, তুমি নির্লজ্জ ব্যক্তি। তুমি মানুষের সাথে সর্বদা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকবে, আর আমাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে থাকবে? আর আমি কেবল তোমাকে সাহায্য করতেই থাকবো।" তুমি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট"। কিন্তু মূসা (আঃ) কিবতিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তখন ইসরাঈলী মূসার ক্রোধ দেখে ও তার তিরস্কার বাণী শুনে আশংকা করলো, হয়ত মূসা (আঃ) তাকে প্রহার করবে, আর তা চূড়ান্ত আকার ধারণ করবে, যেমন ইতিপূর্বে কিবতিকে প্রহার করেছিল, আর তা কিবতির প্রাণ নাশের কারণ হয়েছিল।" তাই সে বললো, হে মূসা! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও যেমন কিছুদিন পূর্বে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে? তুমি দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের পরিবর্তে স্বৈরাচারী হতে চাও।" তখন কিবতি বুঝে ফেললো, মূসাই হলো পূর্বের হত্যাকারী।

কিবতি গিয়ে পুলিশ বাহিনীকে সংবাদ দিল যে, মূসাই হলো পূর্বের ঘাতক। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদটি ফির'আওনের কাছে পৌঁছে গেল। তখন ফির'আওন অগ্নীশর্মা হয়ে বললো, প্রাসাদের প্রতিপালিত ও রাজার দুগ্ধ পোষ্য সেই যুবক? কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা মূসা (আঃ) কে ফির'আওন ও তার নিষ্ঠুর পুলিশ বাহিনীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার ফয়সালা করেছেন। কারণ মূসা (আঃ) কিবতিকে হত্যা করতে চাননি, বরং তাকে একটি আঘাত করেছিলেন মাত্র, আর সেটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। কিন্তু ফির'আওন ও তার পুলিশ বাহিনী তা স্বীকার করিনি, এমনকি তার কোন অজুহাতও গ্রহণ করেনি। আল্লাহ্ তা'য়ালা মূসার হাতে ফির'আওনের রাজত্বের পতন ঘটানোর ফয়সালা করে রেখেছেন। মূসার মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের মুক্তির এবং মানুষকে মানুষের পূজা থেকে আল্লাহ্র ই'বাদতের দিকে ফিরিয়ে আনার ফয়সালা করেছেন। কিন্তু এসব কিভাবে সম্ভব হবে, পুলিশবাহিনী যদি মূসা (আঃ) কে ধরে ফেলে? ওদিকে ফির'আওনের সভাসদবৃন্দ পরামর্শ ক্রমে মূসাকে হত্যার সিদ্ধান্ত করে রেখেছিল। মূসা (আঃ) কে চিনে এমন এক ব্যক্তি মূসার কাছে এসে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে বললো, "আপনি (এখনই) চলে যান, নিশ্চয় আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী।

"তখন মূসা (আঃ) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং দো'য়া করলেন, হে আল্লাহ্! যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(أَذٰلِكَ الْفَتٰى رَبِيبُ الْقَصْرِ وَرَضِيعُ الْمَلِكِ)

(أ) হরফে ইস্তিফহাম, (ذٰلِكَ الْفَتٰى) মুবদাল মিনহু, (رَبِيبُ الْقَصْرِ)

মা'তুফ 'আলাইহ, (رَضِيْعُ الْمَلِكِ) মা'তুফ, উভয় মিলে বদল। তারপর মুবদাল মিনহু ও বদল মিলে মুবতাদা, قَتَلَ الْقِبْطِيَّ উহ্য রয়েছে। এটা জুমলা হয়ে খবর। পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

(أَبَتِ)- শব্দটি মুলত ছিল يَا أَبِيْ - (يا) হরফে নেদা, যা أدعو ফে'য়েলের স্থলবর্তী। (أب) মুজাফ, (ت) উহ্য يـاء المتكلم এর পরিবর্তে এসেছে।

(أثناء) - শব্দটি মুজাফ হিসাবে ব্যবহার হয় এবং তারকীবে ظرف হয়। যেমন, أَلْقَاكَ أَثْنَاءَ اللَّيْلِ

(أَلْقَى) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর (أَنَا) ফা'য়েল, (كَ) মাফ'উলে বিহী, (أَثْنَاءَ) মুজাফ, (اللَّيْلِ) মুজাফ ইলাইহ, উভয় মিলে مَفْعُوْل فِيْهِ ظَرْف زَمَان হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও উভয় মাফ'উলে ফীহি মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) عَلَامَ رَأَى مُوْسَى ذٰلِكَ الْإِسْرَائِيْلِيَّ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيْ؟

(٢) مَنْ جَادَلَهُ الْإِسْرَائِيْلِيُّ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيْ؟

(٣) مَاذَا فَعَلَ الْإِسْرَائِيْلِيُّ لَمَّا رَأَى مُوْسٰى؟

(٤) لِمَ نَادٰى الْإِسْرَائِيْلِيُّ مُوْسٰى؟

(٥) مَاذَا قَالَ مُوْسٰى لَمَّا نَادَاهُ الْإِسْرَائِيْل لِنُصْرَتِهِ؟

(٦) لِأَيِّ غَرَضٍ تَقَدَّمَ مُوْسٰى إِلَيْهِمَا؟

(٧) مَاذَا قَالَ الْإِسْرَائِيْلِيُّ لَمَّا رَأَي غَضَبَ مُوْسٰى وَ سَمِعَ مَلَامَهُ؟

(٨) كَيْفَ عَرَفَ الْقِبْطِيُّ أَنَّ مُوْسٰى هُوَ قَاتِلُ أَمْسِ؟

(٩) أُذْكُرْ اِنْطِبَاعَ فِرْعَوْنَ حِيْنَ وَصَلَ إِلَيْهِ خَبَرُ الْقَاتِلِ؟

(١٠) مَاذَا أَرَادَ فِرْعَوْنُ وَشُرْطَتُهُ وَمَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ؟

(١١) كَيْفَ عَلِمَ مُوْسٰى أَنَّ فِرْعَوْنَ وَ وُزَرَاؤُهُ يَتَشَاوَرُوْنَ عَلٰى قَتْلِهِ؟

(١٢) عَلٰى أَيِّ حَالٍ خَرَجَ مُوْسٰى مِنْ مِصْرَ وَمَاذَا قَالَ وَقْتَ الْخُرُوْجِ؟

(١٣) بِمَ يَتَعَلَّقُ الْجَارُ وَالْمَجْرُوْرُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى "اُخْرُجْ إِنِّيْ لَكَ مِنَ النَّاصِحِيْنَ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১৪)

مَمْلَكَةٌ ব-ব مَمَالِكُ রাজ্য। اَلْمَمْلَكَةُ الْمُتَّحِدَةُ যুক্ত রাজ্য। تَنْجِيَةٌ -
রক্ষা করা। حَيْثُ - যেখানে, যখন। بَادِيَةٌ -ব-ব بَوَادٍ মরুভূমি,
মরুপল্লী। بَدَاوَةٌ - মরুজীবন, বেদুঈন জীবন। بَدَوِيٌّ - গ্রাম্য, বেদুঈন। مَدَنِيَّةٌ -
শহুরেপনা। مَدَنِيٌّ - শহরের অধিবাসী। حُرٌّ - ব-ব أَحْرَارٌ - স্বাধীন, মুক্ত। حُرِّيَّةٌ
- স্বাধীনতা। تَحَرُّرًا - মুক্ত হওয়া। تَحْرِيرًا - মুক্ত করা, সম্পাদনা করা। رَئِيْسُ
التَّحْرِيْرِ - সম্পাদক। بَسِيْطُ الْكَفِّ - মুক্ত হস্ত। أُقِرُّ بِصَوْتٍ عَالٍ - মুক্ত কণ্ঠে
স্বীকার করছি। ذُلًّا (ض) অপদস্থ হওয়া। تَذْلِيلًا - অপদস্থ করা। ذَلِيلٌ ব-ব أَذِلَّاءُ
অপদস্থ। سَطْوَةً (ن) (عَلَيْهِ) আক্রমণ করা। قَهْرًا - (ف) পরাজিত করা,
বশীভূত করা। سَوَاءٌ - সমান, অভিন্ন। مُسْتَوًى ব-ব مُسْتَوَيَاتٌ মান, স্তর-
تَبَعًا (س) অনুসরণ করা। بَيْتُوتَةً (ض) - রাত্রি যাপন করা। تِلْقَاءَ - দিকে,
অভিমুখে। تَنْجِيَةً (مِنْهُ) মুক্তি দেওয়া।

مِنْ مِصْرَ إِلٰى مَدْيَنَ

وَلٰكِنْ إِلٰى أَيْنَ يَذْهَبُ مُوسٰى وَمِصْرُ كُلُّهُ مَمْلَكَةٌ لِفِرْعَوْنَ! وَشُرْطَةُ فِرْعَوْنَ بِالْمِرْصَادِ، وَلَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ! أَلْهَمَ اللّٰهُ مُوسٰى أَنْ يَذْهَبَ إِلٰى مَدْيَنَ الْبَلَدِ الْعَرَبِيِّ، حَيْثُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ يَدُ فِرْعَوْنَ- إِنَّ مَدْيَنَ بَادِيَةٌ وَقُرًى لَيْسَ فِيهَا مَدَنِيَّةُ مِصْرَ وَلَيْسَ فِيهَا قُصُورُ مِصْرَ وَأَسْوَاقُ مِصْرَ- وَلٰكِنَّهَا بِلَادٌ سَعِيدَةٌ لِأَنَّهَا بَعِيدَةٌ مِنْ فِرْعَوْنَ - وَإِنَّهَا سَعِيدَةٌ لِأَنَّهَا بِلَادٌ حُرَّةٌ لَيْسَتْ تَحْتَ حُكْمِ فِرْعَوْنَ - يَا حَبَّذَا الْبَدَاوَةُ مَعَ الْحُرِّيَّةِ وَالْعَدْلِ - وَيَا شَقَاوَةَ الْمَدَنِيَّةِ مَعَ الْعُبُودِيَّةِ وَالذُّلِّ - هُنَالِكَ يُصْبِحُ كُلُّ أَحَدٍ لَا يَخَافُ سَطْوَةَ فِرْعَوْنَ وَقَهْرَهُ - وَهُنَالِكَ يَبِيتُ كُلُّ أَحَدٍ لَا يَخَافُ شُرْطَةَ فِرْعَوْنَ وَشَرَّهُ هُنَالِكَ لَا تُذْبَحُ الْأَبْنَاءُ - قَصَدَ مُوسٰى مَدْيَنَ - وَخَرَجَ مِنْ مِصْرَ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ أَيَتْبَعُهُ أَحَدٌ وَلٰكِنْ نَامَ عَنْهُ الشُّرْطَةُ - خَرَجَ مُوسٰى عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ يَدْعُو اللّٰهَ وَيَطْلُبُ مِنْهُ النَّصْرَ - "وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ "-

মাদয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা

কিন্তু মূসা (আঃ) যাবেন কোথায়? গোটা মিসরেইতো ফির'আওনের রাজত্ব। তাছাড়া শ্যেন দৃষ্টি সম্পন্ন পুলিশ বাহিনী সর্বত্র ওঁত পেতে রয়েছে। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা মূসা (আঃ) কে জানিয়ে দিলেন, যেন আরব দেশ মাদয়ান চলে যান। কেননা তা ফির'আওনের নাগালের বাইরে। মাদয়ান একটি পল্লী এলাকা। সেখানে মিসরের শহুরে সভ্যতা ও মিসরের ন্যায় দালান-কোঠা ও হাট-বাজার নেই। বরং তা ফির'আওনের শাসন ও শোষণমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ একটি স্বাধীন দেশ।

স্বাধীনতা ও ন্যায় পরায়ণতার সাথে পল্লী জীবন কতইনা আনন্দদায়ক! দাসত্ব ও লাঞ্ছনার সাথে শহুরে জীবন কতইনা কষ্টদায়ক! সেখানকার লোকজন ফির'আওন ও তার পুলিশ বাহিনী থেকে নির্ভয়ে জীবনযাপন করে। সেখানে শিশু হত্যা করা হয় না।

মূসা (আঃ) মাদায়ান যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। কেউ তার গতিবিধি অনুসরণ করছে কিনা সে ভয়ে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় মিসর থেকে বের হলেন। কিন্তু পুলিশ বাহিনী তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল। মূসা (আঃ) আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ও তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে রওয়ানা হলেন। "(কুরআনের ভাষায়)" যখন মূসা (আঃ) মাদায়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(يَا حَبَّذَا الْبَدَاوَةُ مَعَ الْحُرِّيَّةِ وَالْعَدْلِ)

(يَا) হরফে নেদা, (حَبَّ) ফে'য়েলে মাদাহ, (ذَا) ফায়েলে মাদাহ, (اَلْبَدَاوَةُ) মাওসূফ, (مَعَ) মুজাফ, (اَلْحُرِّيَّةِ) মা'তুফ 'আলাইহ, (و) হরফে আত্ফ, (اَلْعَدْلِ) মা'তুফ, উভয় মিলে মুজাফ ইলাইহ, তারপর মুরাক্কাবে ইজাফী হয়ে উহ্য اَلثَّابِتَةُ শিবহুল ফে'য়েলের সাথে ظَرْف الْمُتَعَلِّق হয়ে সিফাত, মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাখসুস বিল মাদহ, অতঃপর সবগুলো মিলে জুমলায়ে ফেলিয়া হয়ে মুনাদা, পরিশেষে جُمْلَةُ النِّدَاء হয়েছে।

(عَاجِلًا) - শব্দটি মাফ'উলে ফীহি এর স্থলবর্তী হয়। যথা, أَزُوْرُكَ عَاجِلًا -

أَزُوْرُ ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর أَنَا ফা'য়েল, (كَ) মাফ'উলে বিহী, (عَاجِلًا) نَائِب ظَرْف زَمَان হয়েছে। আলোচ্য শব্দটি কখনও বাক্যে অবস্থান হিসাবে إِعْرَاب গ্রহণ করে। যেমন وَقَعَ الْآجِلُ وَانْقَضَى الْعَاجِلُ এখানে الْآجِل শব্দটি ফা'য়েল হয়েছে, তেমনি الْعَاجِلُ শব্দটি ও ফা'য়েল হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا أَلْهَمَ اللّٰهُ مُوسٰى؟
(٢) لِمَاذَا أَلْهَمَ اللّٰهُ مُوسٰى أَنْ يَذْهَبَ إِلٰى مَدْيَنَ؟
(٣) أَتَصِلُ يَدُ فِرْعَوْنَ إِلٰى مَدْيَنَ وَلِمَ؟
(٤) بَيِّنْ حَالَ مَدْيَنَ عَلٰى ضَوْءِ كِتَابِكَ؟
(٥) كَيْفَ أَصْبَحَتْ مَدْيَنُ بِلَادًا سَعِيْدَةً؟
(٦) أَلَيْسَتْ حَيَاةُ الْبَادِيَةِ سَعِيْدَةً مَعَ الْحُرِّيَّةِ وَالْعَدْلِ؟
(٧) أَلَيْسَتْ حَيَاةُ الْمَدَنِيَّةِ شَقِيَّةً مَعَ الْعُبُوْدِيَّةِ وَ الذُّلِّ؟
(٨) مَتٰى تَكُوْنُ حَيَاةُ الْبَادِيَةِ سَعِيْدَةً؟
(٩) مَتٰى تَكُوْنُ حَيَاةُ الْمَدَنِيَّةِ شَقِيَّةً ؟
(١٠) كَيْفَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَمَسَاكِنُهُمْ وَكَيْفَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ وَمَضَاجِعُهُمْ؟
(١١) أَحَيَاةَ الْمَدِيْنَةِ تُحِبُّ أَنْتَ أَمْ حَيَاةَ الْبَادِيَةِ؟ أَوْضِحْ جَوَابَكَ بِدَلِيْلٍ؟
(١٢) كَيْفَ يُصْبِحُ النَّاسُ فِىْ مَدْيَنَ وَكَيْفَ يَبِيْتُوْنَ؟
(١٣) عَلٰى أَيِّ حَالٍ خَرَجَ مُوسٰى مِنْ مِصْرَ؟
(١٤) مَاذَا قَالَ مُوسٰى لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ؟
(١٥) عَيِّنْ جَوَابَ الشَّرْطِ لِكَلِمَةِ "لَمَّا" فِى الْآيَةِ الْكَرِيْمَةِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১৫)

إِيْقَانًا - বিশ্বাস করা, নিশ্চিত হওয়া। يَقِيْنٌ - বিশ্বাস, নিশ্চয়তা। যেমন اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ - সন্দেহের কারণে নিশ্চয়তা দূর হয় না।। (ن) ذَوْدًا - তাড়ানো, দূর করা। أُنْثٰى - ব-ব إِنَاثٌ - নারী, মহিলা। أُوِيًّا - (ض) إِلَيْهِ - আশ্রয় গ্রহণ করা। فُقَرَاءُ ব-ব فَقِيْرٌ - দরিদ্র, মুখাপেক্ষী। إِفْتِقَارًا - দরিদ্র হওয়া। (إِلَيْهِ) - মুখাপেক্ষী হওয়া। قُوَّةٌ (س) - শক্তিশালী হওয়া। تَقْدِيْرًا - নির্ধারণ করা। اَلْقُوَّةُ الْعُظْمٰى - বৃহৎ শক্তি- قُوَّاتُ الْأَمْنِ - নিরাপত্তা বাহিনী। قُوَّاتٌ جَوِّيَّةٌ - বিমান বাহিনী। قُوَّاتٌ بَرِّيَّةٌ - স্থল বাহিনী। قُوَّاتٌ بَحْرِيَّةٌ - নৌ বাহিনী। قُوَّاتٌ عَسْكَرِيَّةٌ - সামরিক বাহিনী। قُوَّاتٌ مُسَلَّحَةٌ - সশস্ত্র বাহিনী। تَوَلِّيًا - (الْأَمْرَ) -দায়িত্ব ভার গ্রহণ করা। (عَنْهُ) বিমুখ হওয়া। (إِلَيْهِ) - আশ্রয় নেওয়া। تَوْلِيَةٌ - দায়িত্ব ভার দেওয়া। وُلَاةٌ ব-ব وَالٍ। গভর্ণর। سَبْقًا (ض) অগ্রগামী হওয়া। مُسَابَقَةٌ অগ্রবর্তী হওয়ার প্রতিযোগিতা করা।

فِي مَدْيَنَ

وَصَلَ مُوسَى إِلَى مَدْيَنَ، لَا يَعْرِفُ أَحَدًا وَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ - فَمَنْ يَأْوِي إِلَيْهِ فِي اللَّيْلِ ؟ وَأَيْنَ يَبِيتُ؟ تَحَيَّرَ مُوسَى وَلٰكِنَّهُ أَيْقَنَ أَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُهُ! وَكَانَ هُنَالِكَ بِئْرٌ يَسْقِي عَلَيْهَا النَّاسُ غَنَمَهُمْ وَمَاشِيَتَهُمْ - وَوَجَدَ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ غَنَمَهُمَا وَتَنْتَظِرَانِ أَنْ يَسْقِيَ النَّاسُ فَتَسْقِيَا - رَأَى مُوسَى ذٰلِكَ وَفِي قَلْبِهِ حَنَانُ الْكَرِيمِ وَشَفَقَةُ الْأَبِ الرَّحِيمِ - فَقَالَ : لِمَاذَا لَا تَسْقِيَانِ؟ قَالَتَا : لَا يُمْكِنُ لَنَا أَنْ نَسْقِيَ غَنَمَنَا حَتّٰى يَسْقِيَ النَّاسُ، لِأَنَّهُمْ أَقْوِيَاءُ - وَنَحْنُ ضُعَفَاءُ، وَلِأَنَّهُمْ رِجَالٌ وَ نَحْنُ إِنَاثٌ - وَكَأَنَّمَا عَرَفَتَا أَنَّ مُوسَى سَيَسْأَلُهُمَا : فَلِمَاذَا لَا يَسْقِي أَحَدٌ مِنْ رِجَالِ بَيْتِكُنَّ؟ فَسَبَقَتَا وَقَالَتَا : "وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ" وَ هَاجَ فِي مُوسَى حَنَانُ الْكَرِيمِ وَسَقٰى لَهُمَا وَذَهَبَتَا - وَأَيْنَ يَذْهَبُ مُوسَى الْآنَ ؟ وَ إِلٰى أَيْنَ يَأْوِي فِي اللَّيْلِ وَأَيْنَ يَبِيتُ؟ إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَحَدًا وَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ ! "ثُمَّ تَوَلّٰى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ"-

মাদয়ানে অবস্থান

মূসা (আঃ) সম্পূর্ণ অপরিচিত অবস্থায় মাদয়ানে পৌঁছলেন। সুতরাং কার আশ্রয়ে তিনি রাত্রি যাপন করবেন? মূসা (আঃ) পেরেশান হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ তাঁর কোন ক্ষতি করবেন না। সেখানে একটি কূপ ছিল, লোকেরা তা থেকে তাদের মেষপাল ও পশুপালকে পানি পান করাতো। তিনি সেখানে দুইজন তরুণীকে তাদের মেষপাল আগলে রাখতে দেখলেন। তারা লোকদের পান করানোর পর নিজেদের মেষ পালকে পান করানোর অপেক্ষা করছিল। মূসা (আঃ) সব দেখলেন, তাঁর অন্তরে ছিল মমতাময়ীর মায়া ও দয়ালু পিতার দয়া। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা পান করাচ্ছনা কেন? তারা উত্তর দিল, লোকদের পান করানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পান করানো সম্ভব নয়। কেননা তারা হলো শক্তিশালী পুরুষ, আর আমরা হলাম দুর্বল নারী। তারা ধারণা করেছিল, হয়ত মূসা (আঃ) তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, তাহলে তোমাদের বাড়ির কোন পুরুষ লোক পান করাতে আসেনা কেন? তাই তারা

আগেভাগে বলে ফেললো "আমাদের পিতা অনেক বৃদ্ধ"। তখন মূসা (আঃ) এর অন্তরে মমতা উতলে উঠলো। ফলে তিনি তাদের হয়ে পান করিয়ে দিলেন। অতঃপর তারা চলে গেল। কিন্তু এখন মূসা (আঃ) কোথায় যাবেন এবং কার আশ্রয়ে রাত্রি যাপন করবেন? তিনিতো কাউকে চিনেননা এবং তাকেও কেউ চিনেনা। "অবশেষে তিনি এক ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে দো'য়া করলেন, হে আল্লাহ্! আপনি আমার প্রতি যে কল্যাণ অবতীর্ণ করবেন আমি তার মুখাপেক্ষী।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ)

(رَبِّ) শব্দটি মূলত ছিল يَا رَبِّ - (يَا) হরফে নেদা উহ্য আছে। (رَبِّ) মুজাফ, ب অব্যয়ের কাছরা يَاء المتكلم এর স্থলবর্তী, সেটা মুজাফ ইলাইহ, উভয় মিলে মুনাদা, (إِنَّ) হরফে তাকীদ, (يَاء المتكلم) তার ইসম, (لِ) হরফে জর, (مَا) ইসমে মাওসূল, (أَنْزَلَ) ফে'য়েল, (تَ) যমীর ফা'য়েল, (إِلَيَّ) পূর্ববর্তী ফেয়েলের সাথে মুতা'আল্লিক, অতঃপর ফেয়েল, ফায়েল ও মুতা'আল্লিক মিলে জুমলা হয়ে সিলা, তারপর মওসূল ও সিলা মিলে ذُوالْحَال, (مِنْ خَيْرٍ) জার-মাজরূর মিলে مُعْدُوْدًا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে متعلق হয়ে حَال এরপর যুলহাল ও হাল মিলে ل এর মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে পশ্চাৎবর্তী শিবহুল ফেয়েল فَقِيْرٌ এর সাথে متعلق হয়ে إن এর খবর, পরিশেষে إِنَّ তার ইসম ও খবর কে নিয়ে جَوَابُ النِّدَاء হয়েছে।

(اِتِّفَاقًا) শব্দটির তিন অবস্থা। (১) পূর্ববর্তী ফে'য়েল থেকে মাফ'উলে মুতলাক হবে। যেমন, اِتَّفَقَ الْأَصْدِقَاءُ اِتِّفَاقًا مَحْمُوْدًا

(২) অনুক্ত ফে'য়েল থেকে মাফ'উলে মুতলাক হবে। যথা اِتِّفَاقًا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ মুলত ছিল, اِتَّفِقُوْا اِتِّفَاقًا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ (৩) حَال হবে, যথা وَجَدْتُ الْإِخْوَةَ رِفَاقِيْ فِي هٰذَا الْأَمْرِ اِتِّفَاقًا এখানে اِتِّفَاقًا শব্দটি مُتَّفِقِيْنَ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) هَلْ وَصَلَ مُوْسٰى إِلٰى مَدْيَنَ؟

(٢) أَعَرَفَ مُوْسٰى أَحَدًا مِنْ أَهْلِ مَدْيَنَ؟

(٣) هَلْ وَجَدَ مُوْسٰى أَحَدًا يَأْوِيْ إِلَيْهِ فِي اللَّيْلِ؟

(٤) لِأَيِّ شَيْءٍ تَحَيَّرَ مُوْسٰى بَعْدَ أَنْ وَصَلَ إِلٰى مَدْيَنَ؟

(٥) كَيْفَ كَانَ يَقِيْنُ مُوْسٰى بِرَبِّهٖ؟

(٦) هَلْ كَانَ مُوسٰى شَاكًّا فِيْ نَصْرِ اللّٰهِ؟

(٧) لِأَيِّ غَرَضٍ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ الْبِئْرِ ؟

(٨) عَلٰى أَيَّةِ حَالَةٍ وَجَدَ مُوسٰى الْمَرْأَتَيْنِ؟

(٩) مَاذَا سَأَلَ مُوسٰى الْمَرْأَتَيْنِ وَمَاذَا أَجَابَتَا ؟

(١٠) مَاذَا فَعَلَ مُوسٰى بَعْدَ أَنْ سَمِعَ جَوَابَهُمَا ؟

(١١) بِمَ دَعَا اللّٰهُ مُوسٰى بَعْدَ أَنْ تَوَلّٰى إِلَى الظِّلِّ؟

(١٢) أَسَمِعَ اللّٰهُ دَعْوَتَهُ وَقَبِلَ دُعَاءَهُ ؟

(١٣) بَيِّنْ صِلَةَ هٰذِهِ الْجُمْلَةِ "تَذُوْدَانِ غَنَمَهُمَا" مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابِ بِمَا قَبْلَهَا

(١٤) مَنْ يُجِيْبُ السَّائِلَ إِذَا دَعَاهُ ؟

(١٥) إِلٰى مَنْ يَلْجَأُ النَّاسُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১৬)

تَعْجِيلًا / । سَبَبٌ - أَسْبَابٌ ব-ব - কারণ। تَسَبُّبًا - কারণ হওয়া। عَجَلًا (س) - তাড়াহুড়া করা। عَجَلَةٌ ব-ব عَجَلَاتٌ - গাড়ির চাকা, গাড়ি। إِعْجَالًا - তাড়াতাড়ি করতে উৎসাহিত করা। مَأْوًى ব-ব مَآوٍ ঠিকানা, আশ্রয় স্থল। ضَيْفٌ ব-ব أَضْيَافٌ / ضُيُوفٌ - অতিথি। إِضَافَةٌ / تَضْيِيفًا - আতিথেয়তা করা। ضِيَافَةٌ (ض) - অতিথি হওয়া। مِضْيَافٌ - অতিথি পরায়ন। دَارُ الْأَضْيَافِ - অতিথি ভবন। طَائِرٌ مُهَاجِرٌ - অতিথি পাখি। أَجْرٌ ব-ব أُجُورٌ - বেতন, পারিশ্রমিক। إِيجَارًا - ভাড়া দেওয়া। إِسْتِيجَارًا - ভাড়া নেওয়া। تَبْوِيْئًا (لَهُ) - থাকার ব্যবস্থা করা। هُدُوْءًا (ف)- শান্ত হওয়া। نَهْرٌ هَادِئٌ - শান্ত নদী। إِهْدَاءٌ - শান্ত করা। جَزَاءٌ (ض) -جَزَاءٌ প্রতিদান দেওয়া جَزَاءُ الْأَعْمَالِ - কর্মফল ضَرُوْرَةٌ ج ضَرُوْرَاتٌ প্রয়োজন। اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ - প্রয়োজন আইন মানে না। جَارِيَةٌ ব-ব جَارِيَاتٌ মেয়ে, দাসী।

اَلطَّلَبُ

وَوَصَلَتِ الْجَارِيَتَانِ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ الْمِيْعَادِ فَتَعَجَّبَ أَبُوْهُمَا وَسَأَلَهُمَا عَنِ السَّبَبِ - وَ قَالَ لَهُمَا : مَا أَعْجَلَكُمَا يَا بِنْتَيَّ، وَكَيْفَ وَصَلْتُمَا الْيَوْمَ قَبْلَ الْمِيْعَادِ؟ قَالَتِ السَّيِّدَتَانِ : قَدْ قَدَّرَ

اللّٰهُ لَنَا رَجُلًا كَرِيمًا سَقٰى لَنَا - تَعَجَّبَ الشَّيْخُ وَعَرَفَ أَنَّهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ لِأَنَّ أَحَدًا لَمْ يَرْحَمْهُنَّ يَوْمًا - قَالَ الشَّيْخُ وَأَيْنَ تَرَكْتُمَا الرَّجُلَ؟ قَالَتَا : تَرَكْنَاهُ فِي مَكَانِهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ لَيْسَ لَهُ مَأْوٰى! قَالَ الشَّيْخُ : مَا أَحْسَنْتُمَا يَا بِنْتَيَّ، رَجُلٌ غَرِيبٌ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا وَلَيْسَ لَهُ مَأْوٰى فِي الْبَلَدِ - إِلٰى مَنْ يَأْوِي فِي اللَّيْلِ، وَأَيْنَ يَبِيتُ؟ إِنَّ لَهُ عَلَيْنَا حَقَّ الضِّيَافَةِ، وَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا حَقَّ الْإِحْسَانِ! لِتَذْهَبْ إِحْدَاكُمَا وَتَأْخُذْهُ مَعَهَا -"وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلٰى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا " وَعَرَفَ مُوسٰى أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَجَابَ دُعَاءَهُ وَبَوَّأَلَهُ، فَمَا أَبٰى وَخَرَجَ مُوسٰى أَمَامَهَا لِئَلَّا يَقَعَ نَظَرُهُ عَلَيْهَا ، وَمَشٰى مُوسٰى مَشْيَ الْكِرَامِ - وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الشَّيْخِ سَأَلَهُ عَنِ اسْمِهِ وَوَطَنِهِ وَخَبَرِهِ وَأَخْبَرَ مُوسٰى خَبَرَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ - سَمِعَ الشَّيْخُ كُلَّ ذٰلِكَ بِصَبْرٍ وَهُدُوْءٍ، وَلَمَّا انْتَهٰى مُوسٰى مِنْ قِصَّتِهِ - "قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ"-

ডাক এসেছে

তরুণীদ্বয় আজ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাড়ি ফিরে এল। ফলে পিতা অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন মা! তোমরা আজ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কিভাবে ফিরে আসলে? মেয়েরা বললো, আজ আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের জন্য এক মহৎ লোক মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদের হয়ে আমাদের মেষপালকে পান করিয়েছেন। বৃদ্ধ সংবাদটি শুনে অবাক হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, লোকটি কোন পরদেশী মুসাফির হবে। কেননা ইতিপূর্বে কেউ তাদের প্রতি কোন দিন দয়া করেনি। পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, সেই লোকটিকে কোথায় রেখে এসেছো? তারা বললো সেখানেই। বেচারা আশ্রয়হীন। পিতা বললেন, তোমরা ভাল করনি। একজন পরদেশী লোক আমাদের উপকার করেছে। এদেশে তার কোন আশ্রয় স্থল নেই। তাহলে কার আশ্রয়ে তিনি রাত্রি যাপন করবেন? আমাদের উপর তার আতিথেয়তার হক রয়েছে। আমাদের প্রতি তার অনুগ্রহের দাবী রয়েছে। অতএব তোমাদের একজন

গিয়ে তাকে নিয়ে আস। "নারীদ্বয়ের একজন লজ্জা জড়িত কদমে এসে বললো, আমাদের মেষ পালকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য আব্বা আপনাকে ডেকেছেন।" মূসা (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর দো'য়া কবূল করেছেন এবং তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। ফলে তার ডাক প্রত্যাখ্যান করলেন না। দৃষ্টির হেফাজতের জন্য মূসা (আঃ) তরুণীর সামনে সামনে চললেন এবং সম্মানিত লোকদের ন্যায় পদক্ষেপ রাখলেন। বাড়িতে পৌঁছার পর বৃদ্ধ মূসা (আঃ) কে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। মূসা (আঃ) তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। বৃদ্ধ তার কথাগুলো অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে শুনলেন। তার কথা শেষ হওয়ার পর বৃদ্ধ তাকে (অভয় দিয়ে) বললেন, " কোন ভয় নেই, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছো।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(إِنَّ لَهُ عَلَيْنَا حَقَّ الضِّيَافَةِ)

(إِنَّ) ফে'য়েলের সাথে সাদৃশ্য রক্ষাকারী অব্যয়, (لَهُ) ثَابِتٌ শিবহুল ফে'য়েলের সাথে প্রথম মুতা'য়াল্লেক, আর (عَلَيْنَا) তার সাথে দ্বিতীয় মুতা'য়াল্লেক, শিবহুল ফে'য়েল ও উভয় মুতা'য়াল্লেক মিলে إِنَّ এর অগ্রবর্তী খবর, (حَقَّ الضِّيَافَةِ) মুরাক্কাবে ইজাফী হয়ে পশ্চাৎবর্তী মুবতাদা, পরিশেষে إِنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া।

(أُحَادُ) - শব্দটি وَاحِدًا وَاحِدًا এর অর্থে ব্যবহার হয়। যথা دَخَلَ الْمَدْعُوُّوْنَ أُحَادُ (دَخَلَ) ফে'য়েল, (اَلْمَدْعُوُّوْنَ) জুলহাল, (أُحَادُ) হাল, উভয়টি মিলে ফা'য়েল, পরিশেষে ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে। উক্ত শব্দটি কখনও পুনরুক্তি সহকারে ব্যবহার হয়। যথা دَخَلَ الْمَدْعُوُّوْنَ أُحَادُ أُحَادُ উভয় বাক্যের তারকীব অভিন্ন, তবে এখানে দ্বিতীয় أُحَادُ প্রথম أحاد থেকে تَاكِيد হবে। তারপর তাকীদ ও মুয়াক্কাদ মিলে اَلْمَدْعُوُّوْنَ থেকে হাল হবে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَتٰى وَصَلَتِ الْجَارِيَتَانِ إِلَى الْبَيْتِ؟

(٢) لِأَيِّ سَبَبٍ تَعَجَّبَ أَبُوْهُمَا مِنْ مَجِيْئِهِمَا؟

(٣) مَاذَا سَأَلَ الْأَبُ مُتَعَجِّبًا وَمَاذَا أَجَابَتِ السَّيِّدَتَانِ؟

(٤) كَيْفَ عَرَفَ الشَّيْخُ أَنَّ الَّذِىْ سَقٰى لَهُمَا رَجُلٌ غَرِيْبٌ؟

(٥) مَاذَا قَالَ الشَّيْخُ لِبِنْتَيْهِ حِيْنَ عَرَفَ أَنَّ السَّاقِىَ رَجُلٌ غَرِيْبٌ؟

(٦) لِأَيِّ غَرَضٍ أَرْسَلَ الشَّيْخُ إِحْدٰى اِبْنَتَيْهِ إِلَى السَّاقِىْ؟

(٧) جَاءَتْ إِحْدٰى ابْنَتَيْهِ إِلَى السَّاقِىْ وَمَاذَا قَالَتْ لَهُ؟

(٨) عَلٰى أَيَّةِ حَالَةٍ جَاءَتِ الْبِنْتُ؟

(٩) لِمَ لَمْ يَأْبَ مُوْسٰى دَعْوَةَ الشَّيْخِ؟

(١٠) أَيَجِبُ عَلَى الْمُحْسَنِ إِلَيْهِ أَنْ يُّؤَدِّىَ حَقَّ مُحْسِنِهٖ؟

(١١) أَيَجِبُ عَلَى الْمُضِيْفِ أَنْ يُؤَدِّىَ حَقَّ ضَيْفِهٖ؟

(١٢) مَا هُوَ السِّرُّ فِىْ مَشْىِ مُوْسٰى أَمَامَ الْبِنْتِ؟

(١٣) اُذْكُرْ حَدِيْثَ الشَّيْخِ مَعَ مُوْسٰى؟

(١٤) بَيِّنْ غَرَضَ اِسْتِعْمَالِ مَفْعُوْلِ الْمُطْلَقِ فِيْمَا يَلِى "وَمَشٰى مُوْسٰى مَشْىَ الْكِرَامِ"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (١٧)

إِقَامَةٌ (فِى الْمَكَانِ) - অবস্থান করা । مَقَامٌ - ব-ব مَقَامَاتٌ অবস্থান, মর্যাদা । حُلُوْلًا (ن) - অবতরণ করা । (مَحَلّ) - স্থলবর্তী হওয়া । مَحَلٌّ -ব-ব- مَحَلَّاتٌ স্থান । بَسَاطَةٌ (ك) - সরল হওয়া । حَيَاةٌ بَسِيْطَةٌ - অনাড়ম্বর জীবন । أَمِيْنٌ ব-ব أُمَنَاءُ - বিশ্বস্ত । أَمَانَةٌ (ك) - বিশ্বস্ত হওয়া । اَلْأَمْنُ الْعَامُّ - জননিরাপত্তা । اَلْأَمْنُ الْقَوْمِيُّ - জাতীয় নিরাপত্তা । غِطَاءٌ - ব-ব أَغْطِيَةٌ - ঢাকনা,পর্দা । تَغْطِيَةٌ - ঢেকে ফেলা । مَسْأَلَةٌ - ব-ব مَسَائِلُ - বিষয়, সমস্যা । هَوًى (س) - কামনা করা, পসন্দ করা । صِهْرٌ ব-ব أَصْهَارٌ - জামাই । وَقَارَةٌ (ك) - গাম্ভীর্য পূর্ণ হওয়া । تَوْقِيْرًا - গাম্ভীর্য পূর্ণ করা । نِكَاحًا (ف) - বিবাহ করা । إِنْكَاحًا - বিবাহ করানো । أُجْبِرًا (ن عَلٰى) - শ্রম দেওয়া । حِجَّةٌ - ব-ব حِجَجٌ -হাজ্জ বছর । صَدَاقٌ ব-ব صُدُقٌ - মহরানা । خِيَارٌ - ইচ্ছাধীনতা, পছন্দের স্বাধীনতা । سَآمَةً (س) - অতিষ্ঠ হওয়া । أَجَلٌ ব-ব آجَالٌ - মেয়াদ, মৃত্যু । عُدْوَانًا (ن عَلٰى) - সীমালঙ্ঘন করা । عَدْوًا (ن) - দৌড়ানো ।

اَلزَّوَاجُ

الْغِطَاءَ عَنِ الْبِئْرِ وَحْدَهُ، وَلَا يَرْفَعُهُ إِلَّا جَمَاعَةٌ - وَأَمَّا أَمَانَتُهُ يَا أَبَتِ فَلِأَنَّهُ مَشَى أَمَامِيْ لَا يَنْظُرُ إِلَى طُوْلِ الطَّرِيْقِ - وَلَا بُدَّ لِلْأَجِيْرِ وَلَا بُدَّ لِلْخَادِمِ أَنْ يَكُوْنَ قَوِيًّا أَمِيْنًا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوِيًّا ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ - وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمِيْنًا لَمْ تَنْفَعْنَا قُوَّتُهُ مَعَ خِيَانَتِهِ - وَوَافَقَ كَلَامُ السَّيِّدَةِ هَوًى فِيْ قَلْبِ الشَّيْخِ وَلٰكِنَّهُ فَكَّرَ فِي الْمَسْأَلَةِ كَوَالِدٍ - وَفَكَّرَ فِي الْمَسْأَلَةِ كَشَيْخٍ عَاقِلٍ - قَالَ الشَّيْخُ فِيْ نَفْسِهِ : مَنْ ذَا يَكُوْنُ أَحَقَّ مِنْ هٰذَا الْفَتٰى بِأَنْ يَكُوْنَ صِهْرًا لِيْ -

وَأَيْنَ أَجِدُ فِي الدُّنْيَا أَفْضَلَ مِنْ هٰذَا الشَّابِّ؟ أَمَّا فِيْ مَدْيَنَ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا أَهْلًا لِذٰلِكَ ! وَلَعَلَّ اللّٰهَ قَدْ سَاقَ هٰذَا الْفَتٰى إِلَيَّ، لِيَكُوْنَ لِيْ صِهْرًا وَوَزِيْرًا - فَقَالَ فِيْ وَقَارٍ وَشَفَقَةٍ وَحِكْمَةٍ - "إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلٰى أَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمَانِيَ حِجَجٍ - وَهٰذَا هُوَ صَدَاقُكَ، أَمَّا هٰذِهِ السَّنَوَاتُ الثَّمَانِيْ فَلَا بُدَّ مِنْهَا . "فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ "- خَافَ الشَّيْخُ أَنْ يَذْهَبَ الشَّابُّ بِبِنْتِهِ وَيَبْقٰى وَحِيْدًا وَرَأَى الشَّيْخُ أَنْ يُجَرِّبَ الشَّابَّ أَيْضًا حَتّٰى إِذَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ وَدَّعَهُ - وَافَقَ مُوْسٰى عَلٰى ذٰلِكَ وَرَأٰى أَنَّ هٰذَا مِنَ اللّٰهِ وَأَنَّ اللّٰهَ سَيُبَارِكُ فِيْ ذٰلِكَ - إِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَاقَهُ إِلٰى مَدْيَنَ وَأَرْسَلَهُ إِلَى الشَّيْخِ وَأَلْقٰى فِيْ قَلْبِهِ حَنَانًا وَحُبًّا - فَقَالَ : "ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ" وَلٰكِنْ أَرَادَ مُوْسٰى - بِحِكْمَتِهِ وَعَقْلِهِ أَنْ يَحْفَظَ لَهُ حَقَّ الْخِيَارِ لَعَلَّهُ يَسْأَمُ فَقَالَ : أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ"

বরকত পূর্ণ বিবাহ

মূসা (আঃ) তাদের নিকট সম্মানিত মেহমানের ন্যায় অবস্থান করলেন, এমনকি প্রিয় সন্তানের আসন দখল করে নিলেন। একদিন এক তরুণী পিতাকে সরল ও পবিত্র মনে বললো, হে আব্বা! আপনি একে মজুর নিযুক্ত করুন। কারণ আপনার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। পিতা বললেন মা, তার শক্তি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তুমি কী জানো? সে বললো, তার শক্তির প্রমাণ হলো, সে কূপের মুখ থেকে একাই ঢাকনা উঠিয়ে ফেলেছে। অথচ তা উঠাতে কয়েকজন লোকের প্রয়োজন হবে। আর তার বিশ্বস্ততার প্রমাণ হলো, সে আমার সামনে সামনে চলেছে এবং দীর্ঘ পথে একবারও সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। আর সেবক ও মজুরের জন্য শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হওয়া আবশ্যক। কারণ শক্তিশালী না হলে কর্মক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়বে। আর বিশ্বস্ত না হলে অবিশ্বস্ততার সাথে তার শক্তি আমাদের কোন কাজে আসবে না। তরুণীর কথা বৃদ্ধার হৃদয়ের সুপ্ত বাসনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলো। তবুও তিনি দায়িত্বশীল পিতা হিসাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলেন। বৃদ্ধ মনে মনে ভাবলেন, আমার জামাতা হওয়ার জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত আর কে আছে? এই যুবকের চেয়ে ভাল আর কোথায় পাব? এজন্য মাদয়ানে তো কাউকে পাইনি! সম্ভবত আমার জামাতা ও সহচর হওয়ার জন্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা এই যুবককে আমার কাছে প্রেরণ করেছেন। তাই তিনি গাম্ভীর্য, স্নেহ ও প্রজ্ঞার সাথে বললেন, "তুমি আট বছর মজুর খাটবে এই শর্তে, আমার দুই মেয়ের একটিকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই। এটাই হলো তোমার মহর। এই আট বছর তোমাকে পূর্ণ করতেই হবে।" আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করতে চাও তাহলে সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনা। আল্লাহ্ চাহেত আমাকে সৎলোকদের মাঝেই পাবে।" বৃদ্ধ আশংকা করলেন যে, যুবক তাঁর মেয়েকে নিয়ে চলে যাবে। আর তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন। তাই যুবককে পরীক্ষা করতে চাইলেন, যেন তার প্রতি আশ্বস্ত হয়ে তাকে বিদায় দিতে পারেন। মূসা (আঃ) তাঁর কথায় একমত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকেএবং আল্লাহ্ এতে বরকত দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাকে মাদয়ান এনেছেন। অতঃপর বৃদ্ধের কাছে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি বৃদ্ধের অন্তরে মমতা ও ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি বললেন, "আমার ও আপনার মাঝে উক্ত চুক্তি রইলো।" কিন্তু মূসা (আঃ) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে নিজের অধিকার সংরক্ষণ করতে চাইলেন। কারণ পরবর্তীতে হয়ত তিনি অতিষ্ঠ হয়ে যেতে পারেন। তাই তিনি বললেন," আমি দুটি শর্তের যে কোনটি পূর্ণ করি না কেন আমার প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা থাকবেনা। আমরা যা বললাম আল্লাহ্ তার সাক্ষী।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(مَنْ ذَا يَكُوْنُ أَحَقَّ مِنْ هٰذَا الْفَتٰى بِأَنْ يَّكُوْنَ صِهْرًا لِىْ)

(مَنْ) মুবতাদা, (ذَا) ইসমে মাওসূল, (يَكُوْنُ) ফে'য়েলে নাকেস, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর ইসমে নাকেস, (أَحَقَّ) শিবহুল ফে'য়েল, (مِنْ هٰذَا الْفَتٰى) শিবহুল ফে'য়েলের সাথে প্রথম মুতা'য়াল্লেক, (ب) হরফে জর, (أَن) হরফে মাছদার, বাকী অংশ ইসম ও খবর মিলে জুমলা হয়ে أن দ্বারা মাছদার হয়ে মাজরূর, জর-মাজরূর মিলে শিবহুল ফে'য়েলের সাথে দ্বিতীয় মুতা'য়াল্লেক, শিবহুল ফে'য়েল, ফা'য়েল ও উভয় মুতা'য়াল্লেক মিলে খবরে নাকেস। অতঃপর ফে'য়েলে নাকেস তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে সিলা, ইসমে মাওসূল ও সিলা মিলে খবর। পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়েছে।

إِزَاء - শব্দটি বরাবর এর অর্থে ব্যবহার হয়। এটা তারকীবে ظَرْف مَكَان হয়। যেমন - جَلَسْتُ إِزَاءَ النَّافِذَةِ

এ বাক্যে (جَلَسَ) ফে'য়েল, (ت) ফা'য়েল, (إِزَاءَ النَّافِذَةِ) মুজাফ-মুজাফুন ইলাইহ মিলে মাফ'উলে ফীহি।

পরিশেষে ফে'য়েল ফা'য়েল ও মাফ'উলে ফীহি মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) عَلٰى أَيِّ حَالٍ أَقَامَ مُوْسٰى عِنْدَهُمْ؟

(٢) مَاذَا قَالَتِ السَّيِّدَةُ لِوَالِدِهَا فِىْ بَسَاطَةٍ وَّطَهَارَةٍ؟

(٣) لِمَ قَالَتِ السَّيِّدَةُ لِوَالِدِهَا أَنْ يَّسْتَأْجِرَ مُوْسٰى؟

(٤) أَكَانَ مُوْسٰى قَوِيًّا أَمِيْنًا؟

(٥) بِمَ اسْتَدَلَّتِ السَّيِّدَةُ عَلٰى قُوَّةِ مُوْسٰى وَأَمَانَتِهٖ؟

(٦) هَلِ اسْتَعَانَ مُوْسٰى أَحَدًا لِيَرْفَعَ الْغِطَاءَ عَنِ الْبِئْرِ؟

(٧) هَلْ نَظَرَ مُوْسٰى إِلَى السَّيِّدَةِ طُوْلَ الطَّرِيْقِ؟

(٨) أُذْكُرِ الصِّفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَجِبُ عَلَى الْخَادِمِ أَنْ يَّتَّصِفَ بِهِمَا؟

(٩) أَيَجِبُ عَلَى الْأَجِيْرِ وَالْخَادِمِ أَنْ يَّتَّصِفَا بِالْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ؟

(١٠) مَا يَضُرُّ الْمَخْدُوْمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ خَادِمُهُ قَوِيًّا؟

(١١) مَا يَضُرُّ الْمُسْتَأْجِرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَجِيْرُهُ أَمِيْنًا؟

(١٢) مَاذَا قَالَ الشَّيْخُ فِىْ نَفْسِهٖ بَعْدَ أَنْ سَمِعَتْ كَلَامَ إِبْنَتِهٖ؟

(١٣) هَلْ أَرَادَ الشَّيْخُ أَنْ يُّنْكِحَ مُوْسٰى إِحْدٰى إِبْنَتَيْهِ؟

(١٤) أَرَضِيَ مُوسٰى أَنْ يَتَزَوَّجَ إِبْنَةَ الشَّيْخِ ؟ وَلِمَ؟

(١٥) أُذْكُرِ الصَّدَاقَ الَّذِيْ شَرَطَهُ الشَّيْخُ فِيْ نِكَاحِ إِبْنَتِهٖ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১৮)

وُكَلَاءُ ব-ব وَكِيْلٌ - প্রতিনিধি, এজেন্ট। وَكَّلَا (إِلَيْهِ-ض) -সোপর্দ করা। أَمَانٌ - নিরাপত্তা। فِيْ أَمَانِ اللّٰهِ - খোদা হাফেজ। صَحْرَاءُ ব-ব صَحْرَاوَاتٌ - মরুভূমি। إِصْطِلَاءٌ - (بِالنَّارِ) - আগুন পোহানো। قَبَسٌ - আগুন। (منه) إِقْتِبَاسًا (النَّارَ) - আগুন লওয়া। (الْعِلْمَ) - অর্জন করা। قِبَلٌ - দিক, অভিমুখে। مِنْ قِبَلِهٖ - তার পক্ষ থেকে। أَجْنِحَةٌ ব-ব جَنَاحٌ - ডানা, বগল। عَلٰى جَنَاحِ السُّرْعَةِ - ক্ষিপ্র গতিতে। سَذَاجَةٌ - সরলতা, অকপটতা। سَاذِجٌ - ব-ব سُذَّجٌ - সাদাসিদা। الْعَضٰى ব-ব عِصِيٌّ - লাঠি। যেমন إِنَّ الْعَضٰى مِنَ الْعُصَيَّةِ - আঙ্গারা থেকে আগুনের উৎপত্তি। تَفْصِيْلًا - বিশদভাবে বর্ণনা করা। تَوَكُّلًا (عَلَى الْعَضٰى) - ভর দেওয়া। هَشًّا (ن) (الشَّجَرَةَ) - (গাছের পাতা) পাড়া। هَشَاشَةٌ (ض) - প্রফুল্ল হওয়া। بَشَّاشٌ/هَشَّاشٌ প্রফুল্ল। مَأْرَبَةٌ ব-ব مَآرِبُ - লক্ষ্য, প্রয়োজন। سِيَرٌ ব-ব - سِيْرَةٌ - অবস্থা, জীবন পদ্ধতি। مَنْحًا (ف) - দান করা। مِنَحٌ ব-ব - مِنْحَةٌ - বৃত্তি, উপহার। مِنْحَةٌ دِرَاسِيَّةٌ - শিক্ষা বৃত্তি। ضَمًّا (ن) একত্রিত করা, إِلَيْهِ আকর্ষণ করা।

إِلٰى مِصْرَ

"وَلَمَّا قَضٰى مُوسٰى الْأَجَلَ سَارَ بِأَهْلِهٖ " وَوَدَّعَ الشَّيْخَ وَوَدَّعَهُ الشَّيْخُ وَدَعَا لَهٗ- عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ يَا وَلَدِيْ! فِيْ أَمَانِ اللّٰهِ يَا بِنْتِيْ! وَسَافَرَ مُوسٰى بِأَهْلِهٖ، وَاللَّيْلُ كُلُّهٗ بَرْدٌ وَظَلَامٌ - وَلٰكِنْ أَيْنَ النَّارُ فِي الصَّحْرَاءِ؟ وَمَاذَا يَصْنَعَانِ إِذَا لَمْ يَجِدَا نَارًا يَصْطَلِيَانِ بِهَا، وَلَمْ يَجِدَا نُوْرًا يَهْتَدِيَانِ بِهٖ؟! وَبَيْنَمَا هُمَا يَسِيْرَانِ وَمُوسٰى يَبْحَثُ عَنْ نَارٍ" إِذْ رَأٰى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْا إِنِّيْ آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّيْ آتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى- وَسَارَ مُوسٰى قِبَلَ النَّارِ عَلٰى جَنَاحِ الشَّوْقِ - "فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ يَا مُوسٰى إِنِّيْ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى" هُنَالِكَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى

وَأَوْحَى إِلَيْهِ - "وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ" وَكَانَ فِي يَدِ مُوسٰى عَصًا كَانَ يَحْمِلُهَا وَيَسْتَعِينُ بِهَا وَكَانَ مُوسٰى لَا يَدْرِي مَا هٰذِهِ الْعَصَا فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : "وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسٰى" وَأَجَابَ مُوسٰى فِي بَسَاطَةٍ وَسَذَاجَةٍ "هِيَ عَصَايَ" وَأَخَذَ مُوسٰى يُعَدِّدُ فَوَائِدَ هٰذِهِ الْعَصَا فِي تَفْصِيلٍ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُكَلِّمَ اللّٰهَ وَيَكُونَ حَدِيثُهُ طَوِيلًا - "هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرٰى" "قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسٰى" "فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى" "قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولٰى" وَمَنَحَ مُوسٰى آيَةً ثَانِيَةً، هِيَ الْيَدُ الْبَيْضَاءُ فَقَالَ : "وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرٰى

মিসরের পথে রওয়ানা

মূসা (আঃ) মেয়াদ পূর্ণ করে স্বপরিবারে রওয়ানা হলেন। তারা বৃদ্ধকে বিদায় জানালো এবং বৃদ্ধও তাদেরকে দো'য়ার সাথে বিদায় জানালেন। বাবা! তোমার সফর বরকতময় হোক। মা! তোমার সফর নিরাপদ হোক। মূসা (আঃ) শীতের রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে পরিবারকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। কিন্তু মরুভূমিতে আগুন পাবেন কোথায়? আর যদি পোহানোর জন্য আগুন না পান এবং পথ চলার জন্য আলো নাপান তাহলে কী অবস্থা হবে? তারা উভয়ে যখন চলছিলেন আর মূসা (আঃ) আগুন তালাশ করছিলেন, তখন "হঠাৎ মূসা (আঃ) আগুন দেখতে পেয়ে পরিবারকে বললেন, তোমরা থাক, আমি আগুনের খোঁজে যাই। হয়ত সেখানে আগুন পাবো কিংবা কোন পথ প্রদর্শক পাবো।" মূসা (আঃ) প্রবল আগ্রহের সাথে আগুনের দিকে ছুটলেন। "যখন তিনি আগুনের নিকট পৌঁছলেন তখন অদৃশ্য থেকে ডাক এলো, হে মূসা ! আমিই তোমার প্রতিপালক। তোমার পাদুকা খুলে ফেল। কেননা তুমি এক পবিত্র উপত্যকায় আছ।" সেখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা মূসা (আঃ) এর সাথে কালাম করলেন এবং তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলেন। "আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় তা মনোযোগ সহকারে শোন। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, আমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। সুতরাং আমার 'ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম কর, আর

কিয়ামত অবশ্যই আসবে। মূসা (আঃ) এর হাতে একটি লাঠি ছিল, তা দ্বারা তিনি উপকার লাভ করতেন। কিন্তু মূসা (আঃ) লাঠির গুণাগুণ সম্পর্কে কিছুই জানতেননা। ফলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মূসা! তোমার হাতে ওটা কি?" মূসা (আঃ) সরলতার সাথে উত্তর দিলেন," এটা আমার লাঠি।" মূসা (আঃ) বিশদভাবে লাঠির উপকারিতা বর্ণনা করতে লাগলেন। কেননা তিনি আল্লাহ্র সাথে দীর্ঘ কালাম করতে চেয়েছিলেন। তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি। আমি তাতে ভর করি এবং তা দ্বারা আমার মেষের জন্য পাতা পাড়ি। এছাড়া তাতে আমার আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে।" আল্লাহ্ বললেন, মূসা! তোমার লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করো। মূসা (আঃ) তা মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। হঠাৎ তা জ্যান্ত সাপে পরিণত হলো। আল্লাহ্ বললেন, তুমি তা নির্ভয়ে ধরো। আমি তা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব।" আল্লাহ্ মূসা (আঃ) কে দ্বিতীয় আরেকটি নিদর্শন দান করলেন, তাহলো শুভ্র হস্ত। আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন, তোমার হাত বগলে প্রবেশ করাও, তা কোন অনিষ্ট করা ছাড়াই শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে দ্বিতীয় নিদর্শন রূপে বের হয়ে আসবে।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ آيَةً أُخْرٰى)

(اُضْمُمْ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর ফা'য়েল, (يَدَكَ) মাফ'উলে বিহী, (إِلٰى جَنَاحِكَ) পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক, সবগুলো মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে। এরপর এই শর্তটি إِنْ تَضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ - উহ্য আছে (تَخْرُجْ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর যুলহাল, (بَيْضَاءَ) প্রথম হাল (مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ) ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক, (آيَةً أُخْرٰى) মাওসূফ ও সিফাত মিলে দ্বিতীয় হাল। অতঃপর যুলহাল ও উভয় হাল মিলে ফা'য়েল। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল, ও মুতা'য়াল্লেক মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়ে জাযা, শর্ত ও জাযা মিলে الْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ হয়েছে। উল্লেখ্য, بَيْضَاءَ ও آيَةً أُخْرٰى শব্দ দুটি تَخْرُجْ এর যমীর থেকে تمييز ও হতে পারে।

(أَحَقًّا) - শব্দটি বাক্যে ফে'য়েল মাহযূফ থেকে মাফ'উলে মুতলাক হয়।

যথা أَحَقًّا أَنَّ الضَّيْفَ قَادِمٌ (أَ) হরফে ইস্তেফহাম, (حَقًّا) উহ্য ফে'য়েল থেকে মাফ'উলে মুতলাক, (أَنَّ) তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে أَنَّ দ্বারা মাছদারে রূপান্তরিত হয়ে ফা'য়েল হয়েছে। অতএব মূল ইবারত এরূপ হবে, أَحَقَّ حَقًّا قُدُوْمُ الضَّيْفِ

পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলে মুতলাক মিলে জুমলা হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَتٰى سَارَ مُوْسٰى بِأَهْلِهٖ؟

(٢) بِمَ دَعَا الشَّيْخُ عِنْدَ تَوْدِيْعِهٖ صِهْرَهٗ وَبِنْتَهٗ؟

(٣) كَيْفَ كَانَ اللَّيْلُ الَّذِيْ سَافَرَ فِيْهِ مُوْسٰى بِأَهْلِهٖ؟

(٤) مَاذَا قَالَ مُوْسٰى لِأَهْلِهٖ حِيْنَ رَأٰى نَارًا؟

(٥) بِمَ نُوْدِيَ مُوْسٰى لَمَّا أَتَى النَّارَ؟

(٦) لِمَ أَمَرَ اللّٰهُ مُوْسٰى أَنْ يَّخْلَعَ نَعْلَيْهِ؟

(٧) أَكَانَ سَبَبُهٗ أَنَّ مُوْسٰى كَانَ فِيْ مَكَانٍ مُقَدَّسٍ؟

(٨) أَفَلَا يَدُلُّ أَمْرُ اللّٰهِ هٰذَا أَنَّ تَعَلُّمَ الْأَدَبِ مُقَدَّمٌ عَلٰى تَعَلُّمِ الْعِلْمِ؟

(٩) مَاذَا أَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى مُوْسٰى؟

(١٠) لِأَيِّ غَرَضٍ كَانَ يَحْمِلُ مُوْسٰى عَصًا فِيْ يَدِهٖ؟

(١١) مَا الَّذِيْ دَعَا مُوْسٰى أَنْ يُّبَيِّنَ فَوَائِدَ الْعَصٰى مُفَصَّلًا؟

(١٢) مَاهِيَ الْفَوَائِدُ الَّتِيْ ذَكَرَهَا مُوْسٰى عَنْ عَصَاهُ؟

(١٣) مَاذَا قَالَ اللّٰهُ لِمُوْسٰى لَمَّا خَافَ مِنَ الْحَيَّةِ؟

(١٤) اُذْكُرِ الْآيَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِيْ مَنَحَ اللّٰهُ مُوْسٰى؟

(١٥) مَتٰى خَرَجَتْ يَدُ مُوْسٰى بَيْضَاءَ؟

(١٦) اُذْكُرْ مَكَانَةَ الْإِعْرَابِ لِكَلِمَةِ "طُوًى" فِي الْآيَةِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (১৯)

طُغْيَانًا (ف) - সীমালঙ্ঘন করা। شُرُوْعًا (ف) - আরম্ভ করা। فُسُوْقًا - (ن) অবাধ্য হওয়া। فُسَّاقٌ ব-ব فَاسِقٌ - অবাধ্য, পাপী। حُبْسَةٌ - মুখের জড়তা। اِتِّقَاءً - সতর্ক হওয়া, মুত্তাকী হওয়া। اِنْطِلَاقًا - ছোটা, (الْوَجْهُ) - হাস্যোজ্জ্বল হওয়া। (اللِّسَانُ) - সাবলীল হওয়া। اِسْتِمَاعًا - (لَهٗ) মনোযোগ সহকারে শোনা। اِيْصَاءٌ - নির্দেশ দেওয়া, উপদেশ দেওয়া। رِفْقًا (بـه ن) - কোমল আচরণ করা। رِفْقٌ - কোমলতা। تَذَكُّرًا - স্মরণ করা। تَذْكِرَةٌ - ব-ব تَذَاكِرُ - টিকেট। تَذْكِرَةُ الدُّخُوْلِ - প্রবেশ পত্র। تَذْكِرَةُ الْمُرُوْرِ -পাশ। تَذْكِيْرًا - স্মরণ করানো। مُذَكِّرَةٌ - ডায়রী। حُدُوْدٌ ব-ব حَدٌّ - সীমানা, সজ্ঞা। حَدًّا (ن) - সীমানা নির্ধারণ করা। مَحْدُوْدٌ - সীমিত। إِلٰى حَدِّ الْآنِ -এখন পর্যন্ত। لَاحَدَّ لَهٗ - সীমাহীন। يَأْسًا - (س) - নিরাশ হওয়া। যেমন, إِذَا يَئِسَ الْإِنْسَانُ طَالَ لِسَانُهٗ - মানুষ যখন নিরাশ হয় জিহ্বা তখন দারাজ হয়।

اِذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهٗ طَغٰى

وَأَمَرَ اللّٰهُ مُوْسٰى بَعْدَ ذٰلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَّشْرَعَ عَمَلَهُ الَّذِىْ خَلَقَهُ لِأَجْلِهِ -إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْأَرْضِ، إِنَّ فِرْعَوْنَ أَفْسَدَ فِى الْأَرْضِ- إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ ، إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَفْسَدُوْا فِىْ أَرْضِ اللّٰهِ - إِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ - فَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَّذْهَبَ مُوْسٰى إِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ "إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ" لٰكِنْ كَيْفَ يَذْهَبُ مُوْسٰى إِلٰى فِرْعَوْنَ وَ كَيْفَ يُوَاجِهُ الْجَبَّارَ - وَهُوَ الَّذِىْ قَتَلَ الْقِبْطِىَّ بِالْأَمْسِ وَمَا أَمْسِ بِبَعِيْدٍ! وَهُوَ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، وَيَعْرِفُهُ الشُّرْطَةُ وَيَعْرِفُهُ أَهْلُ الْقَصْرِ - "قَالَ رَبِّ إِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُوْنِ " وَذَكَرَ مُوْسٰى أَنَّ فِىْ لِسَانِهِ حُبْسَةً- وَلٰكِنَّ اللّٰهَ كَانَ يَعْرِفُ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَيُرِيْدُ أَنْ يَّذْهَبَ مُوْسٰى رَغْمَ ذٰلِكَ كُلِّهِ - "وَإِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ، قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُوْنَ - "قَالَ رَبِّ إِنِّىْ أَخَافُ أَنْ يُّكَذِّبُوْنِ وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَأَرْسِلْ إِلٰى هٰرُوْنَ". "وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُوْنِ". "قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ". "فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا إِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ" "أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ" . وَأَوْصَى اللّٰهُ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ بِاللِّيْنِ وَالرِّفْقِ مَعَ فِرْعَوْنَ . إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ مَعَ أَعْدَائِهِ إِلٰى حَدٍّ فَقَالَ: "فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشٰى"

অবাধ্য ফির'আওনের নিকট যাও

এসব কিছুর পর, আল্লাহ্ তা'য়ালা মূসা (আঃ) কে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তা শুরু করার আদেশ করলেন। ফির'আওন পৃথিবীতে অহংকার করেছে এবং সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে। তদ্রুপ ফির'আওন সম্প্রদায় আল্লাহ্র সাথে কুফরী করেছে এবং পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। অথচ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দার কুফরী পছন্দ করেননা এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ভালবাসেননা। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা মূসা (আঃ) কে ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাতে চাইলেন। কেননা তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। কিন্তু মূসা (আঃ) কীভাবে স্বৈরাচারীর মুখোমুখী হবেন? তিনি ইতিপূর্বে এক কিবতিকে হত্যা করেছিলেন। আর তাতো বেশী দিনের কথা নয়। তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মিসর ছেড়ে চলে এসেছিলেন। পুলিশ বাহিনী ও প্রাসাদের সকলেই তাকে চিনে। ফলে মূসা (আঃ) ('ওযর পেশ করে) বললেন." হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। তাই আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।" মূসা (আঃ) তার মুখের জড়তার কথাও উল্লেখ করলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালার এসব জানা থাকা সত্ত্বেও মূসা (আঃ) কে ফির'আওনের কাছে পাঠাতে চাইলেন।" আপনি ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক মূসা (আঃ) কে ডেকে বলেছিলেন, ফির'আওনের যালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও, তারা কি আমাকে ভয় করবেনা?

মূসা (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং আমার বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে আসছে, আর আমার মুখে জড়তা রয়েছে। অতএব হারুনকে নবী বানান। তাদের কাছে আমার একটা অপরাধ আছে। তাই ওরা আমাকে হত্যা করার আশংকা করছি। "আল্লাহ্ তা'য়ালা (অভয় দিয়ে) বললেন, কিছুতেই না, তোমরা আমার নির্দশন নিয়ে যাও। আমি তোমাদের সাথে থেকে সব কিছু শুনব।" তোমরা ফির'আওনের কাছে গিয়ে বলো, আমরা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। আমাদের সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও। আল্লাহ্ মূসা ও হারুনকে ফির'আওনের সাথে বিনম্র ভাষায় কথা বলার আদেশ করলেন। কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তাঁর শত্রুদের সাথে নম্রতা পছন্দ করেন। তাই তিনি বললেন, "তোমরা তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَمَا أَمْسِ بِبَعِيدٍ)

(مَا) لَيْسَ সদৃশ আমলকারী অব্যয়। (أَمْسِ) তার ইসম, (مَوْجُودًا) শিবহুল ফে'য়েল উহ্য আছে, (بِ) হরফে জর فِي এর সমার্থক। (بَعِيدٍ) মাজরুর, উভয় মিলে শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়ে مَا এর খবর, কিংবা বলা যায় "بِ" অতিরিক্ত অব্যয়, তখন بَعِيدٌ শব্দটি সরাসরি খবর হবে। পরিশেষে مَا তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়েছে।

(إِذْ)- إِذْ তিন প্রকার

(১) ظَرْفِيَّة যথা فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আলোচ্য আয়াতে إِذْ শব্দটি وَقْت এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

(২) فُجَائِيَّة অর্থাৎ অকস্মাৎ কিছু পাওয়া বা দেখার অর্থ দিবে। তবে শর্ত হল, শব্দটি بَيْنَا কিংবা بَيْنَمَا এর পরে আসতে হবে। যথা

بَيْنَمَا كُنْتُ أَهُمُّ بِالْخُرُوْجِ مِنَ الْبَيْتِ إِذْ صَدِيْقِيْ فِي الْبَابِ– এ বাক্যে إِذْ হলো فُجَائِيَّة বা حَرْف مُفَاجَأة

(৩) تَعْلِيْلِيَّة অর্থাৎ যখন اَلْقَوْل মাছদার থেকে নির্গত ফে'য়েলের সাথে ব্যবহার হবে তখন "لِأَنْ" এর অর্থ দিবে।

যথা قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيْدًا

আলোচ্য আয়াতে إِذْ শব্দটি لِأَنَّ এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) بِمَ أَمَرَ اللّٰهُ مُوْسٰى بَعْدَ ذٰلِكَ كُلِّهِ؟

(٢) لِأَيِّ مَقْصَدٍ خَلَقَ اللّٰهُ مُوْسٰى؟

(٣) مَاذَا فَعَلَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ فِي الْأَرْضِ؟

(٤) لِمَ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَذْهَبَ مُوْسٰى إِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ؟

(٥) لِأَيِّ سَبَبٍ تَرَدَّدَ مُوْسٰى أَنْ يُوَاجِهَ فِرْعَوْنَ؟

(٦) أَخَافَ مُوْسٰى أَنْ يَقْتُلَهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهُ؟

(٧) بِمَ اعْتَذَرَ مُوْسٰى إِلٰى رَبِّهِ؟

(٨) مَاذَا أَجَابَ اللّٰهُ عَلٰى إِعْتِذَارِهِ؟

(٩) بِمَ أَوْصَى اللّٰهُ مُوْسٰى قَبْلَ أَنْ يُرْسِلَهُ إِلٰى فِرْعَوْنَ؟

(١٠) أَيَّةَ نَصِيْحَةٍ تَعَلَّمْتَ يَا عَزِيْزِيْ مِنْ وَصِيَّةِ اللّٰهِ لِنَبِيِّهِ مُوْسٰى؟

(١١) أَيَنْبَغِيْ لِدُعَاةٍ إِلَى اللّٰهِ أَنْ يَدْعُوا النَّاسَ بِاللِّيْنِ وَالرِّفْقِ؟

(١٢) مَاذَا يَجِبُ عَلَيْكَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكُوْنَ دَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (২০)

مَجْلِسٌ ব-ব مَجَالِسُ - সভা, পরিষদ। مَجْلِسُ الْإِدَارَةِ - পরিচালনা পরিষদ। مَجْلِسُ الْأَمْنِ - নিরাপত্তা পরিষদ। مَجْلِسُ الْوُزَرَاءِ - মন্ত্রী পরিষদ।

وَلِيْدٌ । পরামর্শ সভা । جَرَاءَةٌ (ك) - আস্পর্ধা দেখানো । مَجْلِسُ الشُّوْرٰى - (ف) صَرْحًا ব-ব وِلْدَانٌ - নবজাতক, শিশু । جَحْدًا (ف) - অস্বীকার করা । স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা । بِصَرَاحَةٍ - দ্ব্যর্থহীনভাবে । هِبَةٌ (ف) - দান করা । وَاهِبٌ - দাতা । مَنًّا (ن) عَلَيْهِ - দয়া করা, খোঁটা দেওয়া । مِنَ الْمَرْجُوِّ - আশা করা যায় । مِنَ الْمَعْلُوْمِ - জানা কথা । مِنَ الْمُمْكِنِ -সম্ভবত । قَسَاوَةٌ (ن) - নিষ্ঠুর হওয়া । قَاسٍ ব-ব قُسَاةٌ - নিষ্ঠুর । جَنْبٌ - পার্শ্ব , নিকট । زَجْرًا (ن) - চিৎকার করে তাড়ানো । تَعْبِيْدًا - দাস বানানো । كَفَالَةٌ (ن) - দায়িত্ব গ্রহণ করা । كَفِيْلٌ ব-ব كُفَلَاءُ - যিম্মাদার । যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন । أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ كَهَاتَيْنِ - আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এক সঙ্গে থাকবো ।

أَمَامَ فِرْعَوْنَ

وَجَاءَ مُوْسٰى وَهَارُوْنُ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَامَا فِىْ مَجْلِسِهٖ يَدْعُوَانِهٖ إِلَى اللّٰهِ -وَغَضِبَ الْجَبَّارُ مِنْ جَرَاءَةِ مُوْسٰى وَقَالَ فِىْ عُلُوٍّ وَكِبْرٍ - مَنْ تَكُوْنُ أَيُّهَا الشَّابُّ حَتّٰى تَقُوْمَ فِىْ مَجْلِسِىْ وَتَعِظُنِىْ أَلَسْتَ ذٰلِكَ الْغُلَامَ الَّذِىْ اِلْتَقَطْنَاهُ مِنَ الْبَحْرِ ؟! "أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ" "وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ" وَلَمْ يَغْضَبْ مُوْسٰى وَلَمْ يُكَذِّبْ وَلَمْ يَجْحَدْ وَلَمْ يَعْتَذِرْ بَلْ أَجَابَ فِىْ صَرَاحَةٍ وَوَقَارٍ - "قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ"

وَقَالَ مُوْسٰى : إِنَّكَ يَا فِرْعَوْنُ تَمُنُّ عَلَىَّ بِالتَّرْبِيَةِ وَلٰكِنْ لَاتَنْظُرُ لِمَاذَا وَقَعْتُ بِيَدِكَ وَكَيْفَ أَمْكَنَكَ أَنْ تُرَبِّيَنِىْ؟ إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَأْمُرْ بِقَتْلِ الْأَطْفَالِ لَمَا أَلْقَتْنِىْ أُمِّىْ فِى النِّيْلِ وَمَا وَقَعْتُ بِيَدِكَ - وَهَلْ هٰذِهٖ نِعْمَةٌ تُعَدُّ وَتُذْكَرُ فِىْ جَنْبِ ظُلْمِكَ وَقَسَاوَتِكَ؟ إِنَّكَ عَامَلْتَ قَوْمِىْ كُلَّهُمْ مُعَامَلَةَ الْحَمِيْرِ وَالدَّوَابِّ وَكُنْتَ تَزْجُرُهُمْ زَجْرَ

الْكِلَابِ - وَكُنْتَ تَسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ - فَأَيُّ فَضْلٍ لَكَ إِذَا كَفَلْتَ طِفْلًا مِنْهُمْ؟! وَذٰلِكَ أَيْضًا عَنْ جَهْلٍ وَخَطَأٍ! "وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ".

ফির'আওনের দরবারে

মূসা ও হারুন (আঃ) ফির'আওনের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে আল্লাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত দিলেন। মূসা (আঃ) এর দুঃসাহস দেখে পরাক্রমশালী ক্রুদ্ধ হয়ে অহংকার ও দম্ভের সাথে বললো, কোথাকার ছোকরা আমার মজলিশে দাঁড়িয়ে আমাকে নীতিবাক্য শুনাচ্ছ? তুমিকি সমুদ্র থেকে কুড়িয়ে আনা সেই ছেমড়া নও?" আমরা কি তোমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিনি এবং তোমার জীবনের কয়েকটি বছর কি আমাদের মাঝে কাটাওনি? তুমি অকৃতজ্ঞ হয়ে আচরণ যা করার করেছ। কিন্তু মূসা (আঃ) ক্ষুব্ধ হলেননা ও মিথ্যা বললেননা। তিনি অস্বীকার করলেননা এবং কোন অজুহাত ও পেশ করলেন না। বরং ভাব গাম্ভীর্যের সাথে স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিলেন, "যখন আমি তা করেছি তখন আমি পথ হারা ছিলাম। ফলে তোমাদের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। অতঃপর আমার প্রতিপালক আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং নবী মনোনীত করেছেন।"

মূসা (আঃ) বললেন, হে ফির'আওন! তুমি আজ আমাকে প্রতিপালনের খোঁটা দিচ্ছ, কিন্তু তুমি কি ভেবে দেখেছ, কী কারণে আমি তোমার হাতে এসে পৌঁছেছি, আর আমাকে প্রতিপালন করার কিভাবে তোমার সুযোগ হয়েছে? তুমি যদি শিশু হত্যার আদেশ না করতে তাহলে আমার মা কখনও আমাকে নীল নদে ফেলতেন না এবং আমি তোমার হাতে পৌঁছার প্রশ্নই উঠতোনা। তোমার অত্যাচার ও পাশবিকতার তুলনায় একি উল্লেখযোগ্য কোন অনুগ্রহ হলো? তুমি আমার সম্প্রদায়ের সাথে পশুর মত আচরণ করেছ। তাদেরকে কুকুরের ন্যায় দূর দূর করে তাড়িয়েছ এবং তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছ। অতএব তুমি যদি তাদের একটি শিশুকে প্রতিপালন করে থাক তাতে তোমার এমন অনুগ্রহের কী আছে? তাও ছিল তোমার অজ্ঞতা প্রসূত। "তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহের খোঁটা দিচ্ছ তা হলো, তুমি বনী ইস্‌রাঈলকে দাসে পরিণত করেছ।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ)

(تِلْكَ) মুবতাদা, (نِعْمَةٌ) মাওসূফ, (تَمُنُّهَا عَلَيَّ) জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে সিফাত, তারপর মাওসূফ ও সিফাত মিলে مُبَيِّن(অথবা مُبْدَل مِنْهُ) (أَنْ) لِلْبَيَانِ (عَبَّدْتَ) ফে'য়েল-ফা'য়েল (بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ) মুরাক্কাবে ইজাফী হয়ে

মাফ'উলে বিহী। অতঃপর সবগুলো মিলে জুমলায়ে ফেলিয়া হয়ে عَطْف بَيَان (অথবা بَدل) মুবায়্যান ও 'আতফে বায়ান মিলে খবর, পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

(أَخِيْرًا) - শব্দটি কখনও حَال হয়। তখন مُتَأَخِّرًا এর সমার্থক হবে। যথা: جَاءَ الْوَلَدُ أَخِيْرًا এ বাক্যে (جَاءَ) ফে'য়েল, (الْوَلَدُ) জুলহাল, (أَخِيْرًا) হাল, উভয় মিলে ফা'য়েল। পরিশেষে ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়া হয়েছে। আবার কখনও ظَرْف হয়। তখন শব্দটি فِى النِّهَايَةِ এর সমার্থক হবে। যথা حَضَرَ التِّلْمِيْذُ أَخِيْرًا

এ বাক্যে (حَضَرَ) ফে'য়েল, (التِّلْمِيْذُ) ফা'য়েল, (أَخِيْرًا) মাফ'উলে ফীহি। পরিশেষে সবগুলো মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) هَلْ جَاءَ مُوْسٰى وَهَارُوْنُ إِلٰى فِرْعَوْنَ؟

(٢) مَاذَا فَعَلَ مُوْسٰى وَهَارُوْنُ فِىْ مَجْلِسِ فِرْعَوْنَ؟

(٣) إِلٰى مَنْ دَعَاهُ مُوْسٰى وَهَارُوْنُ؟

(٤) أَلَبّٰى فِرْعَوْنُ دَعْوَتَهُمَا ؟

(٥) مَاذَا فَعَلَ فِرْعَوْنُ لَمَّا دَعَوَاهُ إِلٰى اللّٰهِ؟

(٦) غَضِبَ الْجَبَّارُ مِنْ جَرَاءَةِ مُوْسٰى وَمَاذَا قَالَ؟

(٧) هَلْ غَضِبَ مُوْسٰى وَكَذَّبَ مَعَهُ؟

(٨) هَلْ جَحَدَ مُوْسٰى وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ؟

(٩) مَاذَا قَالَ مُوْسٰى رَدًّا عَلٰى كَلَامِ فِرْعَوْنَ؟

(١٠) كَيْفَ عَامَلَ فِرْعَوْنُ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ؟

(١١) بِأَيَّةِ نِعْمَةٍ مَنَّ فِرْعَوْنُ عَلٰى مُوْسٰى؟

(١٢) أَتَعُدُّ يَا أَخِىْ كَفَالَةَ فِرْعَوْنَ مُوْسٰى مَنَّةً مِنْهُ؟

(١٣) إِنْ كَانَ جَوَابُكَ "لَا" فَمَا سَبَبُهُ ؟

(١٤) مَتٰى يَصِحُّ أَنْ يَقَعَ اللَّفْظُ حَالًا مِنْ نَكِرَةٍ؟ أَجِبْ بِمِثَالٍ-

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (২১)

عَجْزًا (ض- عَنْهُ) - অপারক হওয়া। إِعْجَازًا -অপারক করে দেওয়া। تَخَلُّصًا - মুক্তি পাওয়া। تَخْلِيصًا - মুক্তি দেওয়া। خُلَّصٌ ব-ব خُلَصَاءُ - অন্তরঙ্গ বন্ধু। مَوْضُوْعٌ ব-ব مَوْضُوْعَاتٌ - আলোচ্য বিষয়। مَوْضِعٌ ব-ব مَوَاضِعُ - স্থান। مَرَارَةٌ (ن) - তিক্ত হওয়া। مُرٌّ - তিক্ত। যেমন قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا - অপ্রিয় হলেও সত্য বলো। إِثَارَةٌ - উত্তেজিত করা। قَرْنٌ ব-ব قُرُوْنٌ শতাব্দী, যুগ। بَالٌ - মন, অবস্থা। مَابَالُكَ؟ - তোমার কী হলো? مَشْغُوْلُ الْبَالِ - উদ্বিগ্ন, চিন্তিত। إِنْشَاءٌ - তৈরী করা। إِنْشَاء - রচনা। مَهْدٌ ব-ব مُهُوْدٌ - দোলনা, শয্যা। যেমন اُطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ - দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো। تَمْهِيْدًا -বিছানো। سُلُوْكًا (ن) فِى الشَّيْءِ - প্রবেশ করানো। سِلْكٌ ব-ব أَسْلَاكٌ - তার। بَهْتًا (ف) - নির্বাক করা। بَهِتَ নির্বাক হওয়া। سَجْنًا (ن) -কারাগারে আটক করা। سِجْنٌ مُؤَبَّدٌ - যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

الدَّعْوَةُ إِلَى اللّٰهِ

وَعَجَزَ فِرْعَوْنُ وَلَمْ يَجِدْ جَوَابًا، فَأَرَادَ أَنْ يَتَخَلَّصَ فَقَالَ : "وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ" الَّذِىْ أَسْمَعُكَ تَذْكُرُهُ؟ قَالَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ - غَضِبَ فِرْعَوْنُ مِنْ هٰذَا الْجَوَابِ وَأَرَادَ أَنْ يُغْضِبَ أَهْلَ الْمَجَالِسِ وَيَتَعَجَّبُوْا. "فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَلَا تَسْتَمِعُوْنَ"؟ وَلَمْ يَقْطَعْ مُوْسٰى الْكَلَامَ بَلْ ضَرَبَ فِرْعَوْنَ ضَرْبَةً ثَانِيَةً - "قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ" وَاشْتَدَّ غَضَبُ فِرْعَوْنَ وَلَمْ يَصْبِرْ وَقَالَ : "إِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ" وَلَمْ يَقْطَعْ مُوْسٰى الْكَلَامَ وَضَرَبَ فِرْعَوْنَ ضَرْبَةً ثَالِثَةً - "قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ" . وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَشْغَلَ مُوْسٰى عَنْ هٰذَا الْمَوْضُوْعِ الْمُرِّ وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يُثِيْرَ غَضَبَ مَلَئِهِ - فَقَالَ : "وَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلٰى؟!" قَالَ فِرْعَوْنُ فِى

نَفْسِهِ : إِذَا قَالَ مُوسَى إِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ . قُلْتُ : فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُوْنَ الأَصْنَامَ ! وَإِذَا قَالَ مُوسَى إِنَّهُمْ كَانُوا فِي ضَلَالَةٍ وَسَفَاهَةٍ -غَضِبَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ وَقَالُوا إِنَّ مُوسَى سَبَّ أَبَاءَنَا وَلٰكِنَّ مُوسَى كَانَ أَعْقَلَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَكَانَ مُوسَى عَلَى نُوْرٍ مِنْ رَبِّهِ ، فَقَالَ : "عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَايَنْسَى، ثُمَّ أَنْشَأَ مُوسَى يَقُوْلُ مَا كَانَ فِرْعَوْنُ يَفِرُّ مِنْهُ وَيَتَخَلَّصُ : "لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى، اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً" وَتَحَيَّرَ فِرْعَوْنُ وَبُهِتَ وَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ ، فَقَالَ مَا تَقُوْلُهُ الْمُلُوْكُ كُلُّهُمْ إِذَا عَجَزُوا وَغَضِبُوا. "قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ".

আল্লাহ্র দিকে দা'ওয়াত

ফির'আওন নিরুত্তর হয়ে গেল। ফলে কথার ধারা পাল্টিয়ে মুক্তি পেতে চাইল। সে বললো, বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক কে, যার আলোচনা করতে তোমাকে শুনি? মূসা বললেন, "তিনি আসমান-যমীন ও উভয়ের মাঝে যা আছে তার প্রতিপালক।" যদি তুমি বিশ্বাসী হও (তাহলে বিশ্বাস করে নাও।) মূসার উত্তর শুনে ফির'আওন খুব ক্রুদ্ধ হলো এবং মজলিসের সকলকে উত্তেজিত ও বিস্মিত করতে চাইলো। তাই সে আশেপাশের সকলকে বললো, তোমরা কি কিছু শুনতে পাচ্ছনা? কিন্তু মূসা (আঃ) তাঁর কথা বন্ধ করলেননা। উপরন্তু তাকে দ্বিতীয় আঘাত করে বললেন, তিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতিপালক। তখন ফির'আওনের ক্রোধ আরও বেড়ে গেল এবং সে ধৈর্য হারা হয়ে বললো, "তোমাদের নিকট যে রাসূল পাঠানো হয়েছে সে আস্ত পাগল।" কিন্তু মূসা তার কথা অব্যাহত রাখলেন। তিনি ফির'আওনকে তৃতীয় আঘাত করলেন। "মূসা (আঃ) বললেন, তিনি পূর্ব-পশ্চিম ও এতদুভয়ের মাঝে যা আছে সব কিছুর প্রতিপালক। যদি তোমরা বুঝ" (তাহলে মেনে নাও।") ফির'আওন মূসা (আঃ) কে এই তিক্ত আলোচনা থেকে ফিরিয়ে রাখতে চাইলো এবং পারিষদ বর্গকে মূসার প্রতি ক্ষীপ্ত করার উদ্দেশ্যে বললো, "তাহলে পূর্ববর্তীদের কী অবস্থা হবে"? ফির'আওন মনে মনে ভাবছিল, মূসা যখন বলবে, পূর্ববর্তীরা সত্যের উপর ছিল তখন আমি বলবো, তারাতো মূর্তি পূজা করতো। আর যদি মূসা বলে, তারা বিভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতার মাঝে ছিল তাহলে মজলিসের সকলেই ক্ষীপ্ত হয়ে

বলবে, মূসা আমাদের পূর্ব পুরুষকে মন্দ বলেছে। কিন্তু মূসা (আঃ) ফির'আওনের চেয়ে অধিক বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত ছিলেন। তাই তিনি বললেন, "এর সঠিক জ্ঞান আমাদের প্রতিপালকের নিকট কিতাবের মধ্যে সংরক্ষিত আছে। আমার প্রতিপালক পথভ্রষ্ট ও বিস্মৃত হননা।" ফির'আওন যে বিষয় থেকে আত্ম রক্ষা করতে চেয়েছিল মূসা (আঃ) পুনরায় সেই আলোচনা শুরু করলেন।" আমার প্রতিপালক পথ ভ্রষ্ট ও বিস্মৃত হননা। তিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়েছেন এবং তোমাদের চলাচলের জন্য সেখানে রাস্তা বানিয়েছেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফির'আওন হতভম্ব ও হতবুদ্ধি হয়ে গেল এবং মূসাকে কী উত্তর দিবে তা বুঝে উঠতে পারলোনা। তাই সে এমন বিষয়ের হুমকি দিল রাজা বাদশারা ক্ষীপ্ত ও অপারক হয়ে যার হুমকি দিয়ে থাকে। "যদি আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ কর তাহলে তোমাকে কারারুদ্ধ করে ছাড়বো।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهًا غَيْرِيْ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ)

(قَالَ) ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে قَوْل হয়েছে। (لَئِنْ)(ل) হরফে ইবতেদা, (إن) হরফে শর্ত, (اتَّخَذْتَ) ফে'য়েল-ফা'য়েল (إلٰهًا) মাওসূফ, (غَيْرِىْ) মুজাফ-মুজাফ ইলাইহ মিলে সিফাত, উভয় মিলে মাফ'উলে বিহী, অতঃপর সবগুলো মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়ে শর্ত, (ل) হরফে তাকীদ, (أجْعَل) ফে'য়েল-ফা'য়েল (ن) তাকীদের জন্য, (ك) মাফ'উলে বিহী, (مِنَ) (الْمَسْجُوْنِيْنَ) জর মাজরুর মিলে নিকটবর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক, অতঃপর সবগুলো মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়ে জাযা, শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শরতিয়া হয়ে مَقُوْلُ الْقَوْلِ হয়েছে। উল্লেখ্য مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ অংশটি উহ্য শিবহুল ফেয়েল مَعْدُوْدًا এর সাথে متعلق হয়ে ك যমীর থেকে حَال ও হতে পারে।

(إِذَا) - إِذَا দুই প্রকার

(১) ظَرْفِيَّةٌ সেটা আবার দুই প্রকার, غَيْر شَرْطِيَّةٌ ও شَرْطِيَّةٌ প্রথম প্রকার যথা إِذَا زُرْتَنِىْ فِى الرَّبِيْعِ زُرْتُكَ فِى الصَّيْفِ এ বাক্যে إِذَا মাফ'উলে ফীহি, শর্তের অর্থ অন্তর্গত। দ্বিতীয় প্রকার সাধারণত কসমের পরে হয়। যথা وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى (واو) হরফে জর কসমের অর্থে ব্যবহার হয়েছে (اللَّيْلِ) মাজরুর, উভয় মিলে أُقْسِمُ ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক, (إِذَا) মাফ'উলে ফীহি।

(২) فَجَائِيَةٌ এটা শুধু জুমলায়ে ইসমিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে। যথা فَأَلْقٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى (فَاء) اِسْتِئْنَافِيَّة কিংবা (إِذَا) زَائِدَة حَرْف কেউ কেউ বলেন, إِذَا শব্দটি تَسْعٰى ফেয়েল থেকে মাফ'উলে مُفَاجَاة ফীহি হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) هَلِ اسْتَطَاعَ فِرْعَوْنُ أَنْ يُّجِيْبَ مُوْسٰى؟

(٢) هَلْ عَجَزَ فِرْعَوْنُ عَنِ الْجَوَابِ؟

(٣) مَاذَا قَالَ فِرْعَوْنُ بَعْدَ أَنْ عَجَزَ عَنِ الْجَوَابِ؟

(٤) بِمَ أَجَابَ مُوْسٰى لَمَّا سَأَلَهُ فِرْعَوْنُ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ؟

(٥) كَيْفَ حَرَّضَ فِرْعَوْنُ أَهْلَ الْمَجْلِسِ لِيَغْضَبُوْهُمْ عَلٰى مُوْسٰى؟

(٦) مَاذَا قَالَ مُوْسٰى لِيَضْرِبَ فِرْعَوْنَ ضَرْبَةً ثَانِيَةً؟

(٧) مَتٰى اشْتَدَّ غَضَبُ فِرْعَوْنَ عَلٰى مُوْسٰى ؟

(٨) مَاذَا قَالَ مُوْسٰى لِيَضْرِبَ فِرْعَوْنَ ضَرْبَةً ثَالِثَةً؟

(٩) أَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يُّثِيْرَ غَضَبَ مَلَئِهٖ فَمَاذَا قَالَ؟

(١٠) مَاذَا قَالَ فِرْعَوْنُ فِيْ نَفْسِهٖ؟

(١١) هَلْ أَدْرَكَ مُوْسٰى غَرَضَ فِرْعَوْنَ؟

(١٣) اُذْكُرْ جَوَابَ مُوْسٰى عَنْ أَحْوَالِ الْقُرُوْنِ الْأُوْلٰى؟

(١٤) وَمَاذَا قَالَ فِرْعَوْنُ بَعْدَ أَنْ تَحَيَّرَ وَبُهِتَ؟

(١٥) بَيِّنْ خَبَرَ إِنَّ فِيْ هٰذِهِ الْآيَةِ " إِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ"-

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (২২)

مُعْجِزَةٌ ব-ব مُعْجِزَاتٌ মু'জিযা, অলৌকিক বিষয়। سَهْمٌ ব-ব سِهَامٌ -তীর, শর। سَهْمٌ ব-ব أَسْهُمٌ - অংশ, ভাগ। مُسَاهَمَةٌ - (فِي الْأَمْرِ) - অংশ নেওয়া। إِطْلَاقًا - (السَّهْمَ) নিক্ষেপ করা। ثُعْبَانٌ ব-ব ثَعَابِيْنُ - মুক্তি দেওয়া। অজগর। أَبْيَضُ (مونث) بَيْضَاءُ - শুভ্র। اِبْيِضَاضًا - শুভ্র হওয়া। نَزْعًا (ف) - টেনে বের করা। نَزْعَةٌ ব-ব نَزَعَاتٌ - ঝোঁক, প্রবণতা। مَقَالٌ - কথা, বচন। كِبْرِيَاءُ - অহংকার। لَفْتًا (ض) - পেঁচানো, (عَنِ الشَّيْءِ) ফিরানো। إِفْلَاحًا - সফল হওয়া।

-বড়ত্ব, অহংকার। اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى - অহংকার আমার সাজ। تَخْوِيْفًا - ভীতি-প্রদর্শন করা। (إِلَيْهِ) - ইঙ্গিত করা। (عَلَيْهِ) - পরামর্শ দান করা। إِشَارَةٌ - ট্রাফিক সিগন্যাল। إِشَارَةُ الْخَطَرِ - বিপদ সংকেত। إِشَارَةُ الْمُرُوْرِ - ব-ব نَاحِيَةٌ প্রান্ত, অঞ্চল। مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرٰى - অন্যদিক থেকে। زِيْنَةٌ - সজ্জা, ভূষণ। نَوَاحٍ رِهَانٌ। اَلْحَيَاءُ زِيْنَةُ الْمَرْأَةِ - লজ্জা নারীর ভূষণ। يَوْمُ الزِّيْنَةِ - উৎসব দিবস। বাজি।

مُعْجِزَاتُ مُوْسٰى

وَلَمَّا أَطْلَقَ فِرْعَوْنُ سَهْمَهُ، أَرَادَ مُوْسٰى أَنْ يَّرْمِيَهُ بِسَهْمِ اللّٰهِ – "قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ؟!" "قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ" "فَأَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ." "وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ" وَوَجَدَ فِرْعَوْنُ مَقَالًا يَقُوْلُهُ لِجُلَسَائِهِ. "قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيْمٌ". وَوَافَقَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ "قَالُوْا إِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ" "قَالَ مُوْسٰى أَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ". وَرَمٰى فِرْعَوْنُ مُوْسٰى بِسَهْمٍ آخَرَ فَقَالَ " "قَالُوْا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ –

وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يُّخَوِّفَ الْمَلَأَ مِنْ مُوْسٰى فِعْلَ الْمُلُوْكِ فَقَالَ : "يُرِيْدُ أَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ" أَشَارَ الْمَلَأُ عَلَى الْمَلِكِ أَنْ يَّجْمَعَ السَّحَرَةَ مِنْ مَمْلَكَتِهِ وَيَرْمِيَ بِهِمْ مُوْسٰى – وَهٰكَذَا كَانَ نُوْدِيَ فِيْ مَمْلَكَةِ مِصْرَ "أَلَا مَنْ كَانَ يَعْرِفُ السِّحْرَ فَلْيَحْضُرْ إِلَى الْمَلِكِ" وَاجْتَمَعَ السَّحَرَةُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْمَمْلَكَةِ وَكَانَ يَوْمُ الزِّيْنَةِ هُوَ الْمِيْعَادُ – "وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْا هُمُ الْغَالِبِيْنَ"؟.

মূসা (আঃ) এর মু'জিযা

ফির'আওন যখন মূসা (আঃ) এর দিকে তীর ছুঁড়ে মারলো, তখন মূসা (আঃ) ও ফির'আওনের দিকে আল্লাহ্‌র তীর ছুঁড়তে চাইলেন।" মূসা (আঃ) বললেন, আমি যদি কোন স্পষ্ট নিদর্শন পেশ করি তবুও কি?! ফির'আওন বললো, সত্যবাদী হলে নিয়ে আস দেখি? তখন মূসা (আঃ) যমীনে তাঁর লাঠি ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে তা জলজ্যান্ত অজগরে পরিণত হলো। তারপর মূসা (আঃ) যখন তাঁর বগল থেকে হাত বের করলেন, তখন তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল দেখা গেল। তখন সে পারিষদ বর্গকে বুঝ দেওয়ার মত একটি কথা পেয়ে গেল। ফির'আওন তার চারপাশের সভাষদ বৃন্দের দিকে তাকিয়ে বললো, এতো বেশ পাকা যাদুকর। সভাষদ বৃন্দ তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বললো, এটা স্পষ্ট যাদু। মূসা (আঃ) বললেন, তোমাদের নিকট সত্য আসার পর তোমরা তাকে যাদু বলছো। একি যাদু? যাদুকররাতো সফল হয়না।" ফির'আওন মূসার প্রতি আরেকটি তীর নিক্ষেপ করে বললো, তুমিকি আমাদেরকে পূর্ব পুরুষের ধর্ম থেকে ফিরাতে এবং দেশে তোমার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছো? আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি ঈমান আনবোনা।"

ফির'আওন তার সভাষদ বৃন্দকে মূসার ব্যাপারে রাজা-বাদশাদের আচরণের ভয় দেখাতে চাইলো। ফলে সে বললো, সে যাদুর মাধ্যমে তোমাদেরকে দেশ ছাড়া করতে চাই। অতএব তোমরা এখন আমাকে কী পরামর্শ দাও? তারা পরামর্শ দিল, দেশের সকল যাদুকরকে একত্রিত করে তাদের দ্বারা মূসাকে ঘায়েল করা হোক। অবশেষে তাই করা হলো। সমগ্র মিসরে ঘোষণা করা হলো, যারা যাদু জানে তারা যেন রাজ দরবারে উপস্থিত হয়। মিসরের চারি দিক থেকে দলে দলে যাদুকররা এসে হাজির হলো। উৎসবের দিনটি প্রতিযোগিতার জন্য নির্ধারিত হলো। লোকদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলা হলো, তোমরা হাযির হবে তো? যাদুকররা জয়ী হলে আমরা তাদের অনুসরণ করতে পারবো।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِيْنَ)

(لَعَلَّ) হরফে মুশাববাহ বিল ফে'য়েল, (نَا) তার ইস্‌ম, (نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ) ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলা হয়ে তার খবর, অতঃপর لعل তার ইসম ওখবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে دَال عَلَى الْجَزَاءِ হয়েছে।

(إِنْ) হরফে শর্ত, (كَانَ) ফে'য়েলে নাকিস, (الواو) তার ইসম, (هُمْ) الْفَاصِلُ অর্থাৎ খবর ও সেফাতের মাঝে পার্থক্য নিরূপক শব্দ (الْغَالِبِيْنَ) তার খবর, অবশেষে (كَانَ) তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে শর্ত। এরপর لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ জাযাটি উহ্য রয়েছে।

পরিশেষে শর্ত ও জাযা মিলে جُمْلَة شَرْطِيَّة হয়েছে।

(أَلَا) - শব্দটির কয়েক রকম ব্যবহার আছে। যথা

(১) حَرْف اِسْتِفْهَام وَتَنْبِيْه (প্রশ্নবোধক ও সতর্ককারী অব্যয়) এটা জুমলায়ে ইসমিয়ার শুরুতে আসতে পারে। যথা أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ তদ্রূপ জুমলায়ে ফেলিয়ার শুরুতে আসতে পারে। যথা

أَلَا يَوْمَ يَأْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ -

(২) حَرْف تَحْضِيْض অর্থাৎ উৎসাহ প্রদান কারী অব্যয়। যথা

أَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَكَثُوْا أَيْمَانَهُمْ -

(৩) حَرْف تَوْبِيْخ وَإِنْكَار ভর্ৎসনাকারী অব্যয়। যথা

مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيْعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) أَرَادَ مُوْسٰى أَنْ يَّرْمِيَ فِرْعَوْنَ بِسَهْمِ اللّٰهِ فَمَاذَا قَالَ؟

(٢) مَاذَا قَالَ فِرْعَوْنُ لَمَّا أَعْلَنَ مُوْسٰى أَنْ يَّجِيْئَ بِشَيْئٍ مُبِيْنٍ؟

(٣) مَاذَا حَدَثَ لَمَّا أَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ ؟

(٤) مَتٰى تَحَوَّلَتْ عَصَا مُوْسٰى ثُعْبَانًا مُبِيْنًا؟

(٥) لَمَّا نَزَعَ مُوْسٰى يَدَهُ فَمَاذَا وَقَعَ؟

(٦) مَاذَا قَالَ فِرْعَوْنُ لِلْمَلَإِ حِيْنَ رَأٰى مُعْجِزَاتِ مُوْسٰى؟

(٧) مَاذَا قَالَ أَهْلُ الْمَجْلِسِ مُوَافِقِيْنَ لِفِرْعَوْنَ؟

(٨) اُذْكُرِ السَّهْمَ الْأَخِيْرَ الَّذِيْ رَمٰى بِهِ فِرْعَوْنُ مُوْسٰى

(٩) بِمَ خَوَّفَ فِرْعَوْنُ الْمَلَأَ مِنْ مُوْسٰى وَمَاذَا قَالَ؟

(١٠) بِمَ أَشَارَ الْمَلَأُ عَلَى الْمَلِكِ وَلِمَ أَشَارُوْا ؟

(١١) مَاذَا أُعْلِنَ فِيْ مَمْلَكَةِ مِصْرَ؟

(١٢) مِنْ أَيْنَ اجْتَمَعَ السَّحَرَةُ وَمَا هُوَ مِيْعَادُ الرِّهَانِ؟

(١٣) أَكَانَ يَوْمُ الزِّيْنَةِ هُوَ الْمِيْعَادُ لِلرِّهَانِ؟

(١٤) لِمَ خُصِّصَ يَوْمُ الزِّيْنَةِ لِلْمُسَابَقَةِ؟

(١٥) اُذْكُرْ مُتَعَلِّقَ حَرْفِ الْجَرِّ فِيْ هٰذِهِ الْآيَةِ "وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (২৩)

- تَضْحِيَةٌ । রোদ্রে পোড়া - (س) ضَحْيًا । পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহর - ضُحًى উৎসর্গ করা। ضَحِيَّةٌ ব-ব ضَحَايَا - কুরবানীর পশু। فَوْجٌ ব-ব أَفْوَاجٌ - দল, সৈন্য। أَفْوَاجًا - দলে দলে। شَهِيْرٌ / مَشْهُوْرٌ - প্রসিদ্ধ। شُهْرَةٌ (ف) - প্রসিদ্ধ করা। فِلْذَةٌ ব-ব أَفْلَاذٌ - টুকরা। كَبِدٌ ব-ব أَكْبَادٌ - হৃদয়, কলিজা। فِلْذَةُ الْكَبِدِ - কলিজার টুকরা। كَبَدٌ - কষ্ট, মেহনত। فَنٌّ ব-ব فُنُوْنٌ বিষয়, বিদ্যা, শিল্প। خُيَلَاءُ - দম্ভ, অহমিকা। تَلْوِيْنًا - রঙ্গিন করা। تَلَوُّنًا - রঙ্গিন হওয়া। حَبْلٌ ব-ব حِبَالٌ - রশি, দড়ি। حَبْلُ الْوَرِيْدِ - শাহরগ। (ن) حَبْلًا - রশি দিয়ে বাঁধা। (س) مَرَحًا - উল্লসিত হওয়া। صَنِيْعٌ ব-ব صَنَائِعُ -কাজ, কৃতিত্ব। عَطَاءٌ ব-ব أَعْطِيَةٌ - দান, পুরস্কার خَدْعًا (ف) -ধোকা দেয়া। اِنْخِدَاعًا - ধোকা খাওয়া। خِدْعَةٌ ব-ব خِدَعٌ - ধোঁকা। যেমন اَلْحَرْبُ خِدْعَةٌ - যুদ্ধ হলো প্রতারণা। بَطَلٌ ব-ব أَبْطَالٌ - বীর। بَطَلُ الْعَالَمِ - বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান। (ن) بُطُوْلَةٌ - বীর হওয়া। بُطُوْلَةٌ বীরত্ব।

إِلَى الْمَيْدَانِ

وَتَرَى النَّاسَ يَخْرُجُوْنَ مِنْ بُيُوْتِهِمْ ضُحًى! وَ يَمْشُوْنَ إِلَى الْمَيْدَانِ أَفْوَاجًا – وَيَمْشُوْنَ إِلَى الْمَيْدَانِ أَطْفَالًا، وَشُبَّانًا وَشُيُوْخًا وَرِجَالًا وَنِسَاءً – وَلَمْ يَبْقَ فِي الْبَيْتِ إِلَّا مَرِيْضٌ أَوْ عَاجِزٌ. وَلَا تَسْمَعُ فِي الْمَطْرِيَّةِ إِلَّا حَدِيْثَ السِّحْرِ وَأَسْمَاءَ السَّحَرَةِ -هَلْ جَاءَ سَاحِرُ أَسْوَانَ الْأَكْبَرُ أَيْضًا؟ نَعَمْ وَسَاحِرُ الْأَقْصُرِ وَسَاحِرُ الْجِيْزَةِ الشَّهِيْرُ! مَاذَا تَرَى يَاأَخِيْ مَنْ يَّغْلِبُ؟ إِنَّ مِصْرَ قَدْ أَلْقَتْ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا تَرَى يَغْلِبُهُمْ أَحَدٌ! وَكَيْفَ يَغْلِبُهُمْ مُوْسَى وَأَخُوْهُ وَأَيْنَ تَعَلَّمَا السِّحْرَ؟ نَشَأَ فِيْ قَصْرِ الْمَلِكِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ وَكَانَ فِيْ مَدْيَنَ سِنِيْنَ . فَأَيْنَ تَعَلَّمَا السِّحْرَ؟ أَفِيْ مِصْرَ؟ لَا! أَفِيْ مَدْيَنَ ؟ مَا سَمِعْنَا أَنَّ هُنَالِكَ فَنًّا! وَجَاءَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ وَهُمْ بَيْنَ يَأْسٍ وَرَجَاءٍ وَلَعَلَّ الْيَأْسَ أَغْلَبُ. اللّٰهُ يَرْحَمُ ابْنَ عِمْرَانَ! اَللّٰهُ يَنْصُرُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ! وَجَاءَ السَّحَرَةُ وَأَقْبَلُوْا بِخُيَلَائِهِمْ

وَفَخْرِهِمْ - وَخَرَجُوْا فِيْ مَلَابِسَ مُلَوَّنَةٍ وَخَرَجُوْا يَحْمِلُوْنَ الْعِصِيَّ وَالْحِبَالَ - وَخَرَجُوْا يَضْحَكُوْنَ وَيَمْرَحُوْنَ، اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْفَنِّ ! اَلْيَوْمَ يَرَى الْمَلِكُ صَنِيْعَنَا، اَلْيَوْمَ يَرَى الْقَوْمُ فَضْلَنَا! "فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ". قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ". وَهٰذِهِ هِيَ جَائِزَةُ الْمُلُوْكِ! وَهٰذَا عَطَاءُ الْمُلُوْكِ ! وَهٰذَا الَّذِيْ يُخْدَعُ بِهِ الرِّجَالُ! وَهٰذَا الَّذِيْ يُصَادُ بِهِ الْأَبْطَالُ! وَفَرِحَ السَّحَرَةُ بِمَوَاعِيْدِ فِرْعَوْنَ -

মানুষের ঢল নেমেছে

তুমি লোকদেরকে দেখবে, পূর্বাহ্নে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের হয়ে দলে দলে মাঠের দিকে রওয়ানা হচ্ছে। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ ও নর-নারী নির্বিশেষে সকলেই মাঠে উপস্থিত হয়েছে। অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তিগণ ছাড়া আর কেউ বাড়িতে নেই। মাতারিয়া অঞ্চলে যাদু ও যাদুকরদের আলোচনা ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাবেনা। (যেমন একজন জিজ্ঞাসা করছে) আছওয়ানের বড় যাদু করও এসেছে কি? হ্যাঁ উকছুর ও জীযার প্রসিদ্ধ যাদুকররাও এসেছে। ভাই কে জয়ী হবে বলে মনে হয়? মিসর তার সোনার ছেলেদেরকে পেশ করেছে। সুতরাং তাদের উপর কেউ জয়ী হতে পারবে বলে কি মনে হয়? মূসা ও তার ভাই কিভাবে জয়ী হবে, তারাকি কোথাও যাদু শিখেছে? সে রাজ প্রাসাদে লালিত-পালিত হয়েছে, অতঃপর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মিসর ত্যাগ করেছে এবং মাদয়ানে কয়েক বছর ছিলো। তাহলে তারা কোথায় যাদু শিখলো? মিসরে? না, মাদয়ানে? মাদয়ানে কোন যাদুবিদ্যা আছে বলে শুনিনি। বনী ইসরাঈল আশা-নিরাশার মাঝে দুদোল্যমান অবস্থায় আসলো। তবে নিরাশাই যেন প্রবল। (তারা মনে মনে দো'য়া করছিল)। আল্লাহ্ 'ইমরানের পুত্রের প্রতি দয়া করুন! আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলকে সাহায্য করুন! যাদুকররা আসলো এবং অহংকার ও গর্বের সাথে আগে বাড়লো। তারা রংবেরঙের পোশাক পরে লাঠি ও দড়ি নিয়ে আনন্দ উল্লাস করতে করতে বের হলো। আজ যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের দিন। আজ রাজা আমাদের শিল্প কার্য দেখবেন। আজ জাতি আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখবে। “যাদুকররা উপস্থিত হয়ে ফির'আওনকে বললো, আমরা যদি জয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবেতো?” ফির'আওন বললো, অবশ্যই, তোমরা তখন আমার ঘনিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” এটাই হলো রাজা-বাদশাদের পুরস্কার! এটাই হলো রাজা-বাদশাদের প্রতিদান। এর মাধ্যমেই লোকদের প্রতারিত করা হয়! এর মাধ্যমেই বাহাদুরদের বশীভূত করা হয়! ফির'আওনের প্রতিশ্রুতি শুনে যাদুকররা খুব খুশী হলো।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ)

(ف) হরফে 'আতফ (لَمَّا) ظَرْف زَمَان শর্তের অর্থ অন্তর্গত, (جَاءَ السَّحَرَةُ) জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে শর্ত (قَالُوا لِفِرْعَوْنَ) জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে قول। (أ) হামযাতুল ইস্তেফহাম (لَنَا) ثَابِتٌ শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়ে إِنَّ-এর খবর. (لَأَجْرًا) লাম حَرْف ابْتِدَاء, আর أَجْرًا হলো إِنَّ এর ইসম, অতঃপর إِنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে دَالٌّ عَلَى الْجَزَاءِ হয়েছে। (إِنْ) হরফে শর্ত, (كُنَّا) "نَا" হলো كَانَ এর ইসম (نَحْنُ) ضَمِيْر فَاصِل বা عماد - (الْغَالِبِيْنَ) এর খবর كَانَ, অবশেষে كَانَ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে শর্ত, এরপর জাযা উহ্য আছে। যথা أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا পরিশেষে শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শরতিয়া হয়ে مَقُوْل الْقَوْل অতঃপর قَوْل ও مَقُوْل মিলে প্রথম শর্তের জাযা, অবশেষে শর্ত ও জাযা মিলে جُمْلَة شَرْطِيَّة হয়েছে।

(ارْتَدَّ) - শব্দটি فِعْل تَام ও فِعْل نَاقِص উভয় প্রকার ব্যবহার হয়।

(১) فِعْل تَام যথা ارْتَدَّ الْعَدُوُّ عَنْ بِلَادِنَا مَدْحُوْرًا

(২) فِعْل نَاقِص যথা ارْتَدَّ الأَعْمٰى بَصِيْرًا

শেষোক্ত বাক্যে ارْتَد ফে'য়েলে নাকেস রূপে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং الأَعْمٰى শব্দটি তার ইসম ও بَصِيْرًا তার খবর।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَتٰى خَرَجَ النَّاسُ مِنْ بُيُوْتِهِمْ وَكَيْفَ مَشَوْا إِلَى الْمَيْدَانِ؟

(٢) أَمُنْفَرِدِيْنَ مَشَى النَّاسُ إِلَى الْمَيْدَانِ أَمْ مُجْتَمِعِيْنَ؟

(٣) مَنْ بَقُوْا فِي الْبَيْتِ وَلِمَ؟

(٤) مَاذَا يَسْمَعُ النَّاسُ الْيَوْمَ فِي الْمَطَرِيَّةِ؟

(٥) أُذْكُرْ حَدِيْثَ النَّاسِ فِي الْمَطَرِيَّةِ عَلٰى نَهْجِ الْكِتَابِ

(٦) مَا هِيَ الأَمَاكِنُ الَّتِيْ جَاءَ مِنْهَا السَّحَرَةُ؟

(٧) عَلٰى أَيِّ حَالٍ جَاءَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٨) أَكَانُوْا آيِسِيْنَ وَرَاجِيْنَ؟

(٩) عَلٰى أَيِّ حَالٍ أَقْبَلَ السَّحَرَةُ؟

(١٠) أَكَانُوا فَرِحِيْنَ وَفَاخِرِيْنَ؟

(١١) فِيْ أَيِّ لِبَاسٍ خَرَجَ السَّحَرَةُ وَمَاذَا حَمَلُوا بِأَيْدِيْهِمْ ؟

(١٢) مَاذَا قَالَ السَّحَرَةُ ضَاحِكِيْنَ وَمَسْرُوْرِيْنَ؟

(١٣) مَاذَا طَلَبَ السَّحَرَةُ مِنْ فِرْعَوْنَ إِذَا غَلَبُوا ؟

(١٤) مَا هِيَ الْجَائِزَةُ الَّتِيْ وَعَدَهَا فِرْعَوْنُ السَّحَرَةَ؟

(١٥) بِمَ يَخْدَعُ الْمُلُوْكُ الرِّجَالَ؟

(١٦) بِمَ يَصِيْدُ الْمُلُوْكُ الْأَبْطَالَ؟

(١٧) مَاهِيَ انْطِبَاعَاتُ السَّحَرَةِ بِمَوَاعِيْدِ فِرْعَوْنَ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (২৪)

تَرَاجُعًا - পিছু হটা । هُتَافًا (ض) - ধ্বনি দেওয়া عُلُوًّا (ن) - উঁচু হওয়া। رَفِيْعٌ /عَالٍ - উঁচু । وَسِيْعُ النَّظَرِ - উঁচু দৃষ্টি সম্পন্ন । وَاسِعُ الْقَلْبِ - উঁচু মনা। تَخْيِيْلًا - ধারণা সৃষ্টি করা । خُطُوْرًا (لَهُ ن) - মনে উদিত হওয়া । خَاطِرٌ ব-ব خَوَاطِرُ - মন । خَطَرٌ - ব-ব أَخْطَارٌ - ঝুঁকি, বিপদ । رِهَانًا - বাজি ধরা। سَمْحًا (ف) (لَهُ بِكَذَا) - দান করা । لَا سَمَحَ اللّٰهُ - আল্লাহ্ না করুন । لَقْفًا (س) - গিলে ফেলা । كَيْدًا (ض) - ছলনা করা, ষড়যন্ত্র করা । إِبْطَالًا - অকার্যকর করে দেওয়া । بُطْلَانًا (ن) - অকার্যকর হওয়া । إِحْقَاقًا - প্রতিষ্ঠিত করা ।

إِفْكًا (ض) - অলীক কথা শোনানো । أُصُوْلٌ ব-ব أَصْلٌ - মূল, উৎস । قَرْعًا - (ف) আঘাত করা । اِضْمِحْلَالًا - বিলুপ্ত হওয়া । نَدًى - ব-ব أَنْدِيَةٌ - শিশির । اِقْتِنَاعًا - একমত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া । كَلْبٌ نَابِحٌ خَيْرٌ مِنْ أَسَدٍ نَائِمٍ - নিদ্রিত সিংহ অপেক্ষা জাগ্রত কুকুর ভাল। صِلَةٌ সম্পর্ক। هَوْلًا (ن) শংকিত করা।

بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

"قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُوْنَ" "فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ". وَرَأَى النَّاسُ عَجَبًا، حَيَّاتٌ تَسْعَى فِي الْمَيْدَانِ، وَدُهِشَ النَّاسُ وَتَرَاجَعُوا إِلَى الْخَلْفِ وَهَتَفُوا : حَيَّاتٌ! حَيَّاتٌ! وَصَاحَتِ النِّسَاءُ وَبَكَتِ الْأَطْفَالُ وَعَلَا الْهُتَافُ فِي الْمَيْدَانِ : حَيَّاتٌ! حَيَّاتٌ!

وَرَأَى مُوسَى مَا رَأَى النَّاسُ وَتَعَجَّبَ "فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى". وَخَطَرَ فِي قَلْبِ مُوسَى خَاطِرُ خَوْفٍ! وَلِمَاذَا لَا يَخَافُ مُوسَى! هٰذَا يَوْمُ الرِّهَانِ! وَعِنْدَ الْإِمْتِحَانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ أَوْ يُهَانُ! وَإِذَا غَلَبَ السَّحَرَةُ - لَا قَدَّرَ اللّٰهُ ذٰلِكَ - وَإِذَا غَلَبَ مُوسَى - لَا سَمَعَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ - فَمَاذَا يَكُونُ؟ اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ! وَلَيْسَ غَلَبُ مُوسَى غَلَبَ رَجُلٍ، بَلْ هُوَ غَلَبُ دِيْنٍ أَمَامَ مَلِكٍ - بَلْ هُوَ غَلَبُ حَقٍّ أَمَامَ بَاطِلٍ - لَا قَدَّرَ اللّٰهُ ذٰلِكَ! لَاسَمَعَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ! وَلٰكِنَّ اللّٰهَ شَجَّعَهُ وَقَالَ : "لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى" "وَأَلْقِ مَافِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا إِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدَ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتٰى" "قَالَ مُوسَى مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ - وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ". "وَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ" "فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ" وَدُهِشَ السَّحَرَةُ وَبُهِتُوا. أَيُّ شَيْءٍ هٰذَا؟ إِنَّا نَعْرِفُ السِّحْرَ وَأَصْلَهُ وَإِنَّا نَعْرِفُ السِّحْرَ وَأَنْوَاعَهُ - وَنَحْنُ أَسَاتِذَةُ الْفَنِّ! وَنَحْنُ أَئِمَّةُ الْفَنِّ! هٰذَا لَيْسَ مِنَ السِّحْرِ! هٰذَا لَيْسَ مِنَ السِّحْرِ! لَوْ كَانَ مِنَ السِّحْرِ لَضَرَبْنَا السِّحْرَ بِالسِّحْرِ وَقَرَعْنَا الْفَنَّ بِالْفَنِّ! وَلٰكِنِ اضْمَحَلَّ فَنُّنَا أَمَامَ هٰذَا، وَذَابَ كَمَا يَذُوبُ النَّدٰى أَمَامَ الشَّمْسِ. فَمِنْ أَيْنَ هٰذَا؟ هٰذَا مِنَ اللّٰهِ! اِقْتَنَعَ السَّحَرَةُ بِأَنَّ مُوسَى نَبِيٌّ وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ مَنَحَهُ مُعْجِزَةً فَصَرَخُوا وَهَتَفُوا: "آمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوسَى". "وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ - رَبِّ مُوسَى وَ هٰرُوْنَ"

(২৪) সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব

"মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা যা নিক্ষেপ করার কর।" তখন তারা তদের দড়ি ও লাঠি সমূহ নিক্ষেপ করলো এবং ফির'আওনের মর্যাদার কসম করে বললো, আমরাই জয়ী হবো।" হঠাৎ লোকেরা এক অদ্ভূত দৃশ্য দেখতে পেল। অসংখ্য সাপ মাঠের মধ্যে কিলবিল করছে। তখন তারা হতভম্ব হয়ে সাপ সাপ বলে চীৎকার করতে করতে পিছনে হটে গেল। নারীরা চীৎকার করতে লাগলো। শিশুরা কাঁদতে লাগলো। সারা মাঠে সাপ সাপ রব উঠল। লোকেরা যা দেখলো মূসা (আঃ) ও তা দেখে আশ্চার্যান্বিত হলেন। হঠাৎ তাদের যাদুর প্রভাবে মূসা (আঃ) এর নিকট মনে হচ্ছিল যেন, তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছোটাছুটি করছে। তখন মূসা (আঃ) এর অন্তরে কিঞ্চিত ভয়ের উদ্রেক হলো। আর ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক? কারণ আজ প্রতিযোগিতার দিন। আর পরীক্ষায় মানুষ সম্মানিত কিংবা অপমানিত হয়। যদি যাদুকররা জয়ী হয় (আল্লাহ্ না করুন) যদি মূসা (আঃ) পরাজিত হয়, (আল্লাহ্ না করুন) তাহলে কী অবস্থা হবে? আল্লাহ্র পানাহ চাই। বস্তুত মূসা (আঃ) এর বিজয় নিছক ব্যক্তি বিশেষের বিজয় নয়, বরং তা জালেম শাহীর বিরুদ্ধে দ্বীনে হকের বিজয়। বরং তা অন্যায়ের মোকাবেলায় ন্যায়ের বিজয়। অতএব আল্লাহ্ এমন ফয়সালা না করুন। কিন্তু আল্লাহ্ পাক মূসা (আঃ) কে অভয় দিয়ে বললেন "ভয় পেওনা, তুমিই জয়ী হবে"। "তোমার ডান হাতে যা আছে নিক্ষেপ কর। তাহলে তা তাদের অলিক সৃষ্টি গুলোকে গ্রাস করবে। কেননা তাদের তৈরী সব কিছু যাদু মাত্র। আর যাদুকর যেখানেই আসুক না কেন সফল হয় না। মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা যা তৈরী করেছ তা নিছক যাদু। আল্লাহ্ তা'য়ালা তা নস্যাৎ করে দিবেন। আর তিনি ফাসাদ সৃষ্টি কারীদের কর্মের সংশোধন করেননা। আল্লাহ্ তার প্রমাণ দ্বারা সত্যকে সত্য রূপেই বাস্তবায়ন করেন, যদিও পাপাচারী কওম্ তা অপছন্দ করে।" মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা অজগর হয়ে তাদের সমস্ত অলিক সৃষ্টিগুলোকে গিলে ফেললো। তখন সত্য প্রমাণিত হলো এবং তাদের বানানো সকল যাদু নষ্ট হয়ে গেল। ফলে যাদুকররা হতবাক ও হতভম্ব হলো। এটা কোন্ যাদু? আমরা তো যাদুর উৎস চিনি? আমরা তো যাদুর প্রকার জানি। আমরা হলাম যাদুবিদ্যার পণ্ডিত! আমরা হলাম যাদু শাস্ত্রের দিকপাল! না, এটা কিছুতেই যাদু হতে পারেনা। যদি যাদু হতো, তাহলে যাদু দ্বারা যাদুকে বশীভূত করে ফেলতাম এবং বিদ্যা দ্বারা বিদ্যাকে ঘায়েল করে দিতাম। কিন্তু সূর্যের উদয়ে যেমন কুয়াসা কেটে যায়, তেমন তার বিদ্যা দ্বারা আমাদের বিদ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তাহলে এটা কোত্থেকে? নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। তখন যাদুকররা মেনে নিল যে, মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নবী এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে মু'জিযা দান করেছেন। ফলে তারা এক বাক্যে বলে উঠল, আমরা মূসা ও হারুনের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। তারা সকলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে বললো, আমরা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক অর্থাৎ মূসা ও হারুনের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(عِنْدَ الْإِمْتِحَانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ أَوْ يُهَانُ)

(عِنْدَ) মুজাফ, (الْاِمْتِحَانِ) মুজাফুন ইলাইহ, উভয় মিলে মাফ'উলে ফীহি, (يُكْرَمُ) ফে'য়েলে মাজহুল, (الرَّجُلُ) নায়েবুল ফা'য়েল, অতঃপর সবগুলো মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তুফ 'আলাইহ, (أَوْ) হরফে আতফ, (يُهَانُ) জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মা'তুফ, পরিশেষে মা'তুফ ও মা'তুফ 'আলাইহ মিলে জুমলায়ে 'আতেফা হয়েছে।

(اِصْطِلَاحًا) - শব্দটি উহ্য ফে'য়েল থেকে মাফ'উলে মুতলাক হয়। কেননা শব্দটি মূলত ছিল اِصْطَلَحَ اِصْطِلَاحًا (اِصْطَلَحَ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর নায়েবুল ফা'য়েল, (اِصْطِلَاحًا) মাফ'উলে মুতলাক, অতঃপর সবগুলো মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(أَصْلًا) - শব্দটি বাক্যে ظَرْف زَمَان হয়। যথা مَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ أَصْلًا অর্থাৎ مَا فَعَلْتُهُ قَطُّ আলোচ্য বাক্যে أَصْلًا শব্দটি قَطُّ এর স্থলে ব্যবহার হয়েছে বিধায় তা মাফ'উলে ফীহি হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, শব্দটি মাফ'উলে বিহী থেকে তামীয হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا قَالَ مُوسٰى لِلسَّحَرَةِ؟

(٢) مَاذَا قَالَ السَّحَرَةُ بَعْدَ أَنْ أَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ؟

(٣) صَوِّرْ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ الَّذِيْ هَالَ النَّاسَ؟

(٤) لِمَ دَهِشَ النَّاسُ وَتَرَاجَعُوا إِلَى الْخَلْفِ؟

(٥) كَيْفَ أَصْبَحَتْ حَالُ مُوسٰى لَمَّا رَأَى الْمَنْظَرَ الْمُخِيْفَ؟

(٦) لِمَ خَطَرَ فِيْ قَلْبِ مُوسٰى وَذٰلِكَ خَاطِرٌ خَوْفٍ؟

(٧) مَا رَأْيُكَ عَنْ غَلَبِ مُوسٰى؟

(٨) أَلَيْسَ غَلَبُ مُوسٰى غَلَبَ حَقٍّ أَمَامَ بَاطِلٍ؟

(٩) بِمَ شَجَّعَ اللّٰهُ مُوسٰى وَكَيْفَ يُحِقُّ الْحَقَّ؟

(١٠) مَاذَا حَدَثَ لَمَّا أَلْقٰى مُوسٰى عَصَاهُ؟

(١١) دَهِشَ السَّحَرَةُ وَبُهِتُوْا وَمَاذَا قَالُوْا؟

(١٢) كَيْفَ عَرَفَ السَّحَرَةُ أَنَّ عَمَلَ مُوْسٰى لَيْسَ بِسِحْرٍ؟

(١٣) بِمَ اقْتَنَعَ السَّحَرَةُ وَمَاذَا فَعَلُوْا؟

(١٤) بَيِّنْ صِلَةَ "رَبِّ الْعَالَمِيْنَ" بِمَا بَعْدَهَا إِعْرَابًا؟

(١٥) مَا تَقُوْلُ! أَيَجُوْزُ السِّحْرُ فِي الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ؟

(١٦) أَتُصَدِّقُ مَنْ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ سُلَيْمَانَ اتَّبَعَ السَّحَرَةَ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (২৫)

وَعِيْدٌ - হুমকি। (اَلسَّمَاءُ-ن) بَرْقًا - বিদ্যুৎ চমকানো। اَلرَّجُلُ - হম্বি তম্বি করা। (ف) رَعْدًا - গর্জন করা, হুমকি ধমকি দেওয়া। رَعْدٌ ব-ব رُعُوْدٌ বজ্রধ্বনি। (عَنْهُ ن) صَدًّا - বিরত রাখা। اِرْتِدَادًا - ফিরে আসা।। سُلْطَانٌ ব-ব سَلَاطِيْنُ রাজা, কর্তৃত্ব। سَلْطَنَةٌ - রাজত্ব। جَبَرُوْتٌ - শক্তিমত্তা, ক্ষমতা। (ن) مَكْرًا চক্রান্ত করা। مَاكِرٌ -চক্রান্তকারী। سَمًّا -(ن) বিষ প্রয়োগ করা। مَسْمُوْمٌ - বিষাক্ত। كِنَانَةٌ - ব-ব كَنَائِنُ তুনীর। تَقْطِيْعًا - কেটে টুকরা করা। خِلَافٌ - বিরোধ, বিপরীত। (ض) صَلْبًا تَصْلِيْبًا - শুলে চড়ানো। صَلِيْبٌ ব-ব صُلْبَانٌ -ক্রুশ, শূল। اَلصَّلِيْبُ الْأَحْمَرُ - রেড ক্রস। جُنَّةٌ - ব-ব جُنَنٌ ঢাল। اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ - রোযা ঢাল স্বরূপ। تَلَقِّيًا - পাওয়া, সাক্ষাৎ করা। ضَيْرٌ - ক্ষতি। خَطِيْئَةٌ ব-ব خَطَايَا - পাপ। (س) طَمَعًا লোভ করা। تَطْمِيْعًا - লোভী বানানো। (ك) حَمَاسَةً - বীর হওয়া। حَمَاسَةٌ - বীরত্ব। إِجْرَامًا - পাপ করা। مُجْرِمٌ -পাপী। (عَلٰى) إِكْرَاهًا বাধ্য করা। تَزَكِّيًا - পবিত্র হওয়া। تَزْكِيَةٌ - পবিত্র করা।

وَعِيْدُ فِرْعَوْنَ

وَجُنَّ جُنُوْنُ فِرْعَوْنَ! وَقَامَ فِرْعَوْنُ وَقَعَدَ وَبَرَقَ فِرْعَوْنُ وَرَعَدَ. مِسْكِيْنٌ فِرْعَوْنُ وَقَعَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجُوْهُ! إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَهْزِمَ مُوْسٰى بِالسَّحَرَةِ فَأَصْبَحَ السَّحَرَةُ جُنْدَ مُوْسٰى. إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَصُدَّ النَّاسَ عَنْ مُوْسٰى فَجَاءَ بِالسَّحَرَةِ فَإِذَا بِهِمْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنَّ سِهَامَهُ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ. وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَلِكُ الْعُقُوْلِ كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الْأَجْسَامِ. وَأَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْقُلُوْبِ كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلٰى

الْأَلْسِنَةِ - وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِيْ مِصْرَ أَنْ يَعْتَقِدَ شَيْئًا أَوْ يُؤْمِنَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَقَالَ فِيْ كِبْرٍ وَجَبَرُوْتٍ - "آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ"؟! وَرَمَاهُمْ فِرْعَوْنُ بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمُلُوْكِ فَقَالَ : "إِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ"! وَرَمَاهُمْ بِسَهْمٍ ثَانٍ فَقَالَ : "إِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ"!! وَرَمَاهُمْ بِسَهْمٍ ثَالِثٍ مَسْمُوْمٍ هُوَ السَّهْمُ الْأَخِيْرُ فِيْ كِنَانَةِ الْمُلُوْكِ - "لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيْنَ" وَتَلَقَّى الْمُؤْمِنُوْنَ السِّهَامَ كُلَّهَا بِجُنَّةِ الْإِيْمَانِ وَالصَّبْرِ وَ قَالُوا :"لَاضَيْرَ إِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ". "إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ"- وَقَالُوا فِيْ إِيْمَانٍ وَحَمَاسَةٍ : "إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَأَبْقٰى - إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى - وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى - جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكّٰى".

ফির'আওনের হুমকি

ফির'আওন বেসামাল হয়ে তর্জন গর্জন করতে লাগলো। হতভাগা ফির'আওন যা আশা করেনি তাই ঘটলো। সে যাদুকরদের দিয়ে মূসাকে বশীভূত করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেই যাদুকররাই এখন মূসার সহযোগী হয়ে গেল। সে লোকদেরকে মূসা (আঃ) থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য যাদুকরদের এনেছিল। কিন্তু সেই যাদুকররাই সর্বাগ্রে ঈমান গ্রহণ করলো। সে আপন তীরেই ঘায়েল হলো।

ফির'আওনের ধারণা ছিল, সে মানুষের দেহের যেমন রাজা, তেমনি তাদের বিবেকেরও রাজা এবং মানুষের বাক শক্তির উপর যেমন তার ক্ষমতা রয়েছে, তেমন তাদের অন্তরের উপরও তার ক্ষমতা রয়েছে। ফির'আওনের অনুমতি ছাড়া কোন কিছু বিশ্বাস করার, কিংবা কারো প্রতি ঈমান আনার মিসরের কারো অধিকার ছিলনা। তাই সে চরম আত্ম অহমিকা ও শক্তিমত্তার সাথে বললো.

"আমার অনুমতি লাভ করার আগেই তার প্রতি তোমরা ঈমান আনলে"? ফির'আওন তাদের প্রতি রাজাদের একটি তীর ছুঁড়ে বললো, সে তোমাদের প্রধান। সেই তোমাদেরকে যাদুশিক্ষা দিয়েছে।" ফির'আওন পুনরায় আরেকটি তীর নিক্ষেপ করে বললো, নিশ্চয় এটা এক চক্রান্ত। তোমরা শহরবাসীদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করার জন্য এই চক্রান্ত করেছ। অচীরেই তোমরা এর পরিণতি জানতে পারবে।" অতঃপর ফির'আওন তৃতীয় আরেকটি বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করলো। আর সেটা ছিল রাজা বাদশাদের তুনীরের সর্বশেষ তীর।" আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবো এবং তোমাদের সকলকে শূলে চড়াবো। মুমিনগণ ঈমান ও ধৈর্যের ঢাল দ্বারা ফির'আওনের নিক্ষিপ্ত সকল তীর বরণ করে নিলেন। অর্থাৎ ফির'আওনের সকল নির্য্যাতন সহ্য করে নিলেন। তাঁরা বললেন, "কোন অসুবিধা নেই। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবো।" "আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আমরা সর্ব প্রথম ঈমান এনেছি।"

তারা ঈমান ও সাহসিকতার সাথে বললো, আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের পাপসমূহ ও তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ তা ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হিসাবে উপস্থিত হবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবেওনা বাঁচবেওনা। পক্ষান্তরে যারা সৎকর্ম করে ঈমানের সাথে উপস্থিত হবে তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। রয়েছে বসবাসের এমন চিরস্থায়ী পুষ্পোদ্যান, যার তলদেশে নির্ঝরণী সমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। পবিত্রতা অর্জন কারীদের জন্য এই প্রতিদান।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا
وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ)

(نَا) ইসমে إِنَّ ،(آمَنَّا) ফে'য়েল ও ফা'য়েল, (بِرَبِّنَا) জার-মাজরুর মিলে ফে'য়েলের সাথে প্রথম মুতা'য়াল্লেক, (ل) হরফে জর, (يَغْفِر) ফে'য়েল, ফা'য়েল, (خَطَايَانَا) মুরাক্কাবে ইজাফী হয়ে মাতুফ আলাইহি, (واو) হরফে আতফ, (ما) ইসমে মাওসূল, (أَكْرَهْتَ) ফে'য়েল-ফা'য়েল, (نَا) মাফ'উলে বিহী, (عَلَيْهِ) (ه) ذُوالْحَالِ, (مِنَ السِّحْرِ) الْمَعْدُوْد। উহ্য শিবহুল ফেয়েলের সাথে متعلق হয়ে حَال হয়েছে। তারপর উভয় মিলে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে নিকটবর্তী ফেয়েলের সাথে متعلق হয়ে সিলা, উভয় মিলে মাতুফ, অতঃপর মা'তুফ 'আলাইহ ও মা'তুফ মিলে মাফ'উলে বিহী, ফে'য়েল-ফা'য়েল, মাফ'উলে বিহী ও মুতা'য়াল্লেক মিলে জুমলা হয়ে (أَنْ) দ্বারা মাছদার হয়ে

মাজরুর হয়েছে, জার- মাজরুর মিলে প্রথম ফে'য়েলের দ্বিতীয় মুতা'য়াল্লেক, পরিশেষে ফে'য়েল -ফা'য়েল ও উভয় মুতা'য়াল্লেক মিলে জুমলা হযে খবরে إن হয়েছে।

(هَنِيْئًا) - শব্দটি বাক্যে حَال রূপে ব্যবহার হয়। যেমন تَنَاوَلْتُ الطَّعَامَ هَنِيْئًا এ বাক্যে (تَنَاول) ফে'য়েল (ت) জুলহাল (الطَّعَام) মাফ'উলে বিহী, (هَنِيْئًا) হাল, সবগুলো মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

أجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) كَيْفَ أَصْبَحَتْ حَالُ فِرْعَوْنَ لَمَّا آمَنَ السَّحَرَةُ بِمُوْسٰى؟

(٢) أَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَهْزِمَ مُوْسٰى بِالسَّحَرَةِ فَهَلْ تَحَقَّقَ حُلْمُهُ؟

(٣) أَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَصُدَّ النَّاسَ عَنْ مُوْسٰى فَهَلْ تَكَمَّلَ رَجَاؤُهُ؟

(٤) أَأَصَابَتْ سِهَامُ فِرْعَوْنَ هَدَفَهُ أَمْ اِرْتَدَّتْ عَلَيْهِ؟

(٥) مَاذَا كَانَ يَعْتَقِدُ فِرْعَوْنُ عَنْ نَفْسِهِ؟

(٦) أَيُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْلِكَ عُقُوْلَ النَّاسِ؟

(٧) أَيُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يُسَيْطِرَ عَلٰى قُلُوْبِ النَّاسِ؟

(٨) مَنْ يَمْلِكُ عُقُوْلَ النَّاسِ؟ وَمَنْ يُسَيْطِرُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ؟

(٩) مَاذَا قَالَ فِرْعَوْنُ عَنْ كِبْرٍ وَ جَبَرُوْتٍ؟

(١٠) أُذْكُرِ السَّهْمَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ الَّذَيْنَ رَمٰى بِهِمَا فِرْعَوْنُ السَّحَرَةَ؟

(١١) مَا هُوَ السَّهْمُ الْأَخِيْرُ الَّذِيْ حَذَّرَبِهِ فِرْعَوْنُ السَّحَرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟

(١٢) اِمْتَنَعَ السَّحَرَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ بَعْدَ أَنْ حَذَّرَهُمْ فِرْعَوْنُ؟

(١٣) كَيْفَ تَلَقَّى الْمُؤْمِنُوْنَ السِّهَامَ؟

(١٤) مَاذَا قَالَ الْمُؤْمِنُوْنَ الصَّابِرُوْنَ بَعْدَ تَحْذِيْرِ فِرْعَوْنَ؟

(١٥) بَيِّنْ مَرْجِعَ الضَّمِيْرَيْنِ فِيْ هٰذِهِ الْجُمْلَةِ "إِنَّ سِهَامَهُ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (২৬)

اِهْتِمَامًا - চিন্তিত হওয়া। (بِهٖ) গুরুত্ব দেওয়া حِلْمًا (ك) সহশীল হওয়া। رَزَانَةً (ك) রাশভারী হওয়া। ثَوَرَانًا (ن) - উত্তেজিত হওয়া। وَذْرًا (ض) - ছেড়ে দেওয়া। تقتيلا - হত্যা করা। هوانا (ن) - নিকৃষ্ট হওয়া। مُهِيْنٌ - নিকৃষ্ট, নীচু।

صَرْحٌ ব-ব صُرُوْحٌ - প্রাসাদ। نَفَادًا (س) - শেষ হয়ে যাওয়া। اِطِّلَاعًا (عَلَيْهِ) - অবগত হওয়া। اِطْلَاعًا (عَلَيْهِ) - অবগত করা। تَبْدِيْلًا - পরিবর্তন করা। تَبَدُّلًا - পরিবর্তিত হওয়া। ثَرًى - ব-ব أَثْرَاءٌ - আর্দ্র,মাটি। যেমন أَيْنَ الثَّرٰى مِنَ الثُّرَيَّا -কোথায় আকাশ আর কোথায় পাতাল ثَرِيٌّ ব-ব أَثْرِيَاءُ ধনী, বিত্তবান ثَرًى (س)- ধনী হওয়া। بَنَّاءٌ - রাজমিস্ত্রী, স্থপতি। عَمَلٌ بَنَّاءٌ -গঠন মূলক কাজ। فَضْلًا (ن) - অতিরিক্ত হওয়া। যেমন أَنْفِقْ مِنْ مَالِكَ مَا فَضَلَ তোমার সম্পদের অতিরিক্ত অংশ খরচ কর। جَبَّارٌ- পরাক্রমশালী। যেমন هُوَ يَتَذَلَّلُ لِلْجَبَّارِ وَيَتَجَبَّرُ عَلَى الضَّعِيْفِ - সে শক্তের ভক্ত নরমের যম।

سَفَاهَةُ فِرْعَوْنَ

وَاهْتَمَّ فِرْعَوْنُ بِأَمْرِ مُوْسٰى كَثِيْرًا وَطَارَ نَوْمُهٗ -وَبَقِيَ فِرْعَوْنُ لَايَطِيْبُ لَهٗ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ - وَأَثَارَ غَضَبَهُ الْآخَرُوْنَ أَيْضًا وَقَالُوْا : "أَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ"؟! وَغَضِبَ فِرْعَوْنُ وَثَارَ . "قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِيْ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ" وَأَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَصُدَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَأَهْلَ مِصْرَ عَنْ مُوْسٰى بِكُلِّ حِيْلَةٍ - وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يَاقَوْمِ أَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ". "أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ"! وَقَالَ فِرْعَوْنُ فِيْ رَزَانَةٍ وَحِلْمٍ : "يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرِيْ"!! كَأَنَّهٗ فَتَّشَ كَثِيْرًا وَفَكَّرَ كَثِيْرًا وَنَصَحَ لِقَوْمِهٖ - وَقَالَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَجُنُوْنٍ : فَأَوْقِدْ لِيْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِيْ صَرْحًا لَعَلِّيْ أَطَّلِعُ إِلٰى إِلٰهِ مُوْسٰى وَإِنِّيْ لَأَظُنُّهٗ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ" وَأَوْقَدَ هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ وَبَنٰى صَرْحًا وَلٰكِنْ إِلٰى أَيْنَ؟ تَعِبَ هَامَانُ وَتَعِبَ الْبَنَّاؤُوْنَ وَنَفِدَ الطِّيْنُ وَالْآجُرُّ. وَلَا يَزَالُ فِرْعَوْنُ بَعِيْدًا لَمْ يَصِلْ إِلَى السَّحَابِ فَضْلًا عَنِ الْقَمَرِ . وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الْقَمَرِ

فَضْلًا عَنِ الشَّمْسِ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الشَّمْسِ فَضْلًا عَنِ الْكَوَاكِبِ - وَلَمْ يَصِلْ إِلَى الْكَوَاكِبِ فَضْلًا عَنِ السَّمَاءِ وَخَابَ فِرْعَوْنُ وَخَجِلَ وَعَجَزَ فِرْعَوْنُ وَقَعَدَ. مِسْكِيْنٌ أَلَا يَدْرِى أَنَّ اللّٰهَ "خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمٰوَاتِ الْعُلٰى" "وَلَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى". "وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ إِلٰهٌ وَفِى الْأَرْضِ إِلٰهٌ". وَلَمْ يَجِدْ فِرْعَوْنُ حِيْلَةً إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ مُوْسٰى وَحُجَّتُهُ أَنَّ مُوْسٰى يُظْهِرُ فِى الْأَرْضِ الْفَسَادَ - "وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ أَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، إِنِّىْ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِى الْأَرْضِ الْفَسَادَ".

ফির'আওনের নির্বুদ্ধিতা

মূসার ব্যাপারে ফির'আওন খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। এমনকি তার আরামের ঘুম হারাম হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া কিছুই তার ভাল লাগছিলনা। তদুপরি অন্যরা তাকে উস্কে দিয়ে বললো, মূসা ও তার অনুসারীরা আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে ত্যাগ করে যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, আর আপনি চেয়ে চেয়ে দেখবেন?! তখন ফির'আওন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললো, আমি তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করবো এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখবো। আর আমরাতো তাদের উপর প্রবল। ফির'আওন বনী ইসরাঈল ও মিসরবাসীকে মূসা (আঃ) থেকে বিরত রাখার জন্য সর্ব প্রকার কলা কৌশল অবলম্বন করলো। "ফলে সে কওমের মাঝে ঘোষণা দিয়ে বললো, মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? এসব নদী নালা আমার হুকুমে প্রবাহিত হয় তোমরা কি তা দেখনা?

"আমিতো ঐ ব্যক্তি হতে শ্রেষ্ঠ, যে হীন এবং স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারেনা। ফির'আওন গাম্ভীর্য ও সহনশীলতার সাথে বললো., "হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের কোন মা'বুদ আছে বলে আমার জানা নেই"!! যেন সে জাতির মঙ্গল কামনায় অনেক চিন্তাভাবনা ও অনুসন্ধান করেছে। তাই সে নির্বোধ ও উম্মাদের ন্যায় বললো, হে হামান! ইট তৈরী করো এবং একটি সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করো। যেন আমি মূসার প্রভূ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। অবশ্য আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। হামান ইট প্রস্তুত করে একটি ভবন তৈরী করলো। কিন্তু কত দূর? হামান ও রাজ মিস্ত্রিরা ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ইট-সুরকি শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু ফির'আওন দূরেই রয়ে গেল। চন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছা দুরের কথা মেঘ পর্যন্তও পৌঁছতে পারলোনা। সূর্য পর্যন্ত পৌছাত দূরের কথা, চন্দ্র পর্যন্ত ও পৌছতে পারলোনা। তারকা পর্যন্ত পৌঁছাত দূরের কথা, সূর্য পর্যন্ত ও পৌছতে পারলোনা। আকাশ পর্যন্ত পৌঁছাত দূরের কথা, তারকা পর্যন্তও পৌছতে পারলোনা। ফির'আওন ব্যর্থ হলো এবং লজ্জিত ও অপারক হয়ে থেমে গেল। হতভাগা ফির'আওন! সেকি জানেনা যে, আল্লাহ্ সুউচ্চ আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে এবং ভূগর্ভে যা আছে সব তাঁরই।" আসমান ও যমীনে তিনিই একমাত্র মা'বুদ। মূসাকে হত্যা করা ব্যতীত ফির'আওন আর কোন উপায় খুঁজে পেলনা। তার যুক্তি হলো, ফির'আওন যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। "ফির'আওন বললো, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করে ফেলবো, ডাকুক সে তার প্রতিপালককে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবে, কিংবা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى)

(لَهُ) مَمْلُوْكٌ শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়ে অগ্রবর্তী খবর, (مَا) ইসমে মাওসূল, (فِىْ) হরফে জর, (اَلسَّمٰوٰتِ) মা'তুফ 'আলাইহ, (واو) হরফে 'আতফ, (اَلْأَرْض) মা'তুফ, উভয় মিলে মাজরূর, তারপর জর মাজরূর মিলে يُوْجَدُ ফে'য়েলে মাহযুফের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়ে সিলা, ইসমে মাওসূল ও সিলা মিলে মা'তুফ 'আলাইহ, (وَمَا بَيْنَهُمَا) ইসমে মাওসূল ও সিলা মিলে মা'তুফ, (وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى) অভিন্ন তারকীব হয়ে মা'তুফ, অতঃপর মা'তুফ 'আলাইহ তার দুই মা'তুফকে নিয়ে জুমলায়ে 'আতেফা হয়ে পশ্চাৎবর্তী মুবতাদা, পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

(أَمَّا) - শব্দটি মূলত হরফে শর্ত এবং শর্তের স্থলবর্তী। যেমন, (فَأَمَّا ثَمُوْدُ فَأُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ) -(أَمَّا) এই বাক্যটির مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ স্থলবর্তী। (مَهْمَا) হরফে শর্ত, (يَكُنْ) ফে'য়েল (بِ), অতিরিক্ত অব্যয়, (شَيْءٍ) ফা'য়েল, সবগুলো মিলে শর্ত, (ثَمُود) মুবতাদা (ف) جَزَائِيَّة - (أُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ) ফে'য়েল, নায়েবুল ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লেক মিলে জুমলা হয়ে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জাযা। পরিশেষে শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শরতিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) كَيْفَ أَصْبَحَتْ حَالُ فِرْعَوْنَ بِأَمْرِ مُوْسٰى؟

(٢) مَاذَا قَالَ الآخَرُوْنَ لِيُثِيْرُوا غَضَبَ فِرْعَوْنَ؟

(٣) غَضِبَ فِرْعَوْنُ وَثَارَ وَمَاذَا قَالَ؟

(٤) أَأَعْلَنَ فِرْعَوْنُ أَنْ يُقَتِّلَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِيَ نِسَاءَهُمْ؟

(٥) مَاذَا فَعَلَ فِرْعَوْنُ لِيَصُدَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ مُوْسٰى؟

(٦) مَاذَا قَالَ فِرْعَوْنُ فِيْ رَزَانَةٍ وَحِلْمٍ؟

(٧) مَاذَا قَالَ فِرْعَوْنُ فِيْ سَفَاهَةٍ وَجُنُوْنٍ؟

(٨) مَنْ أَمَرَهُ فِرْعَوْنُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ صَرْحًا؟

(٩) هَلِ اسْتَطَاعَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْقَمَرِ؟

(١٠) هَلِ اسْتَطَاعَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَصِلَ إِلَى الشَّمْسِ؟

(١١) هَلِ اسْتَطَاعَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْكَوَاكِبِ؟

(١٢) هَلِ اسْتَطَاعَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَصِلَ إِلَى السَّمَاءِ؟

(١٣) بِمَ احْتَجَّ فِرْعَوْنُ لِيُبِيْحَ قَتْلَ مُوْسٰى؟

(١٤) مَنْ مِنْهُمَا مُفْسِدٌ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ مِنْهُمَا مُصْلِحٌ فِيْهَا؟

(١٥) أَلَيْسَ فِرْعَوْنُ سَاعِيًا لِيَنْشُرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (٢٩)

آلٌ - বংশ, পরিবার। (ن) رُشْدًا - সৎপথ লাভ করা। (ن)- كِتْمَانًا গোপন করা। (سَبِيْلَهُ) تَخْلِيَةٌ - মুক্তি দেওয়া। (بِهٖ- ف) وَقْعًا - হামলা করা। إِيْذَاءٌ - কষ্ট দেওয়া। وَيْلٌ - ধ্বংস, বিনাশ। وَيْلَكَ - তোমার অমঙ্গল হোক, জাহান্নামে যাও। (بِهٖ) إِغْتِرَارًا - প্রতারিত হওয়া। (عَلٰى- ف) ظُهُوْرًا - প্রাধান্য বিস্তার করা। بَأْسٌ - ক্ষতি, ভয়ংকর আযাব। لَابَأْسَ - ঠিক আছে। شَدِيْدُ الْبَأْسِ - পরাক্রমশালী। عَاقِبَةٌ ব-ব عَوَاقِبُ - ফল, পরিণাম। عِقَابًا - শাস্তি দেওয়া। مَصِيْرٌ ব-ব مَصَائِرُ প্রত্যাবর্তন স্থল, পরিণতি। حِزْبٌ ব-ব أَحْزَابٌ দল, অজিফা। دَأْبٌ - অভ্যাস, অবস্থা। إِغْنَاءٌ - ব্যস্ত রাখা, عَنْهُ কাজে আসা। خَلِيْلٌ ব-ব أَخِلَّاءُ - অকৃত্রিম বন্ধু। (ض) نَسَبًا - বংশ উল্লেখ করা। نِسْبَةٌ - অনুপাত,

হার। بِالنِّسْبَةِ إِلَى - অনুপাতে। فَزَعًا (س) - ভয় পাওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া। تَفْزِيعًا - ভয় দেখানো। إِدْبَارًا - প্রস্থান করা। وَلَّى مُدْبِرًا - পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। دُبُرٌ ব-ব أَدْبَارٌ - নিতম্ব, শেষ। دُبُرَ الصَّلَاةِ - নামাযের শেষে।

مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ

وَ لَمَّا أَرَادَ فِرْعَوْنُ أَنْ يَقْتُلَ مُوسَى قَامَ رَجُلٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَقَالَ : "أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَبِّكُمْ" وَقَالَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ : لِمَاذَا تَتَعَرَّضُونَ لِمُوسَى وَلِمَاذَا تُؤْذُونَهُ؟ إِذَا لَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ فَاتْرُكُوهُ وَشَأْنَهُ وَخَلُّوا سَبِيلَهُ "إِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ" وَ إِذَا آذَيْتُمُوهُ وَوَقَعْتُمْ بِهِ وَكَانَ نَبِيًّا فَلَكُمُ الْوَيْلُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ" وَيَا إِخْوَانِي لَا تَغْتَرُّوا بِمُلْكِكُمْ، وَلَاتَغْتَرُّوا بِقُوَّتِكُمْ وَجُنُودِكُمْ. وَ يَاقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ إِنْ جَاءَنَا ؟!" وَكَانَ جَوَابُ فِرْعَوْنَ أَنْ قَالَ : "مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ" وَأَرَادَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ أَنْ يُحَذِّرَ قَوْمَهُ سُوءَ الْعَاقِبَةِ وَمَصِيرَ الظَّالِمِينَ فَقَالَ : "وَ يَاقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ" وَخَوَّفَهُمُ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَمَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ؟ "يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ". الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ "وَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَايَتَسَاءَلُونَ" يَوْمَ يُنَادِي الْمَلِكُ الْجَبَّارُ : "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ،

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ". يَوْمَ يَفْزَعُ النَّاسُ وَيَصْرَخُوْنَ وَيُنَادِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَوْمَ يُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ مَالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ. فَقَالَ الرَّجُلُ الرَّشِيْدُ : "وَيَا قَوْمِ إِنِّىْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ". وَقَالَ الرَّجُلُ الرَّشِيْدُ: إِنَّ اللّٰهَ قَدْ وَهَبَكُمْ نِعْمَةً وَلٰكِنَّكُمْ مَا عَرَفْتُمْ فَضْلَهَا وَمَا قَدَّرْتُمُوْهَا حَقَّ قَدْرِهَا حَتّٰي إِذَا ذَهَبَتْ تَأَسَّفْتُمْ عَلَيْهَا - ذٰلِكَ يُوْسُفُ النَّبِىُّ عَلَيْهِ صَلَاةُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ الَّذِىْ مَا عَرَفْتُمُوْهُ وَلَمْ تُقَدِّرُوْهُ قَدْرَهُ - وَلٰكِنَّهُ لَمَّا مَاتَ قُلْتُمْ سُبْحَانَ اللّٰهِ نَبِىٌّ وَلَا كَيُوْسُفَ مَلِكٌ وَلَا كَيُوْسُفَ! رَجُلٌ وَلَاكَيُوْسُفَ! وَمَنْ لَنَا بِنَبِيٍّ بَعْدَهُ؟! مَنْ لَنَا بِمِثْلِهِ؟! أَبَدًا! لَنْ يَأْتِىَ مِثْلُهُ! "وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهٖ حَتّٰى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا" كَذٰلِكَ تَفْعَلُوْنَ بَعْدَ هٰذَا النَّبِىِّ أَيْضًا! وَتَنْدَمُوْنَ!

ফির'আওন বংশের এক মুমিন বললো

ফির'আওন যখন মূসা (আঃ) কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করলো, তখন ফির'আওন পরিবারের গোপনে ঈমান আনয়নকারী এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, তোমরা কি একজন লোককে এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ্, অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে? ভাল লোকটি বললো, তোমরা কেন মূসার পিছনে লেগেছো এবং তাকে কষ্ট দিচ্ছ? তোমরা যদি তার প্রতি ঈমান না আন তাহলে তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। কারণ " সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সেই দায়ী হবে। তোমরা যদি তাকে কষ্ট দাও, কিংবা তার ক্ষতি কর, আর তিনি নবী হন তাহলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। "আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে তার কিছুতো তোমাদের উপর আপতিত হবেই।

অতএব ভায়েরা! রাজত্ব ও সৈন্য বাহিনীর শক্তির কারণে ধোকায় পড়োনা। "হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল, কিন্তু

আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?!" ফির'আওন উত্তরে বললো "আমি যা বুঝি তোমাদেরকে তাই বলছি। আমি তোমাদেরকে কেবল সৎ পথই দেখিয়ে থাকি।" সুবোধ লোকটি কওমকে ভয়াবহ শাস্তি ও যালেমদের আবাসস্থল সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করছি। যেমন ঘটেছিল নূহ, 'আদ, ছামূদ এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্‌তো বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করতে চাননা। সুবোধ লোকটি তাদেরকে কিয়ামত দিবসের ভয় দেখালেন। কিয়ামত দিবসের পরিচয় কী? "যেদিন মানুষ তার আপন ভাই, মাতা-পিতা ও স্ত্রী-পুত্র থেকে পালাবে।" "সেদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয় নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে।" সেদিন মুত্তাকীগণ ব্যতীত বন্ধুরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে।" সেদিন কোন বংশ পরিচয় চলবেনা এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাও করবেনা।" সেদিন মহান প্রতাপশালী বাদশাহ ঘোষণা করবেন, আজ রাজত্ব কার? "পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র। সেদিন মানুষ ভয়ে চিৎকার করে একে অপরকে ডাকাডাকি করবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা।

সুবোধ লোকটি বললো, "হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আর্তনাদ দিবসের আশংকা করি।" যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ণ করতে চাবে। আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবেনা। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।" সুবোধ লোকটি আরও বললো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নে'য়ামত দান করেছেন, কিন্তু তোমরা তার মর্যাদা বুঝোনি এবং তার যথাযথ হক আদায় করোনি। অবশেষে যখন এই নে'য়ামত হাত ছাড়া হয়ে যাবে তখন আক্ষেপ করবে। যেমন আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ (আঃ) তোমাদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু তোমরা তাঁকে চিননি এবং তাকে যথাযথ মূল্যায়ন করোনি। কিন্তু যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন তখন তোমরা বলতে লাগলে, সোবহানাল্লাহ! ইউসুফের ন্যায় কোন নবী হতে পারেনা। ইউসুফের ন্যায় কোন বাদশা হতে পারেনা। ইউসুফের মত কোন মানুষ হতে পারেনা। তাঁর পরে তাঁর মত নবী কে পাঠাবেন? তাঁর পরে তাঁর মত নবী কোথায় পাবো? কখনওনা। তাঁর মত নবী আর কিছুতেই আসবেনা।

"ইতিপূর্বে ইউসুফ (আঃ) স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর আনিত বিষয়ে তোমরা বারবার সন্দেহ পোষণ করতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের ওফাত হলো তখন তোমরা বলেছিলে, তাঁর পরে আল্লাহ্ আর কোন রাসুল প্রেরণ করবেননা। তদ্রুপ এই নবীর পরেও তোমরা একই মন্তব্য করবে ও অনুতপ্ত হবে।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(سُبْحَانَ اللّٰهِ نَبِيٌّ وَلَاكَيُوسُفَ)

(سُبْحَانَ) মুজাফ, (اَللّٰه) মুজাফ ইলাইহ, উভয় মিলে (أُسَبِّحُ) ফে'য়েলে মাহযূফ থেকে মাফ'উলে মুতলাক হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া। (نَبِيٌّ) খবর, এর পূর্বে هو মুবতাদা উহ্য আছে, অতঃপর মুবতাদাও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মা'তুফ 'আলাইহ, (واو) হরফে আত্ফ, পরবর্তী বাক্যটি এভাবে ছিল وَلَا نَبِيٌّ كَائِنٌ كَيُوسُفَ - (لَا) اَلنَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ - (نَبِيَّ) তার ইসম, (كَيُوسُفَ) জর-মাজরূর মিলে শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়ে খবর। অবশেষে لَا তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে মা'তুফ হয়েছে।

(أَهْلًا وَ سَهْلًا) - (أَهْلًا) শব্দটি মূলত ছিল, اَتَيْتَ أَهْلًا ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।। তদ্রুপ (سَهْلًا) মূলত وَطِئْتَ سَهْلًا ছিল। এক্ষেত্রে ও পূর্ববর্তী তারকীব প্রযোজ্য হবে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا قَالَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ يَكْتُمُ إِيْمَانَهُ؟

(٢) هَلْ عَرَفَ فِرْعَوْنُ أَنَّ الرَّجُلَ آمَنَ بِاللّٰهِ؟

(٣) مِمَّ مَنَعَ الرَّجُلُ الرَّشِيْدُ النَّاسَ؟

(٤) أَمِنَ أَنْ يَغْتَرُّوْا بِالْمُلْكِ وَالْقُوَّةِ مَنَعَهُمْ ؟

(٥) مَاذَا أَجَابَ فِرْعَوْنُ بَعْدَ أَنْ سَمِعَ نَصِيْحَةَ الرَّجُلِ؟

(٦) مَاذَا قَالَ الرَّجُلُ الرَّشِيْدُ لِيُحَذِّرَ قَوْمَهُ سُوْءَ الْعَاقِبَةِ وَمَصِيْرَ الظَّالِمِيْنَ؟

(٧) بَيِّنْ أَحْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ ضَوْءِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ؟

(٨) مَاذَا يَقُوْلُ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ يُنَادِيْ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

(٩) أَيُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَهْدِيَ مَنْ أَضَلَّهُ اللّٰهُ؟

(١٠) أَيُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يُضِلَّ مَنْ هَدَاهُ اللّٰهُ ؟

(١١) مَاذَا قَالَ الرَّجُلُ الرَّشِيْدُ يُذَكِّرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ؟

(١٢) أَيُقَدِّرُ النَّاسُ نِعْمَةَ اللّٰهِ إِذَا نَالُوْا ؟

(١٣) أَيَتَأَسَّفُ النَّاسُ عَلَى النِّعْمَةِ إِذَا فَقَدُوا؟

(١٤) هَلْ عَرَفَ النَّاسُ قَدْرَ يُوسُفَ فِي حَيَاتِهِ؟

(١٥) مَاذَا قَالَ النَّاسُ مُتَأَسِّفِينَ بَعْدَ مَوْتِ يُوسُفَ؟

(١٦) كَمْ قِسْمًا "لِكَمْ" أُذْكُرْ كُلَّ قِسْمٍ مُمَثِّلًا؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (২৮)

(ن) بَذْلًا - ব্যয় করা। যেমন بَذَلَ كُلَّ مَا فِي وُسْعِهِ - সে সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। بِذْلَةٌ - ব-ব بِذَلٌ - কাজের পোশাক। (س) وُدًّا - ভালবাসা। (س) سَكْرَانًا - নেশাগ্রস্ত হওয়া। سَكْرَانُ ব-ব سُكَارَى - নেশাগ্রস্ত, মাতাল। حُلُمٌ ব-ব أَحْلَامٌ স্বপ্ন। (ن) حُلُمًا - স্বপ্ন দেখা। যেমন يَحْلُمُ لِمُسْتَقْبَلٍ مُشْرِقٍ - সে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। (اَلْوَلَدُ) - বালেগ হওয়া। ظِلٌّ ব-ব ظِلَالٌ - ছায়া। ظِلٌّ زَائِلٌ - অপসৃয়মান ছায়া। أَنَا أَقْضِي حَيَاتِي تَحْتَ ظِلِّ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ আরবী ভাষার ছায়া তলে আমার জীবন কাটাব। مَتَاعٌ - ব-ব أَمْتِعَةٌ - ভোগের সামগ্রী। مُبَالَغَةٌ (فى) - অতিরিক্ত করা। لَا جَرَمَ - অবশ্যই, নিঃসন্দেহে। (ك) بَلَادَةٌ স্থুল বুদ্ধির অধিকারী হওয়া। بَلِيدٌ - স্থুল বুদ্ধিসম্পন্ন। (إِلى) تَفْوِيضًا সোপর্দ করা। (ض) وِقَايَةٌ - রক্ষা করা। نُونُ الْوِقَايَةِ -(ফে'য়েলকে কাসরা থেকে) রক্ষাকারী নূন। (بِهِ- ن) حَوْقًا - বেষ্টন করা। دَارُ الْقَرَارِ - স্থায়ী আবাস।

نَصِيحَةُ الرَّجُلِ

وَوَعَظَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ وَبَذَلَ لَهُمْ وُدَّهُ وَنَصِيحَتَهُ - "وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ" وَعَلِمَ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ أَنَّ الْقَوْمَ فِي سَكْرَةٍ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - وَأَنَّ فِرْعَوْنَ مَغْرُورٌ بِمُلْكِهِ وَقُوَّتِهِ - وَلٰكِنَّ هٰذِهِ الْحَيَاةَ حُلُمٌ مِنَ الْأَحْلَامِ وَأَنَّ الدُّنْيَا ظِلٌّ زَائِلٌ - وَعَرَفَ الرَّجُلُ مَا يَمْنَعُ الْقَوْمَ مِنْ إِتِّبَاعِ مُوسٰى، ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ سُكَارَى بِسَكْرَةِ الدُّنْيَا - وَالسَّكْرَانُ مَا يَسْمَعُ وَمَا يَشْعُرُ - ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ حَيْثُ لَا يَسْمَعُونَ صَوْتَ مُوسٰى - فَأَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَهُمْ مِنْ غَفْلَتِهِمْ فَقَالَ : "يَا قَوْمِ إِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ

هِىَ دَارُ الْقَرَارِ" وَطَفِقَ الْجُهَّالُ مِنْ قَوْمِهِ يَدْعُوْنَهُ إِلَى الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَيَدْعُوْنَهُ إِلَى دِيْنِ الآبَاءِ -فَإِذَا قَالَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى اللّٰهِ! قَالُوْا لَهُ ارْجِعْ إِلَى دِيْنِ الآبَاءِ! وَلَمَّا بَالَغُوْا فِى الدَّعْوَةِ قَالَ لَهُمْ : "وَيٰقَوْمِ مَالِىْ أَدْعُوْكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُوْنَنِىْ إِلَى النَّارِ". "تَدْعُوْنَنِىْ لِأَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِىْ بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوْ كُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ - وَقَالَ لَهُمُ الرَّجُلُ الرَّشِيْدُ : أَىُّ نَبِيٍّ جَاءَ مِنْ آلِهَتِكُمْ؟ وَأَىُّ كِتَابٍ نَزَلَ؟ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ؟- "أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ " وَهٰؤُلَاءِ رُسُلُ اللّٰهِ دَعَوْا إِلَى اللّٰهِ، ذٰلِكَ إِبْرَاهِيْمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُوْسُفُ وَهٰذَا نَبِيُّ اللّٰهِ مُوْسٰى - وَفِىْ كُلِّ شَىْءٍ لَهُ آيَةٌ وَفِىْ كُلِّ مَكَانٍ لَهُ دَعْوَةٌ! "لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْآخِرَةِ" وَلَمَّا يَئِسَ الرَّجُلُ مِنْ هِدَايَتِهِمْ وَسَئِمَ الرَّجُلُ مِنْ بِلَادَتِهِمْ تَرَكَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ : "فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِىْ إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ" وَغَضِبَ النَّاسُ وَأَرَادَ آلُ فِرْعَوْنَ أَنْ يَقْتُلُوْهُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ عَصَمَهُ وَأَهْلَكَ أَعْدَاءَهُ - "فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ "-

সুবোধ লোকটির উপদেশ

সুবোধ লোকটি উপদেশ ও ভালবাসার মাধ্যমে তার কওমকে বুঝালেন। "মুমিন লোকটি বললো, হে আমার কওম! তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবো।" সুবোধ লোকটি জানতো যে, কওম পার্থিব জীবনের নেশায় নেশাগ্রস্ত এবং ফির'আওন তার রাজত্ব ও শক্তি দ্বারা প্রতারিত। অথচ এই জীবন হলো স্বপ্ন ও অপসৃয়মান ছায়া। লোকটি জানতো, কওমের জন্য মূসার অনুসরণে যা প্রতিবন্ধক হচ্ছে তাহলো পার্থিব জীবনের নেশায় তাদের নেশাগ্রস্ত হওয়া। বলা বাহুল্য , নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি না শুনে, না অনুভব করে। আরেকটি কারণ হলো , তারা এমন অবস্থায় ছিল যে, তারা মূসার কথা শুনতে পেতনা। তাই তিনি তাদেরকে উদাসীনতা থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন, "হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবনতো অস্থায়ী

উপভোগের বস্তু এবং আখেরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।" তখন তাঁর কওমের মূর্খরা তাকে শিরক, কুফর ও পূর্ব পুরুষের ধর্মের দিকে দা'ওয়াত দিতে লাগলো। যখন লোকটি তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বান করে, তখন তারা তাকে পূর্ব পুরুষের ধর্মের দিকে আহ্‌বান করে। যখন তারা দা'ওয়াতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলো, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! কী আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে ডাকছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছো জাহান্নামের দিকে। তোমরা আমাকে বলছো আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতে ও তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহ্‌বান করছি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে।"

ভাল লোকটি বললো, তোমাদের উপাস্যদের পক্ষ থেকে কোন নবী এসেছেন কি ? কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে কি? এবং কে সেদিকে আহ্‌বান করেছে? "এসব তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদের মনগড়া কিছু নাম মাত্র। আল্লাহ্ এর সপক্ষে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি।" ইব্রাহীম ও ইউসুফ (আঃ) প্রমুখ আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বানকারী রাসূল ছিলেন। আর ইনি হলেন আল্লাহ্‌র নবী মূসা। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর প্রমাণ রয়েছে। প্রত্যেক স্থানেই তাঁর দাওয়াত চলছে। নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে যেদিকে আহ্‌বান করছো, দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও তারা আহবানযোগ্য নয়।" সুবোধ লোকটি যখন তাদের হেদায়াতের ব্যাপারে নিরাশ হলেন এবং তাদের নির্বুদ্ধিতায় অতিষ্ঠ হলেন, তখন তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা তা অচিরেই স্মরণ করবে এবং আমি আমার বিষয় আল্লাহ্‌র সোপর্দ করছি; আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।" তখন ফির'আওন বংশের লোকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে লোকটিকে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে রক্ষা করলেন এবং তার শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।" অতঃপর আল্লাহ্ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং ফির'আওন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করে নিল।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ)

(وَقَى) ফে'য়েল, (اللّٰهُ) ফা'য়েল (سَيِّئَاتِ) মুজাফ, (مَا) الْمَصْدَرِيَّة (مَكَرُوْا) ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে মাছদারে রূপান্তরিত হওয়ার পর মুজাফ ইলাইহ, মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে মাফ'উলে বিহী। অতঃপর সবগুলো মিলে জুমলা হয়ে মা'তুফুন আলাইহি, (واو) হরফে 'আতফ , (حَاقَ)ফে'য়েল, (بِ) অতিরিক্ত অব্যয় (آلِ فِرْعَوْنَ) মুজাফ-মুজাফুন ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী, (سُوْءُ الْعَذَابِ) মুজাফ-মুজাফ ইলাইহ মিলে ফা'য়েল, অতঃপর ফে'য়েল ফা'য়েল ও মাফ'উলেবিহী মিলে জুমলা হয়ে মা'তুফ হয়েছে।

لَنْ أَخُوْنَ (اَلْبَتَّةَ) - শব্দটি মূলত بَتًّا ছিল। অর্থ, কখনও না। ব্যবহার, مَفْعُوْل الْأَمَانَةَ الْبَتَّةَ এ বাক্যে اَلْبَتَّةَ শব্দটি أَبِتْ ফে'য়েলে মাহযূফ থেকে مُطْلَق হয়েছে।

(بَدَل) - শব্দটি مَكَان এর স্থলে ব্যবহার হয় এবং তারকীবে মাফ'উলে ফীহি হয়। যেমন, حَضَرَ النَّائِبُ بَدَلَ الرَّئِيْسِ এ বাক্যে بَدَل শব্দটি মাফ'উলে ফীহি হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا قَالَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ يَعِظُ قَوْمَهُ؟

(٢) لِمَ امْتَنَعَ النَّاسُ مِنِ اتِّبَاعِ مُوْسٰى؟

(٣) أَكَانَ الْقَوْمُ فِيْ سَكْرَةٍ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؟

(٤) أَكَانَ فِرْعَوْنُ مَغْرُوْرًا بِمُلْكِهِ وَقُوَّتِهِ؟

(٥) هَلْ دَعَا الرَّجُلُ قَوْمَهُ إِلٰى أَنْ يَتَّبِعُوْا مُوْسٰى؟

(٦) أَيُّ شَيْءٍ مَنَعَ الْقَوْمَ مِنِ اتِّبَاعِ مُوْسٰى؟

(٧) مَاذَا فَعَلَ الرَّجُلُ الرَّشِيْدُ لِيُنَبِّهَ قَوْمَهُ ؟

(٨) إِلٰى أَيْنَ دَعَاهُ الْجُهَّالُ مِنْ قَوْمِهِ؟

(٩) مَاذَا قَالَ الرَّجُلُ لَمَّا بَالَغَ الْقَوْمُ فِي الدَّعْوَةِ ؟

(١٠) مَنْ دَعَا إِلٰى النَّجَاةِ وَمَنْ دَعَا إِلٰى النَّارِ؟

(١١) مَاذَا فَعَلَ الرَّجُلُ الرَّشِيْدُ بَعْدَ أَنْ أَيِسَ مِنْ هِدَايَتِهِمْ؟

(١٢) سَعٰى الْقَوْمُ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ الرَّشِيْدَ فَهَلْ نَجَحُوْا فِيْ سَعْيِهِمْ؟

(١٣) إِلٰى أَيْنَ يَعُوْدُ الضَّمِيْرُ الْمَنْصُوْبُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى "فَوَقَاهُ اللّٰهُ" الخ

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (২৯)

مِنْ أَدْنَاهُ إِلٰى - শেষ প্রান্ত। إِلٰى أَقْصٰى حَدٍّ - শেষ সীমা পর্যন্ত। أَقْصٰى - عَلٰى - এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। مُجَاهَدَةٌ - জিহাদ করা, أَقْصَاهُ চাপ প্রয়োগ করা। مُصَاحَبَةٌ - সঙ্গী হওয়া। مَعْرُوْفٌ - ভালকাজ, অনুগ্রহ। لَا أَنْسٰى مَعْرُوْفَكَ - তোমার অনুগ্রহ ভুলবোনা। تَنْبِيْئًا - অবহিত করা। إِنْبَاءٌ - সংবাদ দেওয়া। نَبَأٌ ব-ব أَنْبَاءٌ সংবাদ। اِسْتِقَامَةٌ - সোজা হওয়া, অবিচল থাকা। تَبَرُّءٌ - নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করা। تَبْرِئَةٌ - নির্দোষ সাব্যস্ত করা। مَثَلٌ

(ك) شُجَاعَةً - ب-ب أَمْثَالٌ - দৃষ্টান্ত, উদাহরণ। ضَرْبُ الْأَمْثَالِ - প্রবাদ বাক্য। সাহসী হওয়া। شُجَاعٌ - বীর, সাহসী। مَرَاجِعُ ব-ব مَرْجِعٌ - প্রত্যাবর্তন স্থল। (ض) مِلْكًا - মালিক হওয়া। تَمْلِيكًا মালিক বানানো। تَصْفِيقًا - তালি বাজানো। اَلْيَدُ الْوَاحِدَةُ لَاتُصَفِّقُ এক হাতে তালি বাজেনা।

زَوْجُ فِرْعَوْنَ

وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَلِكُ الْعُقُولِ كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الْأَجْسَامِ - وَأَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْقُلُوبِ كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْأَلْسِنَةِ - وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِي مِصْرَ أَنْ يَعْتَقِدَ شَيْئًا أَوْ يُؤْمِنَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ - وَكَانَ إِذَا آمَنَ أَحَدٌ بِمُوسَى فِي أَقْصَى مَمْلَكَةِ مِصْرَ جُنَّ جُنُونُ فِرْعَوْنَ - وَقَامَ فِرْعَوْنُ وَقَعَدَ، وَبَرَقَ فِرْعَوْنُ وَرَعَدَ- وَقَالَ كَيْفَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُؤْمِنَ بِمُوسَى قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَهُ؟! يَعِيشُ فِي مَمْلَكَتِي وَيَعْصِينِي، وَيَأْكُلُ رِزْقِي وَيَكْفُرُنِي ؟! أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ رَجُلٍ فِي مِصْرَ مِنْ نَفْسِهِ! وَيَنْسَى فِرْعَوْنُ أَنَّهُ يَعِيشُ فِي مَمْلَكَةِ اللّٰهِ وَيَعْصِيهِ وَيَأْكُلُ رِزْقَ اللّٰهِ وَيَكْفُرُبِهِ - وَأَرَاهُ اللّٰهُ آيَةً فِي بَيْتِهِ، آيَةً فِي أَهْلِهِ -أَرَاهُ اللّٰهُ أَنَّهُ مَلِكُ الْعُقُولِ كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الْأَجْسَامِ وَأَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْقُلُوبِ كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْأَلْسِنَةِ - وَأَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ، وَأَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ - دَخَلَ الْإِيمَانُ فِي بَيْتِ فِرْعَوْنَ وَهُوَ لَايَشْعُرُ وَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا - وَآمَنَتْ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ بِاللّٰهِ وَكَفَرَتْ بِفِرْعَوْنَ - وَآمَنَتْ بِمُوسَى عَلَى رَغْمِ زَوْجِهِ مَلِكِ مِصْرَ - آمَنَتْ بِمُوسَى أَعْلَمِ خَلْقِ اللّٰهِ بِفِرْعَوْنَ وَأَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ - وَلَمْ يَصْنَعْ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ شَيْئًا وَلَمْ يَشْعُرُوا بِذٰلِكَ وَلَهُمْ شَامَّةُ النَّمْلِ وَعُيُونِ الْغُرَابِ - وَلَمْ يَشْعُرْ بِذٰلِكَ فِرْعَوْنُ وَهُوَ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا - وَلَوْ عَلِمَ بِذٰلِكَ فِرْعَوْنُ مَاذَا

فَعَلَ؟ إِنَّهُ يَمْلِكُ الْجِسْمَ وَلٰكِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْعَقْلَ - وَإِنَّ لَهُ سُلْطَانًا
عَلٰى اللِّسَانِ وَلَيْسَ لَهُ عَلٰى الْقَلْبِ سُلْطَانٌ . وَلَيْسَ لِفِرْعَوْنَ
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِي الدُّنْيَا أَنْ يَحُوْلَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ - إِنَّ لِفِرْعَوْنَ
حَقًّا عَلٰى زَوْجِهِ وَلٰكِنَّ حَقَّ اللّٰهِ أَكْبَرُ - عَلٰى الْمَرْأَةِ أَنْ تُطِيْعَ
زَوْجَهَا وَلٰكِنْ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ - عَلٰى الْوَلَدِ
أَنْ يُّطِيْعَ أَبَوَيْهِ وَأَنْ يَّكُوْنَ بِهِمَا بَارًّا رَشِيْدًا وَلٰكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ
يُّطِيْعَهُمَا فِي الشِّرْكِ - "وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ
مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ"وَاسْتَقَامَتْ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ عَلٰى الْإِيْمَانِ، وَكَانَتْ تَعْبُدُ اللّٰهَ
فِيْ بَيْتِ عَدُوِّ اللّٰهِ - وَكَانَتْ تَخَافُ اللّٰهَ وَتَتَبَرَّأُ إِلَى اللّٰهِ مِمَّا
يَعْمَلُ فِرْعَوْنُ، وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْ اِمْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَأَنْجَاهَا اللّٰهُ مِنْ
فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَضَرَبَهَا اللّٰهُ مَثَلًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ لِإِيْمَانِهَا
وَشَجَاعَتِهَا - "وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ
قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ
وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ"

ফির'আওন পত্নীর ঈমান গ্রহণ

ফির'আওন মনে করতো, সে যেমন মানুষের দেহের মালিক তেমনি সে তাদের বিবেকেরও মালিক। সে মনে করতো, মানুষের বাক শক্তির উপর যেমন তার ক্ষমতা রয়েছে, তেমনি তাদের অন্তরের উপরও তার ক্ষমতা রয়েছে। ফির'আওনের অনুমতি ব্যতীত কোন কিছু বিশ্বাস করার, কিংবা কারো প্রতি ঈমান আনার মিসরে কারো অধিকার ছিলনা। মিসরের দূরতম অঞ্চলেও যদি কেউ মূসার প্রতি ঈমান আনতো তাহলে ফির'আওনের মাথা খারাপ হয়ে যেত। আর সে বেসামাল হয়ে তর্জন গর্জন শুরু করে দিত এবং দম্ভভরে বলতো, আমার অনুমতি ব্যতীত সে কিভাবে মূসার প্রতি ঈমান আনতে পারে?! আমার রাজ্যে

বাস করে আমার অবাধ্যতা? আমার নুন খেয়ে অন্যের গুণ গাওয়া?! মিসরে আমি প্রত্যেকের ব্যাপারে তার নিজ সত্তার চেয়েও অধিক হকদার! অথচ ফির'আওন ভুলে গিয়েছে যে, সে আল্লাহ্‌র রাজ্যে বাস করে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করছে এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া রিযিক ভোগ করে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করছে। ফলে আল্লাহ্ তা'য়ালা ফির'আওনকে তার বাড়িতে তার পরিবারের মাঝেই নিদর্শন দেখালেন। আল্লাহ্ তাকে বুঝিয়ে দিলেন, আল্লাহ্ যেমন মানুষের দেহের মালিক তেমন তাদের বিবেকেরও মালিক এবং মানুষের বাকশক্তির নিয়ন্ত্রণ যেমন তার হাতে তেমন তাদের অন্তরের নিয়ন্ত্রণও তাঁর হাতে। তিনি ব্যক্তি ও তার পরিবারের মাঝে অন্তরায় হন, এমনকি ব্যক্তি ও তার অন্তরের মাঝেও অন্তরায় হন। ফির'আওনের অজান্তে তার গৃহে ঈমান প্রবেশ করলো, অথচ সে কিছুই করতে পারলোনা। ফির'আওনের স্ত্রী তাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলো। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মাঝে ফির'আওন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত এবং ফির'আওনের সবচেয়ে প্রিয়ব্যক্তি মূসার প্রতি ঈমান আনলো। শ্যেন দৃষ্টি সম্পন্ন পুলিশ বাহিনীর কিছু করাতো দূরের কথা তারা টের ও পেলনা। ফির'আওন তার সবচেয়ে কাছের ব্যক্তি হয়েও জানতে পারলোনা। আর জানলেও তার কী করার আছে? সেতো মানুষের দেহের মালিক, তাদের বিবেকের মালিক নয়। তার কর্তৃত্বতো মানুষের বাকশক্তির উপর, তাদের হৃদয়ের উপর নয়। ব্যক্তি ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হওয়ার ক্ষমতা এই পৃথিবীতে ফির'আওন বা অন্য কারো নেই। ফির'আওনের তার স্ত্রীর উপর অধিকার রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র অধিকার তার চেয়ে বেশী। স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য, কিন্তু স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা বৈধ নয়। সন্তানের উপর মাতা-পিতার আনুগত্য করা এবং তাদের সাথে সদাচরণ করা আবশ্যক, কিন্তু শিরকের ব্যাপারে নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন," তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে বাধ্য করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবেনা। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদভাবে বসবাস করবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয় তার পথ অবলম্বন করবে। অতঃপর আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো। ফির'আওনের স্ত্রী ঈমানের উপর অবিচল থেকে আল্লাহ্‌র শত্রুর ঘরে 'ইবাদত করতে থাকলেন। তিনি আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন এবং ফির'আওনের কৃত কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট সম্পর্ক হীনতা ঘোষণা করতেন।

আল্লাহ্ ফির'আওনের স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে ফির'আওনের কৃতকর্ম থেকে রক্ষা করলেন এবং ঈমান ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে তাকে মুমিনদের জন্য দৃষ্টান্ত বানালেন। যেমন (আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন)

"আল্লাহ্ মুমিনদের জন্য ফির'আওন পত্নীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তিনি প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! তোমার সান্নিধ্যে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো এবং ফির'আওন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং যালিম সম্প্রদায় থেকে আমাকে উদ্ধার করো।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَلِكُ الْعُقُوْلِ كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الْأَجْسَامِ)

(كَانَ) ফে'য়েলে নাকেস, (فِرْعَوْنُ) তার ইসম, (يَعْتَقِدُ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর ফা'য়েল, (أَنَّ) তাকিদ ও মাছদারের হরফ (هُ) তার ইসম, (مَلِكُ الْعُقُوْلِ) তার খবর, ইসম ও খবর মিলে জুমলা হয়ে (أَنَّ) দ্বারা মাছদার হয়ে মাফ'উলে বিহী, (كَ) হরফে জর, (مَا) হরফে মাছদার, (هُ) ইসমে أَنَّ (مَلِكُ الْأَجْسَامِ) খবরে أَنَّ হয়েছে, অতঃপর أَنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে مَا দ্বারা মাছদারে পরিবর্তিত হয়ে মাজরুর, জার-মাজরুর মিলে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক, অতঃপর ফে'য়েল- ফা'য়েল মাফ'উলে বিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলা হয়ে كَانَ এর খবর, পরিশেষে كَانَ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(فَحَسْبُ) - শব্দটির ব্যবহার এরূপ, اِشْتَرَيْتُ قَمِيْصَيْنِ فَحَسْبُ

(اِشْتَرَى) ফে'য়েল, (تُ) ফা'য়েল, (قَمِيْصَيْنَ) মাওসূফ, (فَ) সৌন্দর্য বর্ধক অতিরিক্ত অব্যয়। (حَسْبُ) সিফাত, মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফ'উলে বিহী, পরিশেষে ফে'য়েল-ফা'য়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলা হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا كَانَ يَعْتَقِدُ فِرْعَوْنُ عَنْ نَفْسِهِ؟

(٢) أَكَانَ لِأَحَدٍ فِيْ مِصْرَ أَنْ يَعْتَقِدَ شَيْئًا بِلَا إِذْنِهِ؟

(٣) كَيْفَ تَكُوْنُ حَالُ فِرْعَوْنَ إِذَا آمَنَ أَحَدٌ بِمُوْسٰى؟

(٤) مَاذَا كَانَ يَقُوْلُ فِرْعَوْنُ إِذَا آمَنَ أَحَدٌ بِمُوْسٰى؟

(٥) مَا هِيَ الْآيَةُ الَّتِيْ أَرَاهَا اللّٰهُ فِرْعَوْنَ فِيْ بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ؟

(٦) أَيُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُوْلَ بَيْنَ الْمَرْأِ وَقَلْبِهِ؟

(٧) أَشَعَرَ فِرْعَوْنُ وَشُرْطَتُهُ بِإِيْمَانِ اِمْرَأَةِ فِرْعَوْنَ؟

(٨) كَيْفَ عَصَتْ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ زَوْجَهَا مَعَ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاجِبَةٌ؟

(٩) أَيَجُوْزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُطِيْعَ الْمَخْلُوْقَ وَيَعْصِيَ خَالِقَهُ؟

(١٠) مَاذَا كَانَتْ تَفْعَلُ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ بَعْدَ أَنْ آمَنَتْ بِاللّٰهِ؟

(١١) أُتْلُ الآيَةَ الَّتِيْ تَدُلُّ عَلٰى أَنَّ اللّٰهَ ضَرَبَ اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ مَثَلًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ؟

(١٢) لِمَ ضَرَبَ اللّٰهُ اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ مَثَلًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ؟

(١٣) عَلَامَ اسْتَقَامَتْ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَ أَيْنَ عَبَدَتِ اللّٰهَ؟

(١٤) مِمَّنْ كَانَتْ تَتَبَرَّأُ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ؟

(١٥) أُذْكُرْ دُعَاءَ اِمْرَأَةِ فِرْعَوْنَ إِلَى اللّٰهِ

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৩০)

مِحْنَةٌ ব-ব مِحَنٌ - কষ্ট, পরিশ্রম। عَدَاوَةٌ - শত্রুতা। تَقَرُّبًا (إِلَيْهِ) -
নিকটবর্তী হওয়া। اِجْتِرَاءٌ –(عَلٰى) - আস্পর্ধা দেখানো। هَرِيْرًا (ض) اَلْكَلْبُ -
ঘেউ ঘেউ করা। إِهْرَارًا - ঘেউ ঘেউ করানো। যেমন شَرٌّ أَهَرَّ ذَانَابٍ - কোন
অনিষ্টকর বস্তু কুকুরকে ঘেভ ঘেউ করালো। بَلِيَّةٌ - ব-ব بَلَايَا - বিপদ, পরীক্ষা।
تَسْلِيَةٌ - সান্ত্বনা দেওয়া। تَسَلِّيًا - সান্ত্বনা পাওয়া। إِيْرَاثًا - ওয়ারিশ করা।
اِسْتِخْلَافًا - উত্তরাধিকারী করা। جَهَالَةً (س) - অজ্ঞ হওয়া। جَاهِلٌ ব-ব جُهَلَاءُ
- অজ্ঞ, মূর্খ। اَلنَّاسُ أَعْدَاءٌ لِمَا جَهِلُوْا - মানুষ অজ্ঞাত বিষয়ের বিরোধিতা
করে। إِسْتِغْنَاءٌ - অমুখাপেক্ষী হওয়া। سَآمَةً (س) - অতিষ্ট হওয়া।

مِحْنَةُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

وَلَمَّا عَلِمَ النَّاسُ عَدَاوَةَ فِرْعَوْنَ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، تَقَرَّبُوْا إِلٰى فِرْعَوْنَ بِعَدَاوَتِهِمْ وَإِيْذَائِهِمْ - وَاجْتَرَأَ عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ الْأَطْفَالُ وَهَرَّتْهُمُ الْكِلَابُ فَفِيْ كُلِّ يَوْمٍ مِحْنَةٌ جَدِيْدَةٌ ! وَفِيْ كُلِّ يَوْمٍ بَلِيَّةٌ نَازِلَةٌ وَمُوْسٰى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُسَلِّيْهِمْ وَيُوْصِيْهِمْ بِالصَّبْرِ، وَيَقُوْلُ لَهُمْ : "اِسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ". وَسَئِمَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ هٰذِهِ الْمِحْنَةَ وَهٰذَا الأَذٰى وَقَالُوْا لِمُوْسٰى : لَمْ تَنْفَعْنَا شَيْئًا! لَمْ تُغْنِ عَنَّا شَيْئًا ! "قَالُوْا أُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا

جِئْتَنَا" وَلٰكِنَّ مُوْسٰى لَمْ يَجْزَعْ! وَلٰكِنَّ مُوْسٰى لَمْ يَيْئَسْ! "قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ" وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ- "فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ" وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَمْنَعُ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَيَغْضَبُ إِذَا رَآهُمْ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ وَيُصَلُّوْنَ لَهٗ -

وَكَانَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ أَنْ يَّتَّخِذُوْا مَسَاجِدَ لِلّٰهِ فِىْ أَرْضِهٖ، وَكَانَ يَغْضَبُ أَنْ يُّعْبَدَ اللّٰهُ فِىْ أَرْضِهٖ - مَا أَجْهَلَ فِرْعَوْنَ! اَلْأَرْضُ لِلّٰهِ لَالِفِرْعَوْنَ! وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ عِبَادَ اللّٰهِ أَنْ يَّعْبُدُوا اللّٰهَ عَلٰى أَرْضِ اللّٰهِ ؟! وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ دَعَا إِلٰى عِبَادَتِهٖ عَلٰى أَرْضِ اللّٰهِ ؟! وَلٰكِنَّ فِرْعَوْنَ مَا كَانَ يَقْدِرُ أَنْ يَّمْنَعَ أَحَدًا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِى بَيْتِهٖ؟! فَأَمَرَ اللّٰهُ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ مُوْسٰى. "اِجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ، قِبْلَةً وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ" وَعَجَزَ فِرْعَوْنُ وَعَجَزَتْ شُرْطَتُهٗ أَنْ يَّحُوْلُوْا بَيْنَ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَعِبَادَةِ اللّٰهِ! وَمَنْ يَّحُوْلُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهٖ؟! وَمَنْ يَّحُوْلُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَعِبَادَةِ اللّٰهِ؟!

(৩০) বনী ইসরাঈলের পরীক্ষা

লোকেরা যখন বনী ইস্‌রাঈলের প্রতি ফির'আওনের শত্রুতার কথা জানতে পারলো, তখন তারা ফির'আওনের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বনী ইস্‌রাঈলের প্রতি শত্রুতা ও নির্যাতন শুরু করল। এমনকি শিশুরা পর্যন্ত তাদের প্রতি দুঃসাহস দেখাতে লাগলো এবং কুকুরের ন্যায় তাদের পেছনে ঘেউ ঘেউ আরম্ভ করল। প্রতিদিন নতুন নতুন পরীক্ষা ও বিপদাপদ দেখা দিতে লাগলো। মূসা (আঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন এবং ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়ে বলতেন," তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং সবর কর। যমীন আল্লাহ্‌র। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন। আর উত্তম পরিণতি মোত্তাকীদের জন্য।

বনী ইস্‌রাঈল নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মূসা (আঃ) কে বললো, তুমি আমাদের কোন উপকার করলেনা। তুমি আমাদের কোন কাজে আসলেনা।" তারা বললো, তুমি আসার পূর্বেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তুমি আসার পরেও আমরা নির্যাতিত হচ্ছি।" কিন্তু মূসা (আঃ) কোন রকম বিচলিত কিংবা হতাশ হলেননা।" তিনি বললেন, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুদেরকে নিঃশেষ করে তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। অতঃপর তোমরা কী কাজ কর তা তিনি দেখবেন। মূসা (আঃ) বললেন, "হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন এবং আত্মসমর্পণ কর তাহলে তোমরা তাঁরই উপর ভরসা কর।" তখন তারা বললো, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করোনা।" তোমার অনুগ্রহে আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দান কর।" ফির'আওন বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করতে নিষেধ করতো। তাই সে কাউকে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করতে ও নামায পড়তে দেখলে ক্রুদ্ধ হয়ে যেত। সে আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মসজিদ তৈরী করতে বাধা দিত এবং আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র ইবাদত হতে দেখলে ক্ষীপ্ত হতো। ফির'আওন কত নির্বোধ! যমীনতো আল্লাহ্‌র, ফির'আওনের নয়।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র ই'বাদত করতে বাধা দেয় তার চেয়ে বড় যালিম আর কে?! আল্লাহ্‌র যমীনে যে আত্ম পূজার দা'ওয়াত দেয় তার চেয়ে বড় অবিচারী আর কে?! কিন্তু মানুষকে নিজ বাড়িতে যা খুশী তা করা থেকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ফির'আওনের ছিলনা। তাই আল্লাহ্ তায়ালা মূসা (আঃ) এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে আদেশ করলেন "তোমরা তোমাদের বাড়ি ঘরকে 'ইবাদত খানা বানিয়ে নামায আদায় কর।" ফির'আওন ও তার পুলিশ বাহিনী বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত থেকে বিরত রাখতে পারলোনা। বান্দা ও তার প্রভুর মাঝে কে প্রতি বন্ধক হবে? মুসলমান ও আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের মাঝে কে অন্তরায় হবে?

(إِعْرَابُ الْكَلَامِ)

(قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا)

(قَالُوا) ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে قَوْل, (أُوذِي) ফে'য়েলে মাজহুল, (نَا) নায়েবুল ফা'য়েল, (مِنْ) অতিরিক্ত অব্যয়, (قَبْل) মুজাফ, (تَأْتِيَنَا) ফে'য়েল-ফা'য়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলা হয়ে أَنْ দ্বারা মাছদার হয়ে মুজাফ ইলাইহ, মুজাফ-মুজাফ ইলাইহি মিলে মাতুফুন 'আলাইহি, (و) হরফে 'আতফ (مِنْ) অতিরিক্ত হরফ, (بَعْد) মুজাফ, (جِئْتَنَا) ফে'য়েল ফা'য়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে (مَا) দ্বারা মাছদার হয়ে মুজাফ ইলাইহ, উভয় মিলে মা'তুফ, তারপর মা'তুফ ও মাতুফুন আলাইহি মিলে مَفْعُوْل فِيْه হয়েছে।।

পরিশেষে ফে'য়েল ফা'য়েল ও উভয় মুতা'য়াল্লেক মিলে জুমলা হয়ে مَقُوْلُ الْقَوْلِ হয়েছে।

(حَقًّا - حَمْدًا) মছদার حَقَّ ফে'য়েলে মাহযূফ থেকে মাফ'উলে মুতলাক হয়েছে। যথা أُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا

অনুরূপভাবে। حَمْدًا মাছদারটি أَحْمَدُ ফে'য়েলে মাহযূফ থেকে মাফ'উলে মুতলাক হয়েছে। যথা, حَمْدًا لِلّٰهِ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا فَعَلَ النَّاسُ لَمَّا عَلِمُوا عَدَاوَةَ فِرْعَوْنَ لِبَنِىْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٢) بِمَ تَقَرَّبَ النَّاسُ إِلٰى فِرْعَوْنَ؟

(٣) كَيْفَ كَانَتْ أَحْوَالُ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٤) بِمَ أَوْصٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمَهُ؟

(٥) مَاذَا قَالَ مُوْسٰى لِيُسَلِّيَ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٦) مَاذَا قَالَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ بَعْدَ أَنْ سَئِمُوا الْمِحْنَةَ وَالْأَذٰى؟

(٧) هَلْ جَزِعَ مُوْسٰى وَأَيِسَ كَمَا جَزِعَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ وَأَيِسُوْا؟

(٨) مَاذَا قَالَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ يُخَاطِبُ قَوْمَهُ؟

(٩) عَلٰى مَنْ يَتَوَكَّلُ الْمُسْلِمُ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ؟

(١٠) مَاذَا أَجَابَ الْقَوْمُ لَمَّا أَمَرَهُمْ مُوْسٰى بِالتَّوَكُّلِ عَلَى اللّٰهِ؟

(١١) مِمَّ كَانَ يَمْنَعُ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ؟

(١٢) مَاذَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ عِنْدَ مَا رَأٰى أَحَدًا يَعْبُدُ اللّٰهَ؟

(١٣) مَاذَا أَمَرَ اللّٰهُ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ مُوْسٰى؟

(١٤) أَاِسْتَطَاعَ فِرْعَوْنُ وَشُرْطَتُهُ أَنْ يَّمْنَعُوْا بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِمْ؟

(١٥) أَيُمْكِنُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُوْلَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَرَبِّهِ وَبَيْنَ الْخَالِقِ وَخَلْقِهِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৩১)

مَجَاعَةٌ ব-ব مَجَاعَاتٌ - অনশন, দুর্ভিক্ষ। إِسْرَافًا (الْمَالُ)– অপচয় করা। (فِىْ شَيْءٍ) - মাত্রাতিরিক্ত করা। عِنَادًا - এক গুয়েমি করা। تَنْبِيْهًا - সতর্ক করা। تَنَبُّهًا - সতর্ক হওয়া। إِخْصَابًا (الْمَكَانُ) - উর্বর হওয়া। خَيْرَةٌ ব-ব خَيْرَاتٌ -

সৎকর্ম। خَيْرَاتُ الْبِلَادِ - দেশের সম্পদরাজি। حَبٌّ ব-ব حُبُوْبٌ - শস্যবীজ, দানা। حَبُّ الشَّبَابِ - ব্রণ, عَهْدٌ ব-ব عُهُوْدٌ যুগ। إِنْجَادًا - সাহায্য করা। إِرْوَاءً - তৃপ্ত করা। رِيًّا (س) তৃপ্ত হওয়া। نَبْعًا - (ف) বেগে উৎসারিত হওয়া। مَنْبَعٌ ব-ব مَنَابِعُ - উৎস। غَنِيَ (عَنْ - س) - অভাব মুক্ত হওয়া। بَسْطًا (ن) - বিস্তৃত করা। قَدْرًا (ض) (الرِّزْقَ) - সংকোচিত করা। فَيَضَانًا (ض) - উপচে পড়া। فَيَضَانٌ ব-ব فَيَضَانَاتٌ - প্লাবন غَيْضًا (ض) শুকিয়ে যাওয়া। شُؤْم - অশুভতা। مَشْؤُوْمٌ - অশুভ। نَظْرَةٌ مَشْئُوْمَةٌ - অশুভ দৃষ্টি। اَلْكَلَامُ لَا يَنُوْبُ عَنِ الطَّعَامِ - শুধু কথায় চিড়া ভিজেনা। عِبَرٌ ج عِبْرَةٌ শিক্ষা, উপদেশ। ذات عبرة শিক্ষনীয়।

اَلْمَجَاعَاتُ

وَلَمَّا طَغٰى فِرْعَوْنُ وَأَسْرَفَ فِى الْغَفْلَةِ وَالْعِنَادِ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُنَبِّهَهُ - إِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ! إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ! وَكَانَ فِرْعَوْنُ بَلِيْدًا جِدًّا، ضَاعَتْ فِيْهِ الْحِكْمَةُ وَالْمَوْعِظَةُ - وَالْحِمَارُ لَا يَتَنَبَّهُ حَتّٰى يُضْرَبَ! فَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُنَبِّهَهُ! وَمِصْرُ بِلَادٌ مُخْصِبَةٌ خَضْرَاءُ، بِلَادُ الْخَيْرَاتِ وَالْأَثْمَارِ وَبِلَادُ الْحُبُوْبِ - وَقَدْ عَلِمْتُمْ كَيْفَ أَنْجَدَتْ مِصْرُ بِلَادًا بَعِيْدَةً أَيَّامَ الْمَجَاعَةِ فِىْ عَهْدِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَكَيْفَ أَنْجَدَتْ مِصْرُ أَهْلَ الشَّامِ وَأَهْلَ كَنْعَانَ! وَالنِّيْلُ هُوَ الَّذِىْ يَرْوِىْ أَرْضَ مِصْرَ وَيَسْقِىْ زُرُوْعَهُمْ وَهُوَ مَنْبَعُ السَّعَادَةِ وَالْخَيْرِ فِىْ مِصْرَ -

وَكَانَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُ مِصْرَ يَظُنُّوْنَ أَنَّ النِّيْلَ هُوَ مِفْتَاحُ الرِّزْقِ - وَأَنَّ مِصْرَ غَنِيَّةٌ بِالنِّيْلِ عَنِ الْمَطَرِ وَعَنْ كُلِّ شَىْءٍ وَلَا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الرِّزْقِ- وَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ - وَأَنَّ النِّيْلَ يَجْرِىْ بِأَمْرِهِ وَيَفِيْضُ بِأَمْرِهِ - وَأَمَرَ اللّٰهُ النِّيْلَ فَغَاضَ مَاؤُهُ وَذَهَبَ فِى الْأَرْضِ - فَمَاذَا يَرْوِىْ زُرُوْعَ أَهْلِ

مِصْرَ؟! نَقَصَتْ ثَمَرَاتُهُمْ وَنَقَصَتْ حُبُوْبُهُمْ وَكَانَتْ مَجَاعَةٌ بَعْدَ مَجَاعَةٍ! وَعَجَزَ فِرْعَوْنُ وَعَجَزَ هَامَانُ وَعَجَزَتْ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ عَنْ كُلِّ حِيْلَةٍ - هُنَالِكَ عَلِمَ أَهْلُ مِصْرَ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَيْسَ رَبَّهُمْ، وَأَنَّ الرِّزْقَ بِيَدِ اللّٰهِ! وَلٰكِنَّ ذٰلِكَ لَمْ يَنْفَعْ فِرْعَوْنَ، وَلَمْ يَنْفَعْ أَهْلَ مِصْرَ وَلَمْ يُنَبِّهْهُمْ! وَحَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِظَةِ وَالْعِبْرَةِ - قَالُوْا هٰذِهِ الْمَجَاعَاتُ وَهٰذِهِ السِّنُوْنُ مِنْ شُؤْمِ مُوْسٰى وَقَوْمِهِ! يَالَلْعَجَبِ ! أَلَمْ يَكُنْ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ! أَلَمْ يَكُنْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ مُنْذُ زَمَنٍ بَعِيْدٍ؟! بَلْ ذٰلِكَ مِنْ شُؤْمِ أَعْمَالِهِمْ!! بَلْ ذٰلِكَ مِنْ شُؤْمِ كُفْرِهِمْ! وَعَانَدَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَقَالُوْا إِنَّا لَا نَخْضَعُ لِهٰذَا السِّحْرِ "وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ-

ভীষণ দুর্ভিক্ষ

ফির'আওন যখন অবাধ্য হলো এবং উদাসীনতা ও হঠকারিতায় সীমা লঙ্ঘন করলো, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে সতর্ক করতে চাইলেন। কেননা আল্লাহ্ তাঁর বান্দার কুফরিতে সন্তুষ্ট নন। তিনি পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা পছন্দ করেননা। সে ছিল খুবই নির্বোধ। সকল উপদেশ ও প্রজ্ঞা তার ক্ষেত্রে বৃথা গেল। অবশ্য গাধা মার না খাওয়া পর্যন্ত সতর্ক হয়না। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে সতর্ক করতে চাইলেন। মিসর খাদ্য-শস্য ও ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ সবুজ শ্যামল উর্বর দেশ। তোমাদের নিশ্চয় জানা আছে, ইউসুফ (আঃ) এর শাসন কালে মিসর কিভাবে দূরবর্তী দেশ গুলোকে সাহায্য করেছিল এবং কিভাবে সিরিয়া ও কেনানবাসীকে মদদ যুগিয়েছিল। নীলনদ মিসরের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের উৎস। নীলনদই মিসর ভূমি সিঞ্চিত করে এবং ফসলাদিতে সেচ সরবরাহ করে। ফির'আওন ও সকল মিসরবাসী মনে করতো, নীলনদই তাদের রিযিকের চাবিকাঠি এবং নীলনদের কারণেই মিসর বৃষ্টি ও অন্য সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। তাদের জানা ছিলনা যে, রিযিকের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ্র নিকট। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক সম্প্রসারিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা রিযিক সংকুচিত করেন। আর নীলনদও তাঁরই হুকুমে প্রবাহিত হয়।

আল্লাহ্ নীলনদকে আদেশ করলেন। ফলে পানি পাতালে চলে গেল। এখন মিসরবাসীর ভূমিতে কে সেচ দিবে? তাদের ফলমূল ও খাদ্যশষ্য কমতে লাগল।

ফলে চরম দুর্ভিক্ষ নেমে এলো। ফির'আওন, হামান ও তাদের পুলিশ বাহিনী যাবতীয় কলা কৌশল অবলম্বন করেও ব্যর্থ হলো। তখন মিসরবাসী বুঝতে পারলো, ফির'আওন তাদের রিযিক দাতা নয়, বরং রিযিক আল্লাহ্‌র হাতে। কিন্তু এসব কিছু ফির'আওন ও মিসরবাসীর কোন উপকারে আসলোনা এবং তারা সতর্ক হলোনা। শয়তান তাদের উপদেশ গ্রহণের মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। ফলে তারা বললো, এই দীর্ঘ আকাল মূসা ও তার অনুসারীদের অশুভতারই ফল। কী আশ্চর্য! মূসা কি ইতিপূর্বে ছিলনা? বনী ইসরাঈল কি দীর্ঘকাল যাবত ছিলনা? বরং এসব তাদের অপকর্ম ও কুফরির কুফল। কিন্তু ফির'আওন ও তার সম্প্রদায় জেদ করে বললো, আমরা এই যাদুর সামনে মাথানত করবোনা। "তারা বললো, আমাদের কাবু করার জন্য তুমি যত নিদর্শনই আন না কেন, আমরা তোমার প্রতি কিছুতেই ঈমান আনবোনা।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ)

(واو) হরফে 'আত্‌ফ, (قَالُوا) ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে قول (مَهْمَا) ইসমে শর্ত, (تَأْتِ) ফে'য়েল-ফা'য়েল (نَا) মাফ'উলে বিহী, (ه) জুলহাল (مِنْ آيَةٍ) الكَائِنُ। শিবহুল ফে'য়েলের সাথে متعلق হয়ে হাল, তারপর উভয় মিলে মাজরূর, (ل) হরফে জর, (تَسْحَرُ) ফে'য়েল-ফা'য়েল (نَا) মাফ'উলে বিহী, (بِهَا) নিকটবর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক। সবগুলো মিলে জুমলা হয়ে أَنْ দ্বারা মাছদার হয়ে মাজরূর হয়েছে। জার-মাজরূর মিলে তৃতীয় মুতা'য়াল্লিক, তারপর ফে'য়েল-ফা'য়েল, মাফ'উলে বিহী ও উভয় মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলা হয়ে شرط, (ف) জাযাইয়্যাহ, (مَا) لَيْسَ -র সদৃশ অব্যয়, (نَحْنُ) তার ইসম, (لَكَ) পরবর্তী শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে খবর। অবশেষে ما তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে جَوَابُ الشَّرْطِ হয়েছে। শর্ত ও জাওয়াবুশ শর্ত মিলে জুমলায়ে শরতিয়া হয়ে مَقُولُ الْقَوْلِ হয়েছে।

(خَاصَّةً) শব্দটি বাক্যের মাঝে উহ্য ফে'য়েল থেকে মাফ'উলে মুতলাক হয়। যথা أُحِبُّ الْعُلَمَاءَ الإِسْلَامِيَّةَ خَاصَّةً উক্ত বাক্যে خَاصَّةً শব্দটি উহ্য أَخُصُّ ফে'য়েল থেকে মাফ'উলে মুতলাক হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَّفْعَلَ لَمَّا طَغٰى فِرْعَوْنُ وَأَسْرَفَ؟

(٢) فِيْمَ طَغٰى فِرْعَوْنُ وَأَسْرَفَ؟

(٣) مَتٰى أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُّنَبِّهَ فِرْعَوْنَ؟

(٤) لِمَ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يُّنَبِّهَ فِرْعَوْنَ؟

(٥) أَنَفَعَتْ فِرْعَوْنَ حِكْمَةُ مُوْسٰى وَمَوْعِظَتُهُ؟

(٦) أَتَنَبَّهَ فِرْعَوْنُ بِقَوْلِ مُوْسٰى وَمَوْعِظَتِهٖ؟

(٧) مَا يَرْوِيْ أَرْضَ مِصْرَ وَمَا يَسْقِيْ زُرُوْعَهُمْ؟

(٨) مَا هُوَ مَنْبَعُ السَّعَادَةِ وَالْخَيْرِ فِيْ مِصْرَ؟

(٩) كَيْفَ أَصْبَحَ النِّيْلُ مَنْبَعَ السَّعَادَةِ وَالْخَيْرِ لِأَهْلِ مِصْرَ؟

(١٠) مَاذَا كَانَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُ مِصْرَ يَظُنُّوْنَ بِالنِّيْلِ؟

(١١) أَمَرَ اللّٰهُ النِّيْلَ أَنْ لَا يَفِيْضَ فَمَاذَا حَدَثَ؟

(١٢) كَيْفَ عَلِمَ أَهْلُ مِصْرَ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَيْسَ بِرَبِّهِمْ وَأَنَّ الرِّزْقَ بِيَدِ اللّٰهِ؟

(١٣) أَتَنَبَّهَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُ مِصْرَ بَعْدَ هٰذِهِ الْحَادِثَةِ الْمُؤْلِمَةِ؟

(١٤) مَاذَا قَالَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُ مِصْرَ مُعَانِدِيْنَ؟

(١٥) أَتَعْرِفُ يَا أَخِيْ: أَيْنَ يَقَعُ نَهْرُ النِّيْلِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৩২)

آيَةٌ ব-ব آيَاتٌ - নিদর্শন, চিহ্ন। إِمْطَارًا (السَّمَاءُ) বৃষ্টি বর্ষণ করা। تَلَفًا (س) - নষ্ট হওয়া। إِتْلَافًا - নষ্ট করা। جَرَادٌ - ফড়িং, পঙ্গপাল। جَرَادُ الْبَحْرِ - বাগদা চিংড়ি। اِعْتِبَارًا - বিবেচনা করা, শিক্ষা গ্রহণ করা। اِعْتِبَارًا مِنْ - শুরু করে। عِبْرَةٌ ব-ব عِبَرٌ - দৃষ্টান্ত, শিক্ষা। إِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِلْخَوَاتِمِ - শেষ ফল বিবেচ্য। قُمَّلٌ - উকুন। قَمَلًا (س) উকুনে ভরে যাওয়া। تَسَلُّطًا - প্রভাব বিস্তার করা। تَسْلِيْطًا - ক্ষমতা প্রদান করা। قَصْعًا (ف) اَلْقُمَّلَ - উকুন মারা। ضِفْدَعٌ ব-ব ضَفَادِعُ - ব্যাঙ। تَنَغُّصًا (اَلْعَيْشُ) - জীবন তিক্ত ও নিরানন্দ হওয়া। فُشُوًّا (ن) - প্রসারিত হওয়া। إِفْشَاءٌ প্রসারিত করা। যথা। أَفْشُوا السَّلَامَ - সালামের প্রসার করো। نَقِيْقًا (ض) - আওয়ায দেওয়া, ডাকা। نَقَّتْ ضَفَادِعُ بَطْنِيْ - আমার ক্ষুধা লেগেছে। وُثُوْبًا (ض) - লাফ দেওয়া।

قَفَزًا (ض) - লাফানো। رَعَفًا (س) (الدَّمُ) - নাক থেকে রক্ত ঝরা। رُعَافٌ - নাক থেকে নির্গত রক্ত। عِلَاجًا - চিকিৎসা করা। بَلَاءٌ - পরীক্ষা, ভীষণ দুঃখ। نَكْثًا (الْعَهْدَ– ن) - অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। اِسْتِكْبَارًا - অহংকার করা।

خَمْسُ آيَاتٍ

وَبَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ آيَةً أُخْرٰى أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمْطَارَ ، فَفَاضَ النِّيلُ وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ حَتّٰى غَرِقَتِ الزُّرُوعُ وَالْحُقُولُ ، وَتَلِفَتِ الْحُبُوبُ وَالثِّمَارُ وَعَادَ الْمَطَرُ عَلَيْهِمْ وَبَالًا ، وَبَيْنَمَا هُمْ يَشْكُونَ قِلَّةَ الْمَاءِ إِذَا هُمْ يَشْكُونَ كَثْرَةَ الْمِيَاهِ ثُمَّ أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ يَأْكُلُ الزُّرُوعَ وَالْحُقُولَ وَيَقَعُ عَلَى الْأَشْجَارِ فَلَا يَذَرُ مِنْهَا شَيْئًا وَعَجَزَتْ جُنُودُ فِرْعَوْنَ وَشُرْطَتُهُ عَنْ قِتَالِ جُنْدِ اللّٰهِ وَكَيْفَ يُقَاتِلُونَهُ وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ السُّيُوفُ وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ السِّهَامُ هُنَالِكَ عَلِمَ أَهْلُ مِصْرَ ضُعْفَ فِرْعَوْنَ ، وَعَجْزَ هَامَانَ ، وَقِلَّةَ حِيلَةِ الشُّرْطَةِ وَلٰكِنَّهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا وَلٰكِنَّهُمْ لَمْ يَتَنَبَّهُوا فَبَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ جُنْدًا آخَرَ ، ذٰلِكَ هُوَ الْقُمَّلُ - وَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْقُمَّلُ ، فَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ ! اَلْقُمَّلُ فِي الْفِرَاشِ ، وَالْقُمَّلُ فِي الثِّيَابِ وَالْقُمَّلُ فِي الرَّأْسِ ، وَالْقُمَّلُ فِي الشَّعْرِ فَطَارَ نَوْمُهُمْ وَبَاتُوا يَقُصُّونَ الْقُمَّلَ وَيَسُبُّونَهُ ، حَتّٰى يُصْبِحُوا وَكَيْفَ يُقَاتِلُونَهُ وَالْقُمَّلُ لَا تَعْمَلُ فِيهِ السُّيُوفُ وَلَا تَعْمَلُ فِيهِ السِّهَامُ وَلَا يُنْجِدُهُمْ فِي ذٰلِكَ جُنُودُهُمْ وَشُرْطَتُهُمْ ثُمَّ بَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الضَّفَادِعَ ، فَفِي الطَّعَامِ ضَفَادِعُ وَفِي الشَّرَابِ ضَفَادِعُ وَبَيْنَ مَلَابِسِهِمْ ضَفَادِعُ وَسَئِمُوا هٰذِهِ الضَّفَادِعَ وَتَنَغَّصَ عَيْشُهُمْ وَانْتَشَرَتِ الضَّفَادِعُ وَفَشَتْ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْبَيْتِ ، تِلْكَ تَنِقُّ وَهٰذِهِ تَثِبُ هُنَا وَتِلْكَ تَقْفِزُ هُنَاكَ ، وَلَا يَقْتُلُونَ وَاحِدَةً إِلَّا وَتَأْتِي عَشْرٌ وَلَا يُخْرِجُونَ

وَاحِدَةً إِلَّا وَتَظْهَرُ خَمْسٌ كَأَنَّهَا تُوَلَّدُ فِى الْبَيْتِ - عَجَزَتِ الْحُرَّاسُ وَعَجَزَتِ الشُّرْطَةُ عَنِ الضَّفَادِعِ وَبَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ آيَةً خَامِسَةً ذٰلِكَ هُوَ الدَّمُ - فَسَالَ الرُّعَافُ مِنْ آنَافِهِمْ وَضَعُفُوْا وَتَعِبُوْا جِدًّا وَعَجَزَالْأَطِبَّاءُ عَنِ الْعِلَاجِ وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ دَوَاءٌ وَكُلَّمَا رَأَوْا آيَةً قَالُوْا لِمُوْسٰى أُدْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يَكْشِفَ عَنَّا هٰذَا الْبَلَاءَ وَنَتُوْبُ وَنُؤْمِنُ وَنُرْسِلُ مَعَكَ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ . فَلَمَّا كَشَفَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الْبَلَاءَ نَكَثُوْا عَهْدَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُجْرِمِيْنَ -

পাঁচটি নিদর্শন

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট আরেকটি নিদর্শন পাঠালেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। ফলে নীলনদ প্রবাহিত হলো। আকাশ অবিরাম বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলো। ফলে তাদের শস্যক্ষেত ডুবে গেল এবং শস্য-বীজ ও ফল-ফসল নষ্ট হয়ে গেল। মোটকথা' বৃষ্টি তাদের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ালো। ইতিপূর্বে তারা অনাবৃষ্টির অভিযোগ করেছিল, আর এখন অতিবৃষ্টির অভিযোগ করছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট পঙ্গপাল পাঠালেন। এরা ফসলাদি খেয়ে সাবাড় করে দিল এবং গাছগাছালি সব নষ্ট করে ফেললো। ফির'আওন ও তার পুলিশ বাহিনী আল্লাহ্র সৈন্যদের সাথে মোকাবেলা করতে অক্ষম হলো। কিভাবে মোকাবেলা করবে? তাদের তীর তরবারী যে তাতে কোন কাজ করেনা। আর তখনই মিসরবাসী ফির'আওনের দুর্বলতা, হামানের অক্ষমতা এবং পুলিশ বাহিনীর কৌশলের অপ্রতুলতা আঁচ করতে পারলো। কিন্তু তবুও তারা শিক্ষাগ্রহণ করলোনা এবং সতর্ক হলোনা। তখন আল্লাহ্ তা'আলা অপর এক বাহিনী পাঠালেন। তাহলো উকুন। তাদের মাঝে উকুন ছেয়ে গেল। (আল্লাহ্ মা'ফ করুন) বিছানায় উকুন, কাপড়ে উকুন, মাথায় উকুন, সর্বত্র উকুন আর উকুন। ফলে তাদের ঘুম বিদায় নিল। সারা রাত্রি উকুন মারতে মারতে ও উকুনের গুষ্টিকে গালি গালাজ করতে করতে কাটিয়ে দিত। কিভাবে উকুন নিধন করবে? সেখানেতো তীর তরবারি কোন কাজ করেনা। তাছাড়া এ ব্যাপারে সৈন্যবাহিনীও তাদেরকে কোন সহযোগিতা করতে পারছিলনা।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাঙ পাঠালেন। খাবারে ব্যাঙ, পানিতে ব্যাঙ, কাপড়ে ব্যাঙ, সব কিছুতে শুধু ব্যাঙ আর ব্যাঙ। ব্যাঙের জ্বালায় তারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়লো এবং তাদের জীবন যাপন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। বাড়ি-ঘরের সর্বত্র ব্যাঙ ছড়িয়ে পড়লো। ওটা ডাক দেয়, এটা ওদিক লাফ দেয়, ওটা সেদিক লাফ

দেয়। একটা না মারতেই দশটা এসে হাজির হয়। একটা না তাড়াতেই পাঁচটা দেখা দেয়। ঘরেই যেন এদের জন্ম। প্রহরী ও পুলিশ বাহিনী ব্যাঙ প্রতিরোধে অপারক হলো। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পঞ্চম আরেকটি নিদর্শন পাঠালেন। তাহলো রক্ত। নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করলো। ফলে তারা দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়লো। ডাক্তারগণ চিকিৎসায় ব্যর্থ হলো। কোন ঔষধই কার্যকর হলনা। যখনই তারা কোন নিদর্শন দেখতো তখন মূসাকে বলতো, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট দো'য়া করো, তিনি যেন আমাদের উপর থেকে এই বিপদ দূর করে দেন। তাহলে আমরা তওবা করে ঈমান আনবো এবং তোমার সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু যখনই আল্লাহ্ তা'আলা বিপদ দূর করতেন তখনই তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো।" "ফলে আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু তবুও তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল। আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়"।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَبَيْنَمَا هُمْ يَشْكُوْنَ قِلَّةَ الْمَاءِ إِذَا هُمْ يَشْكُوْنَ كَثْرَةَ الْمِيَاهِ)

(بَيْنَ) মুজাফ, (مَا) অতিরিক্ত অব্যয়, (وَقْت) মুজাফ ইলাইহ উহ্য রয়েছে। উভয় মিলে পরবর্তী ফে'য়েলের মাফ'উলে ফীহি, (هُمْ) মুবতাদা, (يَشْكُوْنَ) ফে'য়েল-ফা'য়েল (قِلَّةَ الْمَاءِ) মাফ'উলে বিহী, অতঃপর সবগুলো মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়ে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসলামিয়া। (إِذَا) - حَرْف مُفَاجَأَة - (هُمْ) মুবতাদা, (يَشْكُوْنَ) ফে'য়েল-ফা'য়েল, (كَثْرَةَ الْمِيَاهِ) মাফ'উলে বিহী। অতঃপর সবগুলো মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়ে খবর, পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা।

(خِلَافًا) শব্দটি বাক্যে উহ্য خَالِفَ ফে'য়েল থেকে মাফ'উলে মুতলাক হয়। যথা خِلَافًا لِأَبِي يُوْسُفَ মূলত ছিল خَالَفَ أَبُوْ يُوْسُفَ خِلَافًا

(خَشْيَةً) শব্দটি বাক্যে مَفْعُوْل لِأَجْلِهِ হয়ে থাকে। যথা يَجْتَنِبُ الْمُسْلِمُ الْخَمْرَ خَشْيَةَ اللّٰهِ এ বাক্যে خَشْيَةَ اللّٰهِ মুরাক্কাবে ইজাফী হয়ে مَفْعُوْل لِأَجْلِهِ হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) اُذْكُرِ الْآيَةَ الْأُوْلَى الَّتِيْ بَعَثَهَا اللّٰهُ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ؟

(٢) مَاذَا حَدَثَ لَمَّا أَرْسَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْأَمْطَارَ؟

(٣) كَيْفَ غَرِقَتِ الزُّرُوْعُ وَالْحُقُوْلُ وَكَيْفَ تَلِفَتِ الْحُبُوْبُ وَالثِّمَارُ؟

(٤) لِأَيِّ شَيْءٍ شَكَى النَّاسُ الْمِيَاهَ مَعَ أَنَّهُمْ يَحْتَاجُوْنَ إِلَيْهَا؟

(٥) اُذْكُرِ الآيَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِى أَرْسَلَهَا اللّٰهُ عَلٰى أَهْلِ مِصْرَ

(٦) مَاذَا حَدَثَ لَمَّا أَرْسَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ؟

(٧) أَاسْتَطَاعَ جُنُوْدُ فِرْعَوْنَ أَنْ يُّقَاتِلُوْا جُنْدَ اللّٰهِ؟

(٨) لِمَاذَا لَمْ يَسْتَطِعْ جُنُوْدُ فِرْعَوْنَ أَنْ يُّقَاتِلُوْا جُنْدَ اللّٰهِ؟

(٩) مَاذَا عَلِمَ أَهْلُ مِصْرَ مِنْ هٰذِهِ الْوَاقِعَةِ؟

(١٠) أَاعْتَبَرَ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهُ؟ أَتَنَبَّهَ فِرْعَوْنُ وَشُرْطَتُهُ؟

(١١) اُذْكُرِ الآيَةَ الثَّالِثَةَ الَّتِىْ أَرْسَلَهَا اللّٰهُ عَلٰى أَهْلِ مِصْرَ؟

(١٢) مَاذَا حَدَثَ لَمَّا تَسَلَّطَ الْقُمَّلُ عَلَى النَّاسِ؟

(١٣) اُذْكُرِ الآيَةَ الرَّابِعَةَ الَّتِىْ بَعَثَهَا اللّٰهُ عَلٰى أَهْلِ مِصْرَ؟

(١٤) مَاذَا حَدَثَ لَمَّا انْتَشَرَتِ الضَّفَادِعُ فِىْ أَنْحَاءِ الْبُيُوْتِ؟

(١٥) اُذْكُرِ الآيَةَ الْخَامِسَةَ الَّتِىْ أَنْزَلَهَا اللّٰهُ عَلٰى أَهْلِ مِصْرَ

(١٦) مَاذَا حَدَثَ لَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الدَّمَ؟

(١٧) أَتْلُ الآيَةَ الَّتِىْ تَشْمَلُ الآيَاتِ الْخَمْسَةَ

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৩৩)

- صُنُوْفٌ ব-ব - صِنْفٌ - উর্বর হওয়া। خَصْبًا (ض) - প্রকম্পিত হওয়া। تَزَلْزُلًا - প্রকার, রকম। هَوَان - লাঞ্ছনা, অপমান। إِسْرَاءٌ (بِه) - নৈশ ভ্রমণ করানো। نَحْوٌ ব-ব أَنْحَاءٌ - দিক, প্রকার, উদাহরণ। سِبْطٌ ব-ব - أَسْبَاطٌ - দৌহিত্র, গোত্র। وَاضِحٌ - স্পষ্ট। مَعْلُوْمٌ - পরিচিত, নির্দিষ্ট। جَوَازًا (ن – الْمَكَانَ) - অতিক্রম করা। تَلَاطُمًا – (الْمَوْجُ) ঢেউ একটার উপর অন্যটা আছড়ে পড়া। سَتْرًا (ن) - ঢাকা, লুকানো। سِتَارٌ ব-ব سِتْرٌ - ঝুলন্ত পর্দা। اِلْتِفَاتًا - তাকানো, ঘোরা। غُبَارٌ ব-ব أَغْبِرَةٌ - ধূলি, ধুলা। غُبُوْرًا (ن) - ধূলি বর্ণ হওয়া। سُطُوْعًا (ف) (الْغُبَارُ) - ছড়িয়ে যাওয়া। سَدًّا - (ن) বন্ধ করা। اِنْسِدَادًا - বন্ধ হওয়া। أُفُقٌ ব-ব آفَاقٌ - দিগন্ত। إِنْكَارًا - অপসন্দ করা। تَدْبِيْرًا - আয়োজন করা- تَدَبُّرًا চিন্তা করা। شَطٌّ ব-ব شُطُوْطٌ তীর, উপকূল। حَقًّا (ض) অপরিহার্য হওয়া। رَسْوًا (ن) স্থির হওয়া, দৃঢ় হওয়া। اِنْفَلَقَ বিদীর্ণ হওয়া। خُفُوْتًا (ن) ক্ষীণ হওয়া। جَلَالٌ মহিমা। زَيْغًا (ض) দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে সরে যাওয়া।

اَلْخُرُوجُ

وَضَاقَتْ عَلٰى بَنِى إِسْرَائِيْلَ أَرْضُ مِصْرَ وَهِيَ وَاسِعَةٌ وَمَايَصْنَعُوْنَ بِخَصْبِ مِصْرَ وَخَيْرَاتِهَا وَهُمْ فِىْ سِجْنٍ يَذُوْقُوْنَ كُلَّ يَوْمٍ صُنُوْفًا مِنَ الْعَذَابِ وَالْهَوَانِ ؟ إِلٰى مَتٰى يَصْبِرُوْنَ ؟ أَلَيْسُوْابَنِى آدَمَ يَشْعُرُوْنَ بِالأَذٰى وَالأَلَمِ؟ أَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى مُوْسٰى أَنْ يُسْرِىَ بِبَنِى إِسْرَائِيْلَ لَيْلًا وَيَخْرُجَ بِهِمْ مِنْ مِصْرَ - وَأَحَسَّ بِذَالِكَ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ وَلَهُمْ عُيُوْنُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ وَأَخْبَرُوْا بِذَالِكَ فِرْعَوْنَ - سَارَ مُوْسٰى بِبَنِى إِسْرَائِيْلَ فِى اللَّيْلِ نَحْوَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَهُمْ إِثْنَا عَشَرَ سِبْطًا كُلُّ سِبْطٍ عَلَيْهِ أَمِيْرٌ - وَالطَّرِيْقُ إِلٰى الشَّامِ طَرِيْقٌ وَاضِحٌ مَعْلُوْمٌ بَرٌّ يَصِلُ بَيْنَ الْبَرَّيْنِ وَقَدْ جَازَهُ مُوْسٰى مَرَّتَيْنِ - وَلٰكِنَّ مُوْسٰى أَرَادَ أَمْرًا وَأَرَادَ اللّٰهُ أَمْرًا وَكَانَ مَاأَرَادَهُ اللّٰهُ - أَخْطَأَ مُوْسٰى الطَّرِيْقَ ، وَحَيْثُ أَخْطَأَ مُوْسٰى أَصَابَ الْقَدَرُ ، ظَنَّ مُوْسٰى أَنَّهُ يَسِيْرُ بِبَنِى إِسْرَائِيْلَ إِلٰى جَانِبِ الشِّمَالِ فَإِذَا بِهِ قَدْ سَارَ بِهِمْ فِىْ ظَلَامِ اللَّيْلِ إِلٰى جَانِبِ الشَّرْقِ وَإِذَا بِهِمْ أَمَامَ الْبَحْرِ الأَحْمَرِ تَتَلَاطَمُ أَمْوَاجُهُ - يَاحَافِظُ ! يَاسَاتِرُ! أَيْنَ نَحْنُ؟ كَانَ الْجَوَابُ إِنَّنَا أَمَامَ الْبَحْرِ وَالْتَفَتُوْ إِلٰى الْوَرَاءِ فَإِذَا بِغُبَارٍ سَاطِعٍ !وَإِذَا بِجُنْدٍ عَظِيْمٍ قَدْ سَدَّ الأُفُقَ هُنَالِكَ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ يَاابْنَ عِمْرَانَ ! مَاذَا أَنْكَرْتَ مِنَّا حَتّٰى دَبَّرْتَ قَتْلَنَا! وَجِئْتَ بِنَا إِلٰى شَطِّ الْبَحْرِ لِيَقْتُلَنَا فِرْعَوْنُ قَتْلَ الْفِيْرَانِ حَيْثُ لَافِرَارَ وَلَانَجَاةَ - لَانَذْكُرُ إِلَيْكَ سُوْءًا فَلِمَاذَا هٰذَا الْاِنْتِقَامُ ؟

أَلَمْ يَكْفِكَ مَا أَصَابَنَا مِنَ الْجُهْدِ وَالْبَلَاءِ لِأَجْلِكَ حَتّٰى جِئْتَ بِنَا إِلٰى هُنَا ؟ هَا هُوَ الْبَحْرُ أَمَامَنَا وَهَا هُوَ الْعَدُوُّ وَرَاءَنَا وَلَيْسَ لَنَا

إِلَّا الْمَوْتُ ! هُنَالِكَ أَظْلَمَتِ الدُّنْيَا فِي عُيُونِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَاسْتَوْلَى الْيَأْسُ ثُمَّ خَفَتَتِ الْأَصْوَاتُ - هُنَالِكَ تَزَلْزَلَ كُلُّ أَحَدٍ وَحُقَّ لِلْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ أَنْ تَتَزَلْزَلَ - وَلٰكِنَّ إِيْمَانَ مُوْسٰى بِرَبِّهٖ لَمْ يَتَزَلْزَلْ وَسَمِعَ النَّاسُ صَوْتًا فِيهِ جَلَالُ النُّبُوَّةِ كَلَّا "إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ" - وَأَمَرَ اللّٰهُ مُوْسٰى أَنْ يَّضْرِبَ بِعَصَاهُ الْبَحْرَ ، فَضَرَبَ فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ وَقَامَ الْمَاءُ عَلٰى كُلِّ جَانِبٍ كَالْجَبَلِ - وَإِذَا اِثْنَا عَشَرَ طَرِيْقًا لِاثْنَيْ عَشَرَ سِبْطًا لِكُلِّ سِبْطٍ طَرِيْقٌ - وَسَارَ الْقَوْمُ آمِنِيْنَ وَوَصَلُوْا إِلٰى بَرِّ الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ -

মিসর ত্যাগ

প্রশস্ত মিসর ভূমি বনী ইসরাঈলের জন্য সংকোচিত হয়ে গেল। তারা কারারুদ্ধ অবস্থায় প্রতিদিন বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করছে, সুতরাং তারা মিসরের উর্বর ভূমি ও ধন-সম্পদ দিয়ে কী করবে?! আর কতকাল ধৈর্য ধারণ করে থাকবে? তারা কি দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি সম্পন্ন আদম সন্তান নয়?! আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আঃ) এর নিকট প্রত্যাদেশ পাঠালেন, যেন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাত্রি বেলা মিসর ত্যাগ করেন। ফির'আওনের শ্যেন দৃষ্টি সম্পন্ন পুলিশ বাহিনী তাদের পরিকল্পনা আঁচ করে ফির'আওনকে সংবাদ জানিয়ে দিল। মূসা (আঃ) বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে রাত্রি বেলা পবিত্র ভূমি অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তারা বারটি দলে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি দলে একজন করে আমীর ছিল। আর সিরিয়ার পথটি ছিল সুস্পষ্ট ও সুপরিচিত এবং দুই ভূভাগের মিলন স্থল। ইতিপূর্বে মূসা (আঃ) এই পথটি দুবার অতিক্রম করেছিলেন। কিন্তু মূসা (আঃ) এক রকম চেয়েছিলেন, আর আল্লাহ্ তা'আলা আরেক রকম ইচ্ছা করেছেন। অবশেষে আল্লাহ্র ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হলো। মূসা (আঃ) পথ ভুল করলেন। মূসা (আঃ) যেখানে ভুল করলেন তাকদীর সেখানে নির্ভুল হল। মূসা (আঃ) মনে করেছিলেন, তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে উত্তর দিকে চলছেন, কিন্তু হঠাৎ দেখেন যে, তিনি তাদের নিয়ে রাতের অন্ধকারে পূর্বদিকে চলে এসেছেন। আবার দেখা গেল, তিনি তাদেরকে নিয়ে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ লোহিত সাগরের পাড়ে এসে উপস্থিত। ইয়া হাফিজ! ইয়া ছাতির! আমরা কোথায়? জওয়াব এলো, আমরা লোহিত সাগরের সামনে। তখন তারা পেছনে তাকিয়ে দেখে ধুলা বালি উড়ছে এবং দিগন্ত জুড়ে এক বিশাল সৈন্য বাহিনী এগিয়ে আসছে। আর তখন শোরগোল ও সমালোচনা শুরু হলো। হে 'ইমরানের বেটা! তুমি আমাদের কী অপরাধ পেয়েছো, যার ফলে আমাদেরকে হত্যার পরিকল্পনা করেছ! এবং

আমাদেরকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে এসেছ, ফির'আওন আমাদেরকে ইঁদুরের ন্যায় ধ্বংস করার জন্য ? এখান থেকেতো পালানোর বা বাঁচার কোন উপায় নেই। তোমার সঙ্গে কোন অসদাচরণ করেছি বলেতো আমাদের মনে পড়েনা। তবুও কেন এই প্রতিশোধ গ্রহণ?

তোমার কারণে আমরা যে দুঃখ কষ্টের শিকার হয়েছি তাকি যথেষ্ট হয়নি, যার কারণে তুমি আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছো?! ঐ দেখ সমুদ্র আমাদের সামনে, শত্রু আমাদের পেছনে। অতএব মৃত্যু আমাদের অবধারিত। তখন বনী ইসরাঈলের চোখে সারা দুনিয়া অন্ধকার হয়ে এলো। তাদের চক্ষু বিস্ফারিত হলো, অন্তরে হতাশা ছেয়ে গেল এবং নীরবতা নেমে এলো। সকলে প্রকম্পিত হলো, আর অটল পাহাড়েরও প্রকম্পিত হওয়া অনিবার্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি মূসা (আঃ) এর ঈমান বিন্দুমাত্র ও টললোনা। হঠাৎ লোকেরা নবুওয়াতের মহিমা মন্ডিত একটি আওয়ায শুনতে পেল। কখনোনা! আমার প্রতি পালক আমার সঙ্গে রয়েছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। আল্লাহ্ মুসা (আঃ) কে তাঁর লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করতে বললেন। মূসা (আঃ) সমুদ্রে আঘাত করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পানি দুভাগ হয়ে চার পাশে পাহাড়ের মতো স্থির হয়ে গেল। হঠাৎ বারটি গোত্রের জন্য বারটি স্বতন্ত্র পথ হয়ে গেল। কওম নিরাপদে পার হয়ে শান্তি ও নিরাপদ ভূমিতে পৌঁছে গেলো।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ)

(كَلَّا) حَرْفُ الرَّدْعِ (إِنَّ) হরফে মুশাববাহ বিল ফে'য়েল, (مَعِيَ) মুরাক্কাবে ইজাফী হয়ে مَوْجُوْد শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে إِنَّ এর খবর, (رَبِّيْ) মুজাফ- মুজাফ ইলাইহ মিলে إِنَّ এর ইসম। পরিশেষে إِنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া। (س) حَرْفُ تَنْفِيْس (يَهْدِيْ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর ফা'য়েল, (نِ)- يَاءُ الْمُتَكَلِّمِ এর পরিবর্তে এসে মাফ'উলে বিহী। অতঃপর ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(وَلِلّٰهِ دَرُّ الْقَائِلِ) - (و) لِلتَّحْسِيْنِ (لِلّٰهِ) জর ও মাজরুর মিলে (مَوْجُوْدٌ) শিবহুল ফে'য়েল মাহযুফের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে খবর (دَرُّ) মুজাফ, (الْقَائِلِ) মুজাফ ইলাইহ, উভয় মিলে মুবতাদা। অবশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা।

(سِرًّا) শব্দটি مُسِرًّا এর অর্থে ব্যবহার হয় এবং বাক্যে حَال হয়। যেমন يَعْمَلُ الْعَامِلُ فِيْ مُخْتَبَرِهٖ سِرًّا উক্ত বাক্যে سِرًّا শব্দটি الْعَامِلُ থেকে حَال হয়েছে।

أجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) كَيْفَ ضَاقَتْ أَرْضُ مِصْرَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهِيَ بِلَادُ الْخَيْرَاتِ وَالْأَثْمَارِ؟

(٢) مَاذَا أَوْحَى اللّٰهُ إِلَى مُوْسٰى وَمَاذَا فَعَلَ مُوْسٰى؟

(٣) لِأَيِّ شَيْءٍ أَوْحَى اللّٰهُ إِلَى مُوْسٰى أَنْ يَسْرِيَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الشَّامِ؟

(٤) إِلَى أَيْنَ سَارَ مُوْسٰى بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَمْ سِبْطًا كَانَ مَعَهُ؟

(٥) كَيْفَ كَانَ الطَّرِيقُ إِلَى الشَّامِ؟ وَكَمْ مَرَّةً جَازَ مُوْسٰى ذٰلِكَ الطَّرِيقَ ؟

(٦) مَاذَا كَانَتْ إِرَادَةُ مُوْسٰى وَمَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ؟

(٧) كَيْفَ أَصْبَحَتْ أَحْوَالُ النَّاسِ حِيْنَ رَأَوْا أَمَامَهُمُ الْبَحْرَ الْأَحْمَرَ؟

(٨) أَتَزَلْزَلَ مُوْسٰى فِي تِلْكَ الْحَالَةِ كَمَا تَزَلْزَلَ الْقَوْمُ؟

(٩) مَاذَا رَأَى بَنُو إِسْرَائِيلَ بَعْدَ أَنِ الْتَفَتُوا إِلَى الْوَرَاءِ؟

(١٠) كَيْفَ كَانَتِ الدُّنْيَا فِي عُيُوْنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟

(١١) بِمَ أَمَرَ اللّٰهُ مُوْسٰى فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ؟

(١٢) مَاذَا حَدَثَ لَمَّا ضَرَبَ مُوْسٰى بِعَصَاهُ الْبَحْرَ؟

(١٣) كَمْ طَرِيقًا ظَهَرَ فِي الْبَحْرِ لَمَّا ضَرَبَ مُوْسٰى بِعَصَاهُ؟

(١٤) مَاذَا فَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ اثْنَا عَشَرَ طَرِيقًا؟

(١٥) هَلْ عَرَفْتَ يَا أَخِي أَنَّ الْمِيَاهَ تُطِيعُ أَمْرَ اللّٰهِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৩৪)

رَاسِيَةٌ ব-ব رَوَاسٍ - সুদৃঢ়। جَلَالٌ - মহিমা, বড়ত্ব। جَلَالَةُ الْمَلِكِ - মহামান্য রাজা, মহারাজ। مَأْسُورٌ - বন্দী। أَسْرًا (ض) বন্দী করা। ذَلِيلٌ ব-ব أَذِلَّاءُ - লাঞ্ছিত। عُرْضٌ ব-ব عِرَاضٌ – মধ্যভাগ, মাঝ। اِنْطِبَاقًا - বন্ধ হওয়া। (عَلَيْهِ) - যথাযথভাবে ফিট হওয়া। جِدٌّ - নদীর তীর, মারাত্মক অবস্থা। سَكْرَةٌ - মাতলামি। هَيْهَاتَ - অনেক দূরে, অসম্ভব। خَنْقًا (ن) - শ্বাস রোধ করা, গলাটিপে মারা। صَبْرًا (ض) - বন্দী করা। شَنْقًا (ن) - গলায় ফাঁস দেওয়া। مُوَاسَاةٌ - সমবেদনা প্রকাশ করা। قَذْفًا (ض) -নিক্ষেপ করা। قَذِيفَةٌ ব-ব قَذَائِفُ - ক্ষেপণাস্ত্র। قُنْبُلَةٌ ব-ব قَنَابِلُ -বোমা। تَخْلِيفًا - পিছনে ফেলা। ذِرَاعٌ ব-ব أَذْرُعٌ - হাত, গজ। فَكَاهَةٌ (س) - কৌতুক প্রিয় হওয়া فَكِهٌ ব-ব فَكِهُوْنَ - রসিকতাকারী। اِعْتِبَارًا শিক্ষা গ্রহণ করা। جُثَّةٌ ব-ব جُثَثٌ মৃতদেহ।

غَرَقُ فِرْعَوْنَ

وَرَأٰى فِرْعَوْنُ كَيْفَ سَارَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ وَعَبَرُوا الْبَحْرَ آمِنِيْنَ ۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِجُنُوْدِهٖ أُنْظُرُوْا إِلٰى الْبَحْرِ كَيْفَ انْفَلَقَ طَوْعًا لِأَمْرِيْ حَتّٰى آخُذَ هٰؤُلَاءِ الْفَارِّيْنَ - وَتَقَدَّمَ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَجَزِعَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ مَرَّةً أُخْرٰى، هَاهُوَ الْعَدُوُّ - هَا هُوَ الظَّالِمُ يُرِيْدُ أَنْ يَّعْبُرَ الطَّرِيْقَ إِلَيْنَا وَلَا يَمْنَعُهٗ مِنَّا شَيْءٌ ، وَسَيَلْحَقُنَا وَيَأْخُذُنَا إِلٰى مِصْرَ مَأْسُوْرِيْنَ أَذِلَّاءَ أَوْ يَقْتُلُنَا فِيْ هٰذِهِ الْبَرِّيَّةِ غُرَبَاءَ ، وَأَرَادَ مُوْسٰى أَنْ يَّضْرِبَ بِعَصَاهُ الْبَرَّ فَيَعُوْدُ بَحْرًا كَمَا كَانَ وَلٰكِنْ أَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ : أُتْرُكِ الْبَحْرَ سَاكِنًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ - وَلَمَّا وَصَلَ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ إِلٰى عُرْضِ الْبَحْرِ (وَهُوَ بَرٌّ) إِنْطَبَقَ عَلَيْهِمْ وَلَمَّا رَأٰى فِرْعَوْنُ الْجِدَّ زَالَتْ سَكْرَتُهٗ حَتّٰى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهٗ لَاإِلٰهَ إِلَّا الَّذِيْ آمَنَتْ بِهٖ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - وَلٰكِنْ هَيْهَاتَ "لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْآنَ" ، وَيَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ آيٰتِ رَبِّكَ لَايَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا" فَقِيْلَ لَهٗ "آلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ" - وَمَاتَ فِرْعَوْنُ فِي الْبَحْرِ غَرَقًا - مَاتَ الْجَبَّارُ الَّذِيْ قَتَلَ أُلُوْفًا مِنَ الْأَطْفَالِ وَالرِّجَالِ ذَبْحًا وَخَنْقًا - مَاتَ الطَّاغِيَةُ الَّذِيْ قَتَلَ أُلُوْفَ آلَافٍ صَبْرًا وَشَنْقًا مَاتَ مَلِكُ مِصْرَ بَعِيْدًا عَنْ عَرْشِهٖ بَعِيْدًا عَنْ قَصْرِهٖ بَعِيْدًا عَنْ سُلْطَانِهٖ لَاطَبِيْبَ يُدَاوِيْهِ وَلَاصَدِيْقَ يُوَاسِيْهِ وَلَا عَيْنَ تَبْكِيْهِ - وَكَانَ بَنُوْإِسْرَائِيْلَ فِيْ شَكٍّ عَنْ مَوْتِهٖ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَا يَمُوْتُ - أَمَا كُنَّا نَرَاهُ يَقْضِيْ أَيَّامًا لَايَأْكُلُ وَلَايَشْرَبُ وَقَذَفَ الْبَحْرُ جُثَّتَهٗ فَأَيْقَنُوْا بِمَوْتِهٖ - وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِفِرْعَوْنَ "فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً"

وَكَانَتْ جُثَّةُ فِرْعَوْنَ أيَةً لِلنَّاظِرِيْنَ وَعِبْرَةً لِلْمُعْتَبِرِيْنَ - وَغَرِقَ جُنْدُ فِرْعَوْنَ عَنْ آخِرِهِ وَمَا نَجَا مِنْهُمْ أَحَدٌ. وَخَلَّفُوْا مِصْرَ وَرَاءَ هُمْ وَلَمْ يَجِدُوْا فِيْ أَرْضِهَا الْوَاسِعَةِ ذِرَاعًا لِمَدْفَنٍ - كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ، وَزُرُوْعٍ، وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ، وَنِعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ، كَذٰلِكَ وَأَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا آخَرِيْنَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ، وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ

ফির'আওনের সলিল সমাধি

ফির'আওন তাকিয়ে দেখলো কিভাবে বনী ইসরাঈল নিরাপদে সমুদ্র পার হয়ে গেল। তখন ফির'আওন তার সৈন্যদেরকে বললো, ঐ দেখ! আমার আদেশ পালনার্থে সমুদ্র কিভাবে দুভাগ হয়ে গেল, যাতে আমি এই পলাতকদের পাকড়াও করতে পারি। ফির'আওন সদল বলে সামনে অগ্রসর হলো। ফলে বনী ইসরাঈল আবার ভীত-শংকিত হলো। ঐ দেখ! অত্যাচারী শত্রু আমাদেরকে ধরার জন্য সমুদ্র পার হতে চায়। তাকে বাধা দেওয়ার মতো কিছু নেই। শীঘ্রই সে আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে এবং আমাদেরকে অপদস্ত করে বন্দী অবস্থায় মিসর নিয়ে যাবে, কিংবা এই মরুভূমিতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় হত্যা করবে। মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করতে চাইলেন, যেন সমুদ্র পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দিলেন, সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও," নিশ্চয় তারা নিমজ্জিত হবে। ফির'আওন যখন সদল বলে সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছলো তখন দুদিক থেকে পানি এসে মিলে গেল। ফির'আওন যখন গুরুতর অবস্থা দেখতে পেল তখন তার নেশা কেটে গেল।" অবশেষে যখন সে ডুবতে লাগলো তখন সে বললো, বনী ইস্রাঈল যাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, আমি তার প্রতি ঈমান আনলাম। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুসলমান হলাম। কিন্তু সময়তো পার হয়ে গেছে।" যারা আজীবন মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে অবশেষে যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন বলে, আমি এখন তওবা করলাম, সেই তওবা গ্রহণযোগ্য নয়।" যেদিন আপনার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন এসে পড়বে সেদিন তাদের ঈমান কোন কাজে আসবেনা, যারা ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি, কিংবা আনিত ঈমান দ্বারা কোন কল্যাণ অর্জন করেনি।" তখন ফির'আওনকে বলা হলো, এখন তুমি একথা বলছো! অথচ ইতিপূর্বে তুমি নাফরমানী করেছ এবং ফাসাদ সৃষ্টি করেছ। অবশেষে ফির'আওন সমুদ্রে ডুবে মরলো।

সেই স্বৈরাচারীর মৃত্যু হলো, যে হাজার হাজার শিশু ও পুরুষকে জবাই করে ও শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছিল। সেই নর পশুর মৃত্যু হলো, যে লাখ লাখ

মানুষকে বন্দী করে ও ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছিল। মিসর অধিপতি সিংহাসন থেকে দূরে এবং রাজ প্রাসাদ ও ক্ষমতা থেকে দূরে নিঃস্ব অবস্থায় মারা গেল। তার চিকিৎসা করার কোন ডাক্তার ছিলনা। তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশের কোন বন্ধু ছিলনা। এমনকি তার মৃত্যু শোকে কাঁদার মত কোন মানুষও ছিল না।

বনী ইসরাঈল ফির'আওনের মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ করে বললো, ফির'আওন মরতে পারেনা। কারণ আমরা তাকে পানাহার ব্যতীত দিনের পর দিন কাটাতে দেখেছি। সমুদ্র ফির'আওনের মৃত দেহ তীরে নিক্ষেপ করলো। ফলে বনী ইসরাঈল তার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হলো। আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আওনকে উদ্দেশ্য করে বললেন." আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করবো, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। বস্তুত ফির'আওনের মৃতদেহ দর্শকদের জন্য নিদর্শন এবং শিক্ষাগ্রহণ কারীদের জন্য শিক্ষার উপাদান ছিল। ফির'আওন বাহিনী সমূলে নিমজ্জিত হল, কেউ রক্ষা পেলনা। তারা মিসরকে পশ্চাতে ফেলে এসেছিল। মিশরের সুবিশাল ভূমিতে দাফনের জন্য সে এক হাত জায়গাও পেলনা। যেমন কুরআনের ভাষায় ঃ "তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শষ্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস-উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত! তেমনি আমি এসব কিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। আকাশ ও পৃথিবী কেউই তাদের বিরহে অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে কোন অবকাশ ও দেওয়া হয়নি।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(مَاتَ الْجَبَّارُ الَّذِىْ قَتَلَ اُلُوْفًا مِنَ الرِّجَالِ وَ الْأَطْفَالِ ذَبْحًا وَخَنْقًا)

(مَاتَ) ফে'য়েল, (اَلْجَبَّارُ) মাওসূফ, (اَلَّذِىْ) ইসমে মাওসূল, (قَتَلَ) ফে'য়েল-ফা'য়েল, (اُلُوْفًا) মাওসূফ, (مِنْ) হরফে জর, (الرِّجَالِ وَالْأَطْفَالِ) মাতুফ ও মাতুফ আলাইহি মিলে জুল হাল, (ذَبْحًا وَخَنْقًا) মা'তুফ ও মা'তুফ 'আলাইহ মিলে হাল হয়েছে। তারপর জুল হাল ও হাল মিলে মাজরূর। অতঃপর জরও মাজরূর মিলে مَعْدُوْدًا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লেক হয়ে মাফউলে বিহী। অতঃপর ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলা হয়ে ছিলা, ইসমুল মাওসূল ও সিলা মিলে সিফাত, মাওসূফ ও সিফাত মিলে ফা'য়েল। পরিশেষে ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(رُوَيْدًا) অর্থ ধীরে ধীরে। এটি বাক্যে হাল হয়। যেমন رَحَلَتِ الْقَبِيْلَةُ مِنْ مَوْقِعِهَا رُوَيْدًا- (رَحَلَتْ) ফে'য়েল, (اَلْقَبِيْلَةُ) জুলহাল, (مِنْ مَوْقِعِهَا) জর-মাজরূর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, رُوَيْدًا (অর্থে مُتَمَهِّلِيْنَ) হাল, অতঃপর হাল ও জুলহাল মিলে ফা'য়েল। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا قَالَ فِرْعَوْنُ لِجُنُوْدِهٖ لَمَّا عَبَرَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ آمِنِيْنَ؟

(٢) أَطَوْعًا لِأَمْرِ فِرْعَوْنَ انْفَلَقَ الْبَحْرُ أَمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ؟

(٣) مَاذَا فَعَلَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ لَمَّا تَقَدَّمَ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ؟

(٤) مَاذَا أَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى مُوْسٰى حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يَّضْرِبَ الْبَحْرَ بِعَصَاهُ؟

(٥) لِمَ أَرَادَ مُوْسٰى أَنْ يَّضْرِبَ الْبَحْرَ بِعَصَاهُ؟

(٦) مَاذَا كَانَتْ حَالُ فِرْعَوْنَ وَجُنُوْدِهٖ بَعْدَ أَنْ وَصَلُوْا إِلٰى عُرْضِ الْبَحْرِ؟

(٧) مَاذَا قَالَ فِرْعَوْنُ حِيْنَ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ؟

(٨) أَقَبِلَ اللّٰهُ إِيْمَانَ فِرْعَوْنَ حِيْنَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ؟

(٩) مَتٰى يَنْسَدُّ بَابُ التَّوْبَةِ؟

(١٠) مَاذَا قِيْلَ لِفِرْعَوْنَ حِيْنَ أَظْهَرَ الْإِيْمَانَ بِرَبِّ مُوْسٰى؟

(١١) أَيْنَ مَاتَ مَلِكُ مِصْرَ وَكَيْفَ مَاتَ هٰذَا الْجَبَّارُ؟

(١٢) اُذْكُرْ سَبَبَ ارْتِيَابِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فِيْ مَوْتِ فِرْعَوْنَ؟

(١٣) مَتٰى أَيْقَنَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ بِمَوْتِهٖ؟

(١٤) لِأَيِّ غَرَضٍ نَجَّى اللّٰهُ جُثَّةَ فِرْعَوْنَ وَأَيْنَ تَقَعُ جُثَّتُهُ فِي الْوَقْتِ الرَّاهِنِ؟

(١٥) مَاهِيَ الْعِبَرُ الَّتِيْ اِعْتَبَرْتُمُوْهَا بِالْحِكَايَةِ الْمَذْكُوْرَةِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৩৫)

نَفَاسَةً (ن) - মূল্যবান হওয়া। نَفِيْسَةٌ ব-ব نَفَائِسُ - মূল্যবান। تَنَافُسًا - প্রতিযোগিতা করা। حَضَرٌ - শহর এলাকা। بَرِّيَّةٌ ব-ব بَرَارِيْ - মরুভূমি। خَيْمَةٌ - ব-ব خِيَامٌ - তাঁবু। تَخْيِيْمًا - তাঁবু স্থাপন করা। (شَيْءٌ عَلَيْهِ) - ছেয়ে যাওয়া। غَمَامٌ ব-ব غَمَائِمُ মেঘ। اِسْتِغَاثَةً - ফরিয়াদ করা। مَشْرَبٌ ব-ব مَشَارِبُ - পানস্থল, ঘাট। (الْمَاءُ) اِنْفِجَارًا - প্রবাহিত হওয়া। تَفْجِيْرًا - প্রবাহিত করা। حَلْوٰى - ব-ব حَلْوَيَاتٌ - মিষ্টান্ন। سُهُوْلَةً - (ك) সহজ হওয়া। تَسْهِيْلًا - সহজ করা। صُعُوْبَةً - (ك) - কঠিন হওয়া। تَصْعِيْبًا - কঠিন করা। مَنٌّ - আসমানী খাদ্য। سَلْوٰى - সান্ত্বনা, তিতির জাতীয় পক্ষী বিশেষ। تَظْلِيْلًا - ছায়া দান করা। شِكَايَةً (ن) (إِلٰى) অভিযোগ করা। مُطْمَئِنٌّ - আশ্বস্ত, নিশ্চিন্ত।

فِى الْبَرِّيَّةِ

وَصَلَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ إِلٰى بَرِّ الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ وَتَنَفَّسُوْا فِىْ هَوَائِهِ كَالْأَحْرَارِ الْأَشْرَافِ - هُنَالِكَ لَايَخَافُوْنَ فِرْعَوْنَ وَلَايَخَافُوْنَ هَامَانَ وَلَا يَخَافُوْنَ شُرْطَتَهُ - هُنَالِكَ يَمْشُوْنَ آمِنِيْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَايَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا أَهْلَ الْخَضَرِ وَكَانَتْ الشَّمْسُ تُؤْذِيْهِمْ فِى الْبَرِّيَّةِ - وَكَانُوْا ضُيُوْفَ اللّٰهِ- أَلَمْ تَرَ إِلٰى الْمُلُوْكِ كَيْفَ يُكْرِمُوْنَ ضُيُوْفَهُمْ ؟ وَكَيْفَ يَضْرِبُوْنَ لَهُمُ الْخِيَامَ تَقِيْهِمْ حَرَّ الشَّمْسِ ؟ إِنَّ كَرَامَةَ اللّٰهِ فَوْقَ كُلِّ كَرَامَةٍ وَأَمَرَ اللّٰهُ الْغَمَامَ أَنْ يُّظِلَّهُمْ فَكَانُوْا يَمْشُوْنَ فِىْ ظِلِّ الْغَمَامِ ، وَكَانَ الْغَمَامُ يَسِيْرُ مَعَهُمْ حَيْثُ سَارُوْا وَيَقِفُ أَيْنَمَا وَقَفُوْا وَعَطِشَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا مَاءَ فِى الْبَرِّيَّةِ ، وَلَا نَهْرَ وَلَابِئْرَ - ذَهَبُوْا إِلٰى مُوْسٰى يَشْكُوْنَ إِلَيْهِ الْعَطَشَ كَمَا يَشْكُوْ الطِّفْلُ إِلٰى أُمِّهِ وَيَسْتَغِيْثُهَا

وَدَعَا مُوْسٰى رَبَّهُ وَمَنْ لَهُ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ - وَجَاعَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ فَشَكَوْا إِلٰى مُوْسٰى الْجُوْعَ كَمَا يَشْكُوْ الطِّفْلُ إِلٰى أُمِّهِ وَيَسْتَغِيْثُهَا وَقَالُوْا إِنَّكَ أَخْرَجْتَنَا مِنْ مِصْرَ أَرْضِ الْفَوَاكِهِ وَالثَّمَرَاتِ وَأَرْضِ الْخَيْرَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ فَمَنْ لَنَا بِطَعَامٍ فِىْ هٰذِهِ الْبَرِّيَّةِ؟ وَدَعَامُوْسٰى رَبَّهُ وَمَنْ لَهُ غَيْرُهُ؟ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامَ أَنْزَلَ لَهُمْ عَلٰى أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ مِثْلَ الْحَلْوٰى وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ طَيْرًا يَأْخُذُوْنَهُ مِنَ الْأَشْجَارِ بِسُهُوْلَةٍ - ذٰلِكَ هُوَ الْمَنُّ وَالسَّلْوٰى ، ضِيَافَةُ اللّٰهِ لِبَنِىْ إِسْرَائِيْلَ فِى الْبَرِّيَّةِ -

মরুভূমিতে অবস্থান

বনী ইসরাঈল শান্তি ও নিরাপদ ভূমিতে পৌঁছে গেল এবং সেখানকার মুক্ত বায়ুতে সভ্য-স্বাধীন ব্যক্তিদের ন্যায় শ্বাস (বাস করা) নিতে লাগলো। সেখানে ফির'আওন, হামান ও তার পুলিশ বাহিনীর অনিষ্টের আশংকা নেই। সেখানে তারা নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বিচরণ করতে লাগলো। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ভয় নেই। কিন্তু তারা ছিল নগরের অধিবাসী। ফলে মরুভূমিতে রোদ্র তাদের জন্য কষ্ট দায়ক হয়ে পড়লো। তাঁরা ছিল আল্লাহ্‌র মেহমান। তোমরা কি বাদশাহদের দেখনি, কিভাবে তারা তাদের মেহমানদেরকে সম্মান করে এবং রোদের তাপ থেকে রক্ষার জন্য তাঁবু টানানোর ব্যবস্থা করে? আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্মানতো সকল সম্মানের উর্ধ্বে। আল্লাহ্ মেঘমালাকে ছায়া দান করার আদেশ করলেন। ফলে তারা মেঘের ছায়ায় বিচরণ করতে লাগলো। তারা যেদিকে যেত মেঘও সেদিকে ভেসে যেত এবং তারা যেখানে থামে মেঘও সেখানে থামে। একবার বনী ইসরাঈল খুব পিপাসার্ত হলো। কিন্তু মরুভূমিতে কোন নদী নালা নেই, এমনকি একটু পানিও নেই। ফলে তারা মূসা (আঃ) এর নিকট গিয়ে পিপাসার অনুযোগ করলো, যেমন শিশু তার মায়ের কাছে অনুযোগ করে সাহায্য চায়। তখন মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট দো'য়া করলেন, আল্লাহ্ ছাড়া তার আর কে আছে? আল্লাহ্ বললেন, " তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো।" তখন তা থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান স্থল চিনে নিল।

বনী ইসরাঈল ক্ষুধার্ত হয়ে মূসা (আঃ) এর নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করলো, যেমন শিশু তার মায়ের কাছে অভিযোগ করে ও সাহায্য চায়। তারা বললো, তুমি আমাদেরকে ফল-ফলাদিতে পরিপূর্ণ ও ধন সম্পদে ভরপুর মিসর ভূমি থেকে বের করে এনেছ, এখন এই মরুভূমিতে কে আমাদের জন্যখাবারের ব্যবস্থা করবে? তখন মূসা (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট দো'য়া করলেন। আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর আর কে আছে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য খাবার প্রেরণ করলেন। গাছের পাতায় পাতায় হালুয়া সদৃশ এক প্রকার খাবার এক প্রকার পাখি প্রেরণ করলেন। গাছ থেকে অনায়াসে ধরা যেত। আর এটাই হলো সেই মান্না সালওয়া। মরুভূমিতে তা ছিল বনী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মেহমানদারি।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا)

(ف) لِتَعْقِيْبِ (انْفَجَرَ) ফে'য়েল, (ت) মুয়ান্নাছের 'আলামত,

(مِنْهُ) জর-মাজরুর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক,

(اِثْنَتَا عَشْرَةَ) মুরাক্কাবে বিনায়ী হয়ে মুমায়্যায, (عَيْنًا) তামীয, উভয় মিলে ফা'য়েল, অবশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(رُبَّ عَالِمٍ شَهِيْرٍ لَقِيْتُهُ) উপরোক্ত বাক্যে (رُبَّ) হরফে জরটি অতিরিক্ত অব্যয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এর কোন (متعلق) নেই। (عَالِمٍ شَهِيْرٍ) মাওসূফ-সিফাত মিলে মুবতাদা (لَقِيْتُهُ) জুমলায়ে ফেলিয়া হয়ে খবর। অবশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

(رُبَّمَا الْمَطَرُ نَازِلٌ) - (رب) হরফে জর অতিরিক্ত অব্যয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য পূর্ণ। (ما) الكافة অতিরিক্ত অব্যয়, (اَلْمَطَرُ) মুবতাদা, (نَازِلٌ) শিবহুল ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে খবর। পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) إِلَى أَيْنَ وَصَلَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٢) مَاذَا فَعَلُوْا بَعْدَ أَنْ وَصَلُوْا إِلَى بَرِّ الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ؟

(٣) كَيْفَ مَشَى بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ هُنَالِكَ؟

(٤) لِمَاذَا كَانَتِ الشَّمْسُ تُؤْذِيْهِمْ فِي الْبَرِّيَّةِ ؟

(٥) مَاذَا يَفْعَلُ الْمُلُوْكُ لِيَقُوْا ضُيُوْفَهُمْ حَرَّ الشَّمْسِ؟

(٦) مَاذَا فَعَلَ اللّٰهُ لِيَقِيَ ضُيُوْفَهُ حَرَّ الشَّمْسِ؟

(٧) بِمَ أَمَرَ اللّٰهُ الْغَمَامَ وَمَاذَا فَعَلَ الْغَمَامُ بَعْدَ أَمْرِهِ؟

(٨) عَطِشَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ فِي الْبَرِّيَّةِ فَمَاذَا فَعَلُوْا؟

(٩) مَا شَكَا بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ إِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ مُوْسَى؟

(١٠) أَاسْتَجَابَ اللّٰهُ لِدَعْوَةِ مُوْسَى؟ وَمَتَى ؟

(١١) مَاذَا حَدَثَ لَمَّا ضَرَبَ مُوْسَى بِعَصَاهُ الْحَجَرَ؟

(١٣) مَاذَا فَعَلَ مُوْسَى بَعْدَ أَنْ سَمِعَ شِكَايَتَهُمْ؟

(١٤) بِمَ أَكْرَمَ اللّٰهُ ضُيُوْفَهُ فِي الْبَرِّيَّةِ؟

(١٥) هَلْ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ إِكْرَامِ اللّٰهِ وَاكْرَامِ الْمُلُوْكِ ؟

(١٦) عَرِّفِ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى مُخْتَصَرًا-

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৩৬)

ذَوْقٌ - রুচি, পছন্দ। اَلذَّوْقُ السَّلِيْمُ - সুরুচি। تَذَوَّقًا (شَيْئًا) - চাখা। قَرَارًا (ض) - স্থিতিশীল হওয়া। اِشْتِهَاءٌ কামনা করা। قَرَارٌ ব-ব قَرَارَاتٌ - সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব। سُكُوْنًا (اِلَيْهِ - ف) - প্রশান্তি লাভ করা। تَسْكِيْنًا - শান্ত করা। طِبَاعٌ - স্বভাব, প্রকৃতি। طَبْعًا (ف) ছাপানো। مَطْبَعٌ ব-ব - مَطَابِعُ - ছাপাখানা, প্রেস। تَشَكُّرًا (لَهُ) - কৃতজ্ঞতা জানানো। تَشَكِّيًا (اِلَيْهِ) - অনুযোগ করা। خُضْرَةٌ ব-ব خُضَرٌ - সবজি। اَلْخَضَّارُ সবজী বিক্রেতা। بَقْلٌ - ব-ব بُقُوْلٌ - তরকারি। قِثَّاءٌ - শসা। فُوْمٌ - মটর কলাই, গম। اِسْتِعْجَابًا (مِنْ) - আশ্চর্যান্বিত হওয়া। عِتَابًا - ভর্ৎসনা করা। اِسْتِبْدَالًا (بِهِ) - বদলিয়ে নেওয়া। تَنَازُلًا (عَنِ الْأَمْرِ) - সরে আসা। اِخْتِيَارًا - পছন্দ করা, গ্রহণ করা। هُبُوْطًا (ض) - অবতরণ করা।

كُفْرَانُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

وَلٰكِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَدْ أَفْسَدَ ذَوْقَهُمْ وَخُلُقَهُمُ الْعُبُوْدِيَّةُ الطَّوِيْلَةُ - وَكَانُوْا لَا يَقِرُّوْنَ عَلٰى شَيْءٍ وَكَانُوْا لَايَسْكُنُوْنَ إِلٰى شَيْءٍ وَكَانُوْا فِيْ طِبَاعِهِمْ أَطْفَالًا - وَكَانُوْا قَلِيْلِي التَّشَكُّرِ كَثِيْرِي التَّشَكِّيْ سَرِيْعِي السَّآمَةِ وَيُحِبُّوْنَ مَامُنِعُوْا وَيَكْرَهُوْنَ مَا أُعْطُوْا - وَلَمْ يَلْبَثُوْا قَلِيْلًا أَنْ قَالُوْا لِمُوْسٰى قَدْ سَئِمْنَا هٰذَا الطَّعَامَ الْوَاحِدَ وَقَدْ سَئِمْنَا هٰذَا اللَّحْمَ وَهٰذِهِ الْحَلْوٰى -

وَقَدِ اشْتَهَيْنَا الْخُضَرَ وَالْبُقُوْلَ - يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا - تَعَجَّبَ مُوْسٰى مِنْ هٰذَا السُّؤَالِ الْغَرِيْبِ وَقَالَ بِصَوْتٍ فِيْهِ الْإِنْكَارُ وَفِيْهِ الْاِسْتِعْجَابُ وَفِيْهِ الْعِتَابُ - أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ أَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ؟ أَبُقُوْلًا وَخُضَرَ مَكَانَ طُيُوْرٍ وَحَلْوٰى لَمْ تَمَسَّهَا يَدُ إِنْسَانٍ ؟ أَطَعَامَ الْفَلَّاحِيْنَ بَدَلَ طَعَامِ الْمُلُوْكِ ؟ يَالَفَسَادِ الذَّوْقِ! يَالَسُوْءِ الْاِخْتِيَارِ!

وَلٰكِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَتَنَازَلُوا عَنْ سُؤَالِهِمْ وَلَمْ يَزَالُوا يَطْلُبُونَ الْخُضَرَ وَالْبُقُولَ - فَقَالَ مُوسٰى إِنَّ مَا سَأَلْتُمْ يُوجَدُ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ وَمِصْرَ" اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ" -

বনী ইসরাঈলের অকৃতজ্ঞতা

কিন্তু দীর্ঘ দাসত্বের ফলে বনী ইসরাঈলের স্বভাব ও রুচি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কোন কিছুতেই তাদের স্থিরতা ছিলনা। কোন কিছুতেই তারা প্রশান্তি লাভ করতোনা। তারা শিশু সুলভ আচরণ করতো। তারা অল্প শোকর করতো কিন্তু বেশী অভিযোগ করতো, আর সামান্যতেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়ত। যা নিষেধ করা হতো তা পছন্দ করতো, আর যা প্রদান করা হতো তা অপছন্দ করতো।

কিছুদিন যেতে নাযেতেই তারা মুসার (আঃ) নিকট অভিযোগ করে বললো, আমরা এক ধরনের খাবার খেয়ে এবং গোশ্‌ত ও মিষ্টি খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। তাই এখন আমাদের শাক-সব্জি খেতে মনে চায়।

"তারা বললো, হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাবারে ধৈর্য ধারণ করতে পারবোনা। অতএব আপনি আমাদের পক্ষ থেকে আপনার প্রতিপালকের নিকট দো'য়া করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য যমীনের উৎপাদিত তরকারী, খিরাই, সিম, ডাল ও পেঁয়াজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। তাদের এই অদ্ভুত আবদার শুনে মূসা (আঃ) অবাক হলেন এবং বিস্ময়, তিরস্কার ও ঘৃণা মিশ্রিত স্বরে বললেন," তোমরাকি এই উত্তম খাবার সাধারণ খাবার দ্বারা পরিবর্তন করতে চাও? মানব স্পর্শ মুক্ত পাখির গোশ্‌ত ও মিষ্টির স্থলে শাক-সব্জি খেতে চাও? রাজার খাবারের পরিবর্তে চাষার খাবার চাও? হায় রুচি বিকৃতি! হায় মন্দ নির্বাচন! কিন্তু বনী ইসরাঈল প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকলোনা। বরং শাক সব্জির আবদার অব্যাহত রাখলো। তখন মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা যা চাচ্ছ তাতো প্রত্যেক গ্রামে-গঞ্জে পাওয়া যায়। সুতরাং " তোমরা কোন শহরে চলে যাও, সেখানে তোমরা যা চাবে তাই পাবে।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ)

(أ) হরফে ইস্তেফহাম, (تَسْتَبْدِلُونَ) ফে'য়েল-ফা'য়েল, (الَّذِي) ইসমে মাওসূল, (هُوَ) মুবতাদা, (أَدْنٰى) খবর, উভয় মিলে সিলা, তারপর ইসমে মাওসূল ও সিলা মিলে মাফ'উলে বিহী, (ب) হরফে জর, (الَّذِي) ইসমে মাওসূল, (هُوَ) মুবতাদা, (خَيْرٌ) খবর ,উভয় মিলে সিলা, তারপর ইসমে মাওসূল ও সিলা মিলে মাজরুর, জর-মাজরুর মিলে পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল মাফ'উলে বিহী ও মুতা'য়াল্লিক মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(سَمْعًا وَطَاعَةً)শব্দ দুটি মূলত ছিল أَسْمَعُ سَمْعًا وَأُطِيعُ طَاعَةً সুতরাং سَمْعًا শব্দটি أَسْمَعُ ফে'য়েল থেকে মাফ'উলে মুতলাক হয়েছে। তদ্রূপ طَاعَةً শব্দটি أُطِيعُ ফে'য়েল থেকে মাফ'উলে মুতলাক হয়েছে।

(طَوْعًا) শব্দটি طَائِعًا এর অর্থে ব্যবহার হয় এবং তারকীবে হাল হয়। যথা اِلْتَحَقَ الشَّبَابُ بِالْجَيْشِ طَوْعًا এ বাক্যে (الشَّبَاب) জুলহাল, (بِالْجَيْشِ) ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক (طَوْعًا) হাল, অতঃপর হাল ও যুলহাল মিলে ফা'য়েল, পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল, ও মাতায়া'ল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) كَيْفَ فَسَدَ ذَوْقُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخُلُقُهُمْ؟

(٢) بَيِّنْ أَحْوَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اِخْتِصَارًا

(٣) مَا يُحِبُّ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَمَا يَكْرَهُونَ؟

(٤) مَاذَا قَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بَعْدَ أَنْ سَئِمُوا اللَّحْمَ وَالْحَلْوٰى؟

(٥) أُذْكُرِ الْأَطْعِمَةَ الَّتِي اشْتَهٰى بَنُو إِسْرَائِيلَ بَدَلَ الْمَنِّ وَالسَّلْوٰى؟

(٦) مَاذَا قَالَ مُوسٰى بَعْدَ أَنْ سَمِعُوا سُؤَالَهُمُ الْغَرِيبَ؟

(٧) عَلٰى أَيِّ شَيْءٍ يَدُلُّ سُؤَالُهُمُ الْعَجِيبُ؟

(٨) أَفَلَا يَدُلُّ سُؤَالُهُمْ عَلٰى فَسَادِ ذَوْقِهِمْ وَسُوءِ اِخْتِيَارِهِمْ؟

(٩) لِمَاذَا تَعَجَّبَ مُوسٰى مِنْ سُؤَالِهِمْ؟

(١٠) أَيْنَ يُوجَدُ الْخُضَرُ وَالْبُقُولُ؟

(١١) مَاذَا أَجَابَ مُوسٰى لَمَّا أَصَرُّوا عَلٰى أَسْئِلَتِهِمْ؟

(١٢) لِمَ سَقَطَ النُّونُ مِنَ الْمُضَافِ فِي "قَلِيلِي التَّشَكُّرِ"؟ أُذْكُرِ الْقَاعِدَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِهَا-

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৩৭)

ضِدٌّ ব-ব أَضْدَادٌ - বিপরীত, বিপক্ষ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا বস্তুর পরিচয় তার বিপরীত বস্তুতে। تَضَادًا - পরস্পর বিরোধী হওয়া। تَبْدِيلًا - পরিবর্তন করা। تَبَدُّلًا - পরিবর্তিত হওয়া। عَنِيدٌ - জেদী, এক গুয়ে। شَهِيٌّ - প্রিয়, কাম্য। شَهْوَةً (س) - কামনা করা। رَغَدًا (س) (الْعَيْشُ) - স্বাচ্ছন্দপূর্ণ হওয়া। حِطَّةٌ - মাগফিরাত প্রার্থনা। حَطًّا (ن) নীচে নামা। اِنْحِطَاطًا - অধঃপতিত হওয়া। اِنْحِطَاطُ الْأُمَّةِ - জাতির অধঃপতন। كُرْهٌ - ঘৃণা, অপছন্দ।

- أَسْتَاهٌ ب-ب - إِسْتٌ - زَحْفًا । হামাগুড়ি দেওয়া । (ف) - (س) هُزُوًّا - ঠাট্টা করা । নিতম্ব । وَبَاءٌ ب-ب - أَوْبِيَةٌ - মহামারী, প্লেগ । تَنْقِيرًا - দোষ তালাশ করা । - تَبْيِتًّا - চিন্তায় ফেলা । إِعَانَةٌ - সাহায্য করা । تَبْيِينًا - প্রকাশ করা । إِفْهَامًا - প্রকাশিত হওয়া । إِسْتِبَانَةٌ - স্পষ্ট হওয়া । وَمَا كُلُّ قَوَّالٍ بِعَامِلٍ - বলা সহজ করা কঠিন । (بِهِ) - إِسْتِهْزَاءٌ - ঠাট্টা করা ।

عِنَادُ بَنِى إِسْرَائِيلَ

وَكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِى طِبَاعِهِمْ أَطْفَالاً ، وَأَطْفَالاً مُعَانِدِيْنَ - وَكُلَّمَا أُمِرُوا بِأَمْرٍ يُخَالِفُوْنَهُ إِلَى ضِدِّهِ وَيَسْتَهْزِءُوْنَ بِهِ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ يُبَدِّلُوا مَا يُقَالُ لَهُمْ كَطِفْلٍ عَنِيْدٍ يُقَالُ لَهُ قُمْ فَيَجْلِسُ وَيُقَالُ لَهُ اِجْلِسْ فَيَقُوْمُ ، وَيُقَالُ لَهُ اسْكُتْ فَيَتَكَلَّمُ وَيُقَالُ لَهُ تَكَلَّمْ فَيَسْكُتُ وَكَانَ فِيهِمْ عِنَادُ الْأَطْفَالِ فِى خُبْثِ الْأَشْرَارِ فِى هزْءِ الْأَعْدَاءِ فِى سَفَاهَةِ الْمَجَانِيْنَ - كَانُوا يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَسْكُنُوا قَرْيَةً وَيَأْكُلُوا طَعَامَهُمُ الشَّهِىَّ مِنَ الْخُضَرِ وَالْبُقُوْلِ - وَلٰكِنَّهُمْ لَمَّا قِيلَ لَهُمْ "اُسْكُنُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْلَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ" - غَضِبُوا مِنْ هٰذَا الْأَمْرِ الْإِلٰهِى وَدَخَلُوا الْقَرْيَةَ كُرْهًا وَهُزُوًا يَزْحَفُوْنَ عَلٰى أَسْتَاهِهِمْ - فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِى قِيلَ لَهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ بَلاَءً وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ وَبَاءً مَاتُوا مِنْهُ مَوْتَ الْفِيْرَانِ - وَإِذَا أُمِرُوا بِأَمْرٍ أَكْثَرُوا السُّؤَالَ وَالتَّنْقِيْرَ شَأْنَ رَجُلٍ لَايُرِيْدُ أَنْ يَعْمَلَ فَيُكْثِرُ السُّؤَالَ وَالتَّنْقِيْرَ - حَدَثَ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ حَادِثُ قَتْلٍ فَأَهَمَّ ذٰلِكَ بَنِى إِسْرَائِيلَ - وَلَمْ يَهْتَدُوا إِلَى الْقَاتِلِ وَكَانَ السُّؤَالُ عَنِ الْقَاتِلِ حَدِيْثَ النَّاسِ - جَاءُوا إِلٰى مُوسٰى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَقَالُوا أَعِنَّا يَانَبِىَّ اللّٰهِ فِى هٰذِهِ الْقَضِيَّةِ وَادْعُ اللّٰهَ يُبَيِّنْ لَنَا الْقَاتِلَ

বনী ইসরাঈলের হঠকারিতা

বনী ইসরাঈলের স্বভাব ছিল হঠকারী শিশুর ন্যায়। যখনই তাদেরকে কোন বিষয়ে আদেশ করা হতো তখনই তারা বিপরীত কাজ করে বিরুদ্ধাচরণ করতো এবং তা নিয়ে উপহাস করতো। নির্দেশ অমান্য করা যেন তাদের কর্তব্য মনে করতো। হঠকারী শিশুর মত, যাকে দাঁড়াতে বললে বসে, আর বসতে বললে দাঁড়ায়। চুপ থাকতে বললে কথা বলে, আর কথা বলতে বললে চুপ থাকে। তাদের মাঝে শিশুদের হঠকারিতা, দুষ্টলোকদের মন্দ স্বভাব, শত্রুদের উপহাস ও উন্মাদদের নির্বুদ্ধিতা ছিল। তারা গ্রামে থেকে তাদের পছন্দনীয় শাক-সব্জি খেতে চাইতো। কিন্তু যখনই তাদেরকে বলা হলো, তোমরা এই নগরীতে বসবাস কর এবং সেখান থেকে যথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর এবং অবনত মস্তকে দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, আর বলো, ক্ষমা চাই। তাহলে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেব। আর আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বৃদ্ধি করে থাকি।" তখন তারা এই ঐশী নির্দেশের কারণে খুব ক্ষিপ্ত হলো এবং নিতম্বে ভর করে হামা গুড়ি দিয়ে অনীহা ও বিদ্রুপের সাথে গ্রামে প্রবেশ করলো।" আর যালিমদেরকে যা বলা হয়েছিল তারা অন্য কথা দ্বারা তা পরিবর্তন করে দিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর মহামারী পাঠালেন। ফলে তারা ইঁদুরের ন্যায় মারা গেলো। যখনই তাদেরকে কোন কাজের আদেশ করা হতো তারা নানা রকম প্রশ্ন করতো এবং খুঁত বের করার চেষ্টা করতো। ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কাজ থেকে পরিত্রাণের জন্য বেশী বেশী প্রশ্ন করে এবং বিভিন্ন প্রকার খুঁত তালাশ করে।

একবার বনী ইস্রাঈলে একটি হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। ফলে বনী ইস্রাঈল খুব চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাচ্ছিলনা। হত্যাকারী সম্পর্কে প্রশ্ন করা মানুষের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ফলে তারা মূসা (আঃ) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্র নবী! এই সমস্যায় আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং আল্লাহ্র কাছে দো'য়া করুন, তিনি যেন হত্যাকারীর পরিচয় বলে দেন।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ)

(ف) عَاطِفَة (بَدَّلَ) ফে'য়েল, (الَّذِيْنَ) ইসমে মাওসূল, (ظَلَمُوْا) জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে সিলা, উভয় মিলে ফা'য়েল, (قَوْلًا) মাওসূফ, (غَيْرَ) মুজাফ, (الَّذِيْ) ইসমে মাওসূল, (قِيْلَ) ফে'য়েলে মাজহুল, (لَهُمْ) ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে নায়েবুল ফায়েল, তারপর ফে'য়েলও নায়েবুল ফায়েল মিলে সিলা, ইসমে মাওসূল ও সিলা মিলে মুজাফ ইলাইহ, মোজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে সিফাত, মওসুফ ও সিফাত মিলে মাফ'উলে বিহী। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(طَالَمَا/ طَالَ مَا) এই শব্দটি দুভাবে লেখা যায়। (এক) مَا কে লামের সাথে যুক্ত করে। (দুই) مَا কে লাম থেকে বিযুক্ত অবস্থায়। প্রথম ব্যবহারে مَا হচ্ছে অতিরিক্ত অব্যয়। যথা طَالَمَا جَاءَتْكَ الْفُرَصُ فَلَمْ تَنْتَهِزْهَا আর দ্বিতীয় ব্যবহারে مَا হবে حَرْفُ الْمَصْدَرِ (অর্থাৎ মাছদারের অর্থে রূপান্তর কারী অব্যয়) সুতরাং مَا এর পরবর্তী বাক্য মাছদারে রূপান্তরিত হয়ে طَالَ এর ফা'য়েল হবে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) كَيْفَ كَانَتْ طَبَائِعُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٢) أَكَانُوْا فِيْ طِبَاعِهِمْ كَأَطْفَالٍ مُعَانِدِيْنَ؟

(٣) فِيْمَ شُبِّهَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ بِالْأَطْفَالِ؟

(٤) مَاذَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ إِذَا أُمِرُوْا بِأَمْرٍ؟

(٥) مَا هِيَ الْأَوْصَافُ الْمَذْمُوْمَةُ الَّتِيْ كَانَتْ فِيْهِمْ؟

(٦) مَاذَا قِيْلَ لَهُمْ لَمَّا أَرَادُوْا أَنْ يَأْكُلُوا الْخُضَرَ وَالْبُقُوْلَ؟

(٧) مَاذَا فَعَلُوْا بَعْدَ أَنْ سَمِعُوا الْأَمْرَ الْإِلٰهِيَّ؟

(٨) كَيْفَ دَخَلُوا الْقَرْيَةَ وَمَاذَا قَالُوْا عِنْدَ دُخُوْلِهِمْ مِنَ الْبَابِ؟

(٩) لِأَيِّ شَيْءٍ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ الْبَلَاءَ؟

(١٠) مَتٰى بَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْوَبَاءَ؟ وَمَاذَا حَدَثَ ؟

(١١) لِأَيِّ غَرَضٍ جَاءَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ إِلٰى مُوْسٰى بَعْدَ حَادِثَةِ قَتْلٍ؟

(١٢) أُذْكُرِ الْحَادِثَةَ الَّتِيْ حَدَثَتْ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فِيْ جُمَلٍ؟

(١٣) فِيْ أَيَّةِ سُوْرَةٍ بَيَّنَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْوَاقِعَةَ؟ وَمَا هِيَ سَبَبُ تَسْمِيَةِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ بِالْبَقَرَةِ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৩৮)

فَارِضٌ ব-ব فُرُضٌ - পরিণত বয়সী। بِكْرٌ - ব-ব أَبْكَارٌ - কুমারী, অল্প বয়সী। عَوَانٌ ব-ব عُوْنٌ - মধ্যবয়সী। فَاقِعٌ - উজ্জ্বল, গাঢ় হলদে, তীব্র। تَشَابُهًا - সাদৃশ্য-পূর্ণ হওয়া। ذَلُوْلٌ ব-ব ذُلُلٌ - অনুগত, বাধ্য, হীন। إِثَارَةٌ - উসকানো। (اَلْأَرْضَ) - চাষ করা। مُسَلَّمٌ- নিখুঁত, ত্রুটিমুক্ত। شِيَةٌ - ব-ব شِيَاتٌ - চিহ্ন, ত্রুটি। كَافِيَةٌ - যথেষ্ট। كِفَايَةٌ (ض) - যথেষ্ট করা। تَشْدِيْدًا (عَلٰى) - কঠিন করা। نُدُوْرًا (ن) - দুর্লভ হওয়া। نَادِرٌ - দুর্লভ। صِفَةٌ (ض) - গুণ বর্ণনা করা। مَوْصُوْفٌ - গুণান্বিত। اِتِّصَافًا - গুণান্বিত হওয়া। يُتْمًا (ض) تَيَتُّمًا-

غُلُوًّا । এতিম হওয়া । يَتِيْمٌ ব-ব يَتَامٰى - এতিম । تَيْتِيْمًا - এতিম বানানো । (ن) - বৃদ্ধি পাওয়া । غَالٍ ব-ব - غُلَاةٌ - দামী । جُزْءٌ ব-ব - أَجْزَاءٌ - অংশ । تَجَزُّءًا - খন্ডিত হওয়া । تَجْزِئَةً - খন্ডিত করা । تَضْيِيْقًا (عَلٰى) কঠোরতা আরোপ করা ।

اَلْبَقَرَةُ

وَدَعَا مُوْسٰى رَبَّهُ فَأَوْحٰى إِلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ هُنَالِكَ حَلَّتِ الْمُصِيْبَةُ وَبَدَأَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ يَسْأَلُوْنَ وَيَسْخَرُوْنَ - "وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً" - "قَالُوْا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا" - قَالَ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ - وَهُنَا أَرْسَلُوا الْأَسْئِلَةَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَاهِىَ؟ قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَابِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ - وَلَمْ يَقِفُوْا عَلٰى هٰذَا السُّؤَالِ بَلْ بَدَأُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنْ لَوْنِهَا - "قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَالَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ" - وَلَمْ يَجِدُوْا سُؤَالًا فَأَطْلَقُوا السُّؤَالَ؟ قَالُوْا اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَاهِىَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ - "قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَاذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَاتَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا" -

وَوُفِّقُوْا فِىْ هٰذِهِ الْمَرَّةِ لِأَنَّهُمْ قَالُوْا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ - فَاهْتَدَوْا - وَلٰكِنَّ أَسْئِلَتَهُمْ ضَيَّقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَمْرَ فَلَوْ ذَبَحُوْا أَىَّ بَقَرَةٍ لَكَانَتْ كَافِيَةً وَلٰكِنَّهُمْ شَدَّدُوْا فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ - وَفَتَّشُوْا عَنِ الْبَقَرَةِ الْعَوَانِ الصَّفْرَاءِ الْفَاقِعِ لَوْنُهَا الَّتِىْ لَاتُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَاتَسْقِى الْحَرْثَ الْمُسَلَّمَةَ الَّتِىْ لَاشِيَةَ فِيْهَا وَنَدَرَ وُجُوْدُ هٰذِهِ الْبَقَرَةِ الْغَرِيْبَةِ فَإِمَّا بَقَرَةٌ فَارِضٌ وَإِمَّا بَقَرَةٌ بِكْرٌ وَإِمَّا عَوَانٌ وَلٰكِنْ

غَيْرُ صَفْرَاءَ وَإِمَّا بَقَرَةٌ عَوَانٌ صَفْرَاءُ وَلٰكِنَّ لَوْنَهَا غَيْرُ فَاقِعٍ وَإِمَّا
بَقَرَةٌ عَوَانٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا وَلٰكِنَّهَا بَقَرَةٌ ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ
وَإِمَّا بَقَرَةٌ عَوَانٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا لَاتُثِيرُ الْأَرْضَ وَلٰكِنَّهَا تَسْقِي
الْحَرْثَ وَفَتَّشُوا وَفَتَّشُوا وَعَلِمُوا عَاقِبَةَ هٰذَا التَّنْقِيرِ ، مَاهِيَ ؟
مَالَوْنُهَا ؟ مَاهِيَ؟ وَتَعِبُوْا - وَأَرَادَ اللّٰهُ بِيَتِيْمٍ خَيْرًا فَوَجَدُوا هٰذِهِ
الْبَقَرَةَ الَّتِي وَصَفَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ فَاشْتَرَوْهَا بِثَمَنٍ غَالٍ جِدًّا
"فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ" - وَأَمَرَ اللّٰهُ أَنْ يَضْرِبَ الْمَقْتُوْلَ
بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْبَقَرَةِ فَيَحْيٰ وَيُخْبِرَ بِاسْمِ الْقَاتِلِ - وَهٰكَذَا
كَانَ.......

গরু জবাই

মূসা (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট দো'য়া করলেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠালেন যে, লোকদেরকে একটি গাভী জবাই করার আদেশ কর। তখনই বিপদ দেখা দিল। বনী ইসরাঈল উপহাস করে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলো। "আপনি ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন মূসা (আঃ) তাঁর কওমকে বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে একটি গাভী জবাই করার আদেশ করেছেন।" তারা বললো, তুমিকি আমাদেরকে উপহাসের পাত্র বানিয়েছ? মূসা (আঃ) বললেন, আমি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" তখন তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলো। "তারা বললো, আপনি আমাদের পক্ষ থেকে আপনার প্রতিপালকের নিকট দো'য়া করুন, তিনি যেন বলে দেন গাভীটি কিরূপ হবে? মূসা (আঃ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তা এমন গাভী যা অধিক বয়স্ক নয়, আবার অল্প বয়স্কও নয় বরং মধ্যম বয়স্ক। অতএব তোমরা যা আদিষ্ট হয়েছ তা পূর্ণ করো।" তারা এতটুকু প্রশ্ন করে ক্ষান্ত হলোনা, বরং গাভীর রং সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। "তারা বললো, আপনি আমাদের পক্ষ হয়ে আপনার প্রতিপালকের নিকট দো'য়া করুন, তিনি যেন গাভীর রং কী হবে বলে দেন।" মূসা (আঃ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তা আকর্ষণীয়, উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের হবে।" তারা কোন প্রশ্ন না পেয়ে অনর্থক প্রশ্ন করলো। "তারা বললো, আপনি আমাদের পক্ষ থেকে আপনার প্রতিপালকের নিকট দো'য়া করুন, তিনি যেন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন গাভীটি কেমন হবে? কারণ সব গাভী আমাদের কাছে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবো।"মূসা আঃ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তা এমন গাভী, যা ভূমি কর্ষনে ও জমিতে পানি সেচে

ব্যবহৃত হয়নি। উপরন্তু তা নির্দোষ ও দাগ মুক্ত"। এবার তারা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলো। কেননা তারা বলেছিল "আল্লাহ্ চাহেত আমরা সঠিক পথ পাবো। ফলে তারা সন্ধান পেল। মূলত অধিক প্রশ্নই তাদের জন্য বিষয়টিকে কঠিন করে ফেলেছিল। নচেৎ যে কোন গাভী জবাই করলেই যথেষ্ট হত। কিন্তু তারা বেশী বাড়াবাড়ি করেছিল বিধায় আল্লাহ্ তা'য়ালা বিষয়টিকে তাদের জন্য কঠিন করে দিয়েছিলেন। তারা এমন একটি গাভী খুঁজতে লাগলো যা, মধ্যবয়স্ক, উজ্জ্বল ও হলুদ বর্ণের, যা ভূমি কর্ষণ করেনি ও জমিতে সেচ দান করেনি এবং তা দাগমুক্ত ও ত্রুটিহীন। এই অদ্ভুত গাভীটি বয়স্ক কিংবা মধ্যম বয়স্ক পাওয়া যায়, কিন্তু তা হলুদ বর্ণের নয়। কিংবা মধ্যম বয়স্ক হলুদ বর্ণের, কিন্তু রং উজ্জল নয়। কিংবা মধ্যম বয়স্ক, উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের কিন্তু তা ভূমি কর্ষণ করেছে। কিংবা মধ্যম বয়স্ক, উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের, এবং ভূমি কর্ষণ ও করেনি, কিন্তু জমিতে সেচ দিয়েছে। তারা আদিষ্ট গাভীটি অনেক খোঁজাখুঁজি করে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। অবশেষে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করার পরিনাম বুঝতে পারলো।

আল্লাহ্ এক ইয়াতীমের প্রতি কল্যাণ করতে চাইলেন। ফলে বর্ণিত গুণ বিশিষ্ট গাভীটি তার কাছে পাওয়া গেল। অগত্যা তারা অনেক চড়া দামে সেটি তার কাছ থেকে খরিদ করে নিল।" অবশেষে সেটি জবাই করলো। যদিও তাদের জবাই করার মোটেও ইচ্ছা ছিলনা। আল্লাহ্ তা'য়ালা আদেশ করলেন, জবাইকৃত গাভীর একটি টুকরা দ্বারা নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করো, তাহলে গাভীটি জীবিত হয়ে হত্যাকারীর নাম বলে দিবে। ফলে তাই করা হলো।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ)

(أَعُوْذُ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর أَنَا ফা'য়েল, (بِ) হরফে জর অতিরিক্ত, (مِنْ) হরফে জর উহ্য রয়েছে। (أَنْ) হরফে মাছদার, (أَكُوْنَ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর أَنَا ফা'য়েল, (مِنَ الْجَاهِلِيْنَ) উহ্য مَعْدُوْدًا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে أَنْ দ্বারা মাছদারে পরিবর্তিত হয়ে মাজরুর। তারপর জর-মাজরুর মিলে প্রথম ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক। পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও উভয় মুতা'য়াল্লিক মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

(ظَنًّا مِنِّىْ)

উপরোক্ত ই'বারতের দু ধরনের তারকীব হতে পারে। (১) মাফউলে লাহু। যথা سَافَرْتُ ظَنًّا مِنِّىْ أَنَّ فِى السَّفَرِ فَوَائِدَ جَمَّةً (مِنِّىْ) জর-মাজরুর মিলে ظَنًّا মাছদারের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। (فِى السَّفَرِ) জর-মাজরুর মিলে مَوْجُوْدَةً শিবহুল ফে'য়েলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে أَنَّ এর খবর, (فَوَائِدَ جَمَّةً)

মাওসূফ- সিফাত মিলে أَنَّ এর ইসম, অতঃপর أَنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে পুনরায় সেই أَنَّ দ্বারা মাছদার হয়ে ظَنًّا মাছদারের মাফ'উলে বিহী, অবশেষে মাছদার তার মুতা'য়াল্লিক ও মাফ'উলে বিহী কে নিয়ে মাফ'উলে লাহু হয়েছে (২) উহ্য ظن ফে'য়েল থেকে মাফ'উলে মুতলাক হবে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا أَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى مُوْسٰى بَعْدَ اَنْ يَدْعُوَ رَبَّهُ؟

(٢) هَلْ أَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ اَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ؟

(٣) أَامْتَثَلَ الْقَوْمُ أَمْرَ مُوْسٰى؟

(٤) اُذْكُرْ مَا دَارَ بَيْنَ مُوْسٰى وَقَوْمِهٖ مِنَ الْأَسْئِلَةِ وَ الْأَجْوِبَةِ؟

(٥) كَيْفَ وُفِّقُوْا بِذَبْحِ الْبَقَرَةِ فِى الْمَرَّةِ الْأَخِيْرَةِ وَلَمْ يُوَفَّقُوْا فِى الْمَرَّاتِ السَّابِقَةِ؟

(٦) مَا الَّذِىْ ضَيَّقَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرَ؟

(٧) لِمَ شَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرَ؟

(٨) بَيِّنْ أَوْصَافَ الْبَقَرَةِ الَّتِىْ فَتَّشُوْا عَنْهَا؟

(٩) بَيِّنْ أَوْصَافَ الْبَقَرَةِ الَّتِىْ وَجَدُوْهَا؟

(١٠) عِنْدَ مَنْ وَجَدُوا الْبَقَرَةَ الَّتِىْ وَصَفَهَا اللّٰهُ؟

(١١) بِكَمْ اِشْتَرَوا الْبَقَرَةَ الْمَوْصُوْفَةَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى؟

(١٢) كَيْفَ عَلِمَ النَّاسُ اِسْمَ الْقَاتِلِ وَ مَنْ دَلَّهُمْ عَلَيْهِ ؟

(١٣) اُذْكُرْ سَبَبَ الْجَزْمِ فِىْ هٰذَ الْفِعْلِ "يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِىَ"؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৩৯)

شَرِيْعَةٌ ব-ব شَرَائِعُ - শরী'য়ত, বিধান। إِلٰهِى - ঐশী, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত। إِنَارَةٌ - আলোকিত করা। اِحْتِيَاجًا - (إلى) - মুখাপেক্ষী হওয়া। تَلَقِّيًا - লাভ করা। نَشْأَةٌ (ف) - বেড়ে ওঠা, লালিত পালিত হওয়া। عِوَجًا (س)- বাঁকা হওয়া। تَعْوِيْجًا - বাঁকা করা। عِوَجٌ - বক্রতা شَوْكَةٌ ব-ব شَوْكَاتٌ - কাঁটা। شَوْكِىٌّ - কাঁটা যুক্ত। شَوْكًا (ن) - কাঁটা বিদ্ধ করা। إِشْرَاقًا - উদ্ভাসিত হওয়া। عَقِيْدَةٌ ব-ব عَقَائِدُ - বিশ্বাস, মতাদর্শ। وَهْمٌ ব-ব أَوْهَامٌ - ধারণা, কল্পনা। وَهْمِىٌّ - ধারণা প্রসূত। وَهْمًا - (ض) - ধারণা করা। خُرَافَةٌ ব-ব خُرَافَاتٌ উপকথা, অলীক কাহিনী। أُسْطُوْرَةٌ ব-ব أَسَاطِيْرُ - উপাখ্যান, রূপ

কথা। تَخْمِيْنًا - অনুমান করা। تَفْرِيْطًا - শিথিলতা করা, অবহেলা করা। إِفْرَاطًا - অতিরঞ্জন করা, বাড়াবাড়ি করা। تَقْصِيْرًا - খাটো করা, অবহেলা করা। مُجَاوَزَةً - সীমা লঙ্ঘন করা। هَضْمًا (ض) - হজম করা, আত্মসাৎ করা। سِيَاسَةً - রাজনীতি। إِسْتِبْدَادًا - স্বেচ্ছাচারী হওয়া। عَبَثًا (س) - খেলা করা, তামাশা করা।

اَلشَّرِيْعَةُ

وَخَرَجَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَيْشِ الْبَهَائِمِ إِلٰى عَيْشِ النَّاسِ - وَصَارُوْا يَعِيْشُوْنَ فِى الْبَرِّيَّةِ كَالْأَحْرَارِ الْأَشْرَافِ هُنَالِكَ احْتَاجُوْا إِلٰى شَرِيْعَةٍ إِلٰهِيَّةٍ تَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَتُنِيْرُ لَهُمُ السَّبِيْلَ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَايَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعِيْشَ كَإِنْسَانٍ إِلَّا بِشَرِيْعَةٍ إِلٰهِيَّةٍ وَالَّا بِنُوْرٍ مِنْ رَبِّهِ - اَلْعَالَمُ كُلُّهُ ظَلَامٌ فِىْ ظَلَامٍ إِلَّا مَنْ أَشْرَقَ لَهُ نُوْرٌ مِنْ رَبِّهِ وَذٰلِكَ النُّوْرُ هُوَ نُوْرُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِىْ يَهْتَدِىْ بِهِ النَّاسُ وَمَنْ لَمْ يَهْتَدِ بِهٰذَا النُّوْرِ كَانَ فِىْ ضَلَالٍ يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ فَالْعَقَائِدُ بِغَيْرِ هٰذَا النُّوْرِ أَوْهَامٌ وَخُرَافَاتٌ يَضْحَكُ مِنْهَا الْأَطْفَالُ - أَمَا سَمِعْتُمْ عَقَائِدَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْكُفَّارِ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَخُرَافَاتِهِمْ وَأَسَاطِيْرَهُمْ - وَالْعِلْمُ جَهْلٌ وَظَنٌّ وَتَخْمِيْنٌ وَشَكٌّ" إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَايُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا" . وَالْأَخْلَاقُ تَفْرِيْطٌ وَإِفْرَاطٌ وَتَقْصِيْرٌ وَإِسْرَافٌ أَمَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ لَايَتَّبِعُوْنَ الْأَنْبِيَاءَ كَيْفَ يَهْضِمُوْنَ الْحُقُوْقَ وَكَيْفَ يَجَاوَزُوْنَ الْحُدُوْدَ وَكَيْفَ يَتَّبِعُوْنَ الْهَوٰى؟ وَالْحُكْمُ وَالسِّيَاسَةُ ظُلْمٌ وَاسْتِبْدَادٌ وَخَبْطٌ فِىْ أَمْوَالِ النَّاسِ وَحُقُوْقِهِمْ وَدِمَائِهِمْ - أَمَا رَأَيْتُمْ أُوْلِى الْأَمْرِ - مِمَّنْ لَايَخَافُوْنَ اللّٰهَ وَلَايَتَّبِعُوْنَ الشَّرِيْعَةَ - كَيْفَ يَخُوْنُوْنَ الْأَمَانَاتِ وَكَيْفَ يَعْبَثُوْنَ بِأَمْوَالِ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَعْبَثُوْنَ بِدِمَاءِ النَّاسِ وَحُقُوْقِهِمْ ؟ وَكَيْفَ اسْتَعْبَدُوا النَّاسَ وَجَعَلُوْهُمْ شِيَعًا يُذَبِّحُوْنَ رِجَالَهُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَهُمْ أَتَعْلَمُ كَمْ قُتِلَ فِىْ

الْحَرْبِ الْأُوْلٰى وَكَمْ قُتِلَ فِى الْحَرْبِ الثَّانِيَةِ؟ [1] فَالْعَالَمُ كُلُّهُ ظَلَامٌ فِىْ ظَلَامٍ فِىْ ظَلَامٍ إِلَّا مَنْ أَشْرَقَ لَهُ نُوْرٌ مِنْ رَبِّهٖ - "ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُوْرٍ" وَالنَّبِيُّ يُعَلِّمُ النَّاسَ كَيْفَ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ وَكَذٰلِكَ يُعَلِّمُهُمْ كَيْفَ يُعَامِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا - وَالنَّبِيُّ يُعَلِّمُ النَّاسَ آدَابَ الْحَيَاةِ مَعَ آدَابِ الدِّيْنِ وَيُعَلِّمُهُمْ آدَابَ الْأَكْلِ وَآدَابَ الشُّرْبِ وَأَدَبَ النَّوْمِ وَأَدَبَ الْمَجْلِسِ وَأَدَبَ كُلِّ شَيْءٍ وَيُعَلِّمُهُمُ الآدَابَ كَمَا يُعَلِّمُ الْوَالِدُ الشَّفِيْقُ أَبْنَاءَهُ الأَعِزَّةَ وَالنَّاسُ كَالْأَطْفَالِ الصِّغَارِ يَحْتَاجُوْنَ فِىْ كِبَرِهِمْ إِلٰى تَرْبِيَةِ الْأَنْبِيَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُوْنَ فِىْ صِغَرِهِمْ إِلٰى تَرْبِيَةِ الْآبَاءِ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَتَلَقَّوْا هٰذِهِ التَّرْبِيَةَ النَّبَوِيَّةَ وَلَمْ يَتَعَلَّمُوا الآدَابَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَأَشْجَارِ الْبَرِّيَّةِ نَبَتَتْ وَنَشَأَتْ بِنَفْسِهَا فَتَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَشَوْكًا وَفَسَادًا ـ

আসমানী বিধান প্রয়োজন

বনী ইসরাঈল পাশবিক জীবন থেকে মানবিক জীবনে ফিরে এলো এবং স্বাধীন সম্ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় মরুভূমিতে বাস করতে লাগলো। সেখানে তাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য ও তাদের চলার পথ আলোকিত করার জন্য তারা আসমানী বিধানের প্রয়োজন অনুভব করলো। কারণ আসমানী বিধান ও প্রতিপালকের নূর ব্যতীত কেউ মানবীয় জীবন যাপন করতে পারেনা। সমগ্র বিশ্ব অন্ধকারে আচ্ছন্ন সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে আপন প্রতিপালকের নূরে উদ্ভাসিত। আর সেটাই হচ্ছে নবীদের নূর, যার মাধ্যমে পথ হারা মানুষ পথের সন্ধান লাভ করে। যে এই নূর অবলম্বন করেনি সে অন্ধের ন্যায় দিশাহারা হয়ে চলে। এই নূর ছাড়া 'আকীদা বিশ্বাস হলো বাজে কল্পনা, যা দেখে শিশুরাও হাসে।

---

(١) للمعلم : عدد المصابين فى الحرب الأولى الكبر ى (١٩١٤-١٩١٨) على ماحققه الإنكليزى السياسي الحبير اى اليس تاونسند أكثر من سبعة وثلاثين مليونا ٣٧٥١٨٨٦ رجل المقتولون منهم ٨٤٣٥١٥ نسمة وقدر النائب البر يطانى المستر مبكسين أن عدد المصابين فى الحرب الثانية الكبرى لايقل عن خمسين مليونا

তোমরা কি কাফির, মুশরিক, ইহুদী ও খৃষ্টানদের 'আকীদা বিশ্বাস, কুসংস্কার ও কল্পকাহিনী শোনোনি? এই নূর ছাড়া জ্ঞান হলো মূর্খতা, ধারণা, অনুমান ও সন্দেহ। যেমন আল্লাহ্ বলেন, তারা কেবল ধারণারই অনুসরণ করে, সত্যের মোকাবেলায় ধারণা কোন কাজে আসেনা"। এইনূর ছাড়া চরিত্র হলো, ত্রুটি ও শিথিলতা, কিংবা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি। তোমরা কি দেখনি, যারা নবীদের অনুসরণ করেনি তারা কিভাবে মানুষের হক নষ্ট করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে? এই নূর ছাড়া রাজত্ব ও রাজনীতি হলো, অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারীতা এবং মানুষের জান-মাল ও অধিকারের ব্যাপারে ভ্রষ্টতা। তোমরা কি শাসকদের অবস্থা দেখনি, (যারা আল্লাহ্কে ভয় করেনা এবং শরী'আতের অনুসরণ করেনা) কিভাবে তারা আমানতের খেয়ানত করে এবং মানুষের জান-মাল ও অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলে?! কিভাবে তারা মানুষকে দাস বানিয়ে রাখে, আর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে, পুরুষদেরকে হত্যা করে এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখে, যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে হয়েছিল।

অতএব সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যার জন্য স্বীয় প্রতিপালকের নূর উদ্ভাসিত হয়েছে।" অন্ধকারের উপর অন্ধকার, যদি হাত বের করে তাহলে তা দেখা যায়না। বস্তুত আল্লাহ্ যার জন্য নূর রাখেননি তার কোন নূর নেই। নবীগণ লোকদেরকে 'ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দেন, তদ্রুপ পরস্পরের সঙ্গে আচার ব্যবহার শিক্ষা দেন। নবীগণ লোকদেরকে দ্বীন শিখানোর সাথে সাথে জীবন যাপনের আদব শিক্ষা দেন। পানাহারের আদব, ঘুমের আদব, মজলিসে বসার আদব ও সব কিছুর আদব শিক্ষা দেন। তাঁরা উম্মতদেরকে বিভিন্ন আদব শিক্ষা দেন, যেমন স্নেহশীল পিতা তাঁর প্রিয় সন্তানদেরকে আদব শিক্ষা দেন। মানুষ শৈশবে পিতামাতার শিক্ষা দীক্ষার প্রতি যতটুকু মুখাপেক্ষা, পরিণত বয়সে নবীদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তার চেয়েও বেশী মুখাপেক্ষী। যারা এই নববী শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং নবীদের থেকে আদব-কায়দা শিখেনি তারা মরুভূমির বৃক্ষের ন্যায়, যা নিজে নিজে জন্ম নেয় ও বড় হয়। ফলে তাতে বক্রতা, কাঁটা ও নষ্টতা দেখা যায়।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(وَمَنْ لَمْ يَهْتَدِ بِهٰذَ النُّوْرِ كَانَ فِىْ ضَلَالٍ يَخْبُطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ)

ফেয়েল-ফায়েল (بِهٰذَ النُّوْرِ) ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে শর্ত, (كَانَ) ফে'য়েলে নাকিস ,তার মাঝে বিদ্যমান যমীর هُوَ ইসমে নাকিস, (فِىْ ضَلَالٍ) - غَارِقًا শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক। শিবহুল ফে'য়েলের মাঝে বিদ্যমান যমীর هُوَ জুলহাল, (يَخْبِطُ) ফে'য়েল-ফা'য়েল, (خَبْطَ عَشْوَاءَ) মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ্ মিলে মাফ'উলে মুতলাক, অতঃপর সবগুলো মিলে জুমলা হয়ে হাল, জুলহাল ও হাল মিলে খবরে নাকিস। উভয়

মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে জাযা, পরিশেষে শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শরতিয়া।

(عَيَانًا/عَفْوًا) - عَيَانًا শব্দটি তারকীবে মাফ'উলে মুতলাক হয়। যথা رَأَيْتُ أَخَاكَ عَيَانًا আর عَفْوًا শব্দটি তারকীবে হাল হয়। যথা قَامَ بِالْعَمَلِ عَفْوًا অর্থাৎ بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَطَلَبٍ আবার কখনও উহ্য ফে'য়েল থেকে مَفْعُوْل مُطْلَق হয়। যথা عَفْوًا অর্থাৎ اعْفُ عَنِّىْ عَفْوًا কিংবা অর্থ বা مَفْعُوْل بِهٖ হলো أَطْلُبُ مِنْكَ عَفْوًا

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مِنْ أَيْنَ خَرَجَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٢) كَيْفَ عَاشَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ فِى الْبَرِّيَّةِ؟

(٣) لِمَ مَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلٰى شَرِيْعَةٍ إِلٰهِيَّةٍ؟

(٤) أُذْكُرْ حَالَ مَنْ لَمْ يَهْتَدِ بِنُوْرِ الْأَنْبِيَاءِ؟

(٥) كَيْفَ الْعَقَائِدُ بِغَيْرِ نُوْرِ الْأَنْبِيَاءِ؟

(٦) مَا حَالُ الَّذِيْنَ لَايَتَّبِعُوْنَ الْأَنْبِيَاءَ؟

(٧) اشْرَحْ حَالَ أُوْلِى الْأَمْرِ الَّذِيْنَ لَا يَخَافُوْنَ اللّٰهَ؟

(٨) كَمْ قُتِلَ فِى الْحَرْبِ الْأُوْلٰى وَكَمْ قُتِلَ فِى الْحَرْبِ الثَّانِيَةِ؟

(٩) مَاذَا يُعَلِّمُ الْأَنْبِيَاءُ النَّاسَ؟

(١٠) مَتٰى يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلٰى تَرْبِيَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْآبَاءِ؟

(١١) بَيِّنْ أَهَمِّيَّةَ تَرْبِيَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِى كِبَرِ النَّاسِ؟

(١٢) مَا حَالُ الَّذِيْنَ لَا يَتَلَقَّوْنَ التَّرْبِيَةَ النَّبَوِيَّةَ وَلَا يَتَعَلَّمُوْنَ الْأَدَبَ مِنْهُمْ؟

(١٣) أُذْكُرْ سَبَبَ النَّصَبِ فِى هٰذِهِ الْعِبَارَةِ "أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُوْنَ"

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৪০)

خَبْطًا (ض) - আঘাত করা। خَبَطَ عَشْوَاءَ - অন্ধের মত চলা। جَاحِدٌ ব-ব جُحَدٌ - অস্বীকারকারী। خِلَافَةٌ - (ن) - উত্তরাধিকারী হওয়া। حَثًّا (ن) - অনুপ্রাণিত করা। تَعَجُّلًا - তাড়াহুড়া করা। إِعْجَالًا - তাড়া দেওয়া। أَثَرٌ ব-ব آثَارٌ - ছাপ, প্রভাব। إِيْثَارًا (عَلٰى) - অগ্রাধিকার দেওয়া। مُنَاجَاةٌ - চুপিসারে কথা বলা। دُنُوًّا (مِنْهُ - ن) - নিকটবর্তী হওয়া। إِدْنَاءً - নিকটবর্তী

করা। إِدْرَاكًا - (بِالْبَصَرِ) - অবলোকন করা। لَطَافَةً - (ك) কোমল হওয়া। لَطِيْفٌ - কোমল, সূক্ষ্ম। تَصَدُّعًا - ফেটে যাওয়া। إِسْتِقْرَارًا - স্থির হওয়া। تَجَلِّيًا - উদ্ভাসিত হওয়া। دَكًّا (ن) -গুড়ো করা। خَرًّا (ض) - উঁচু থেকে পড়া। خَرَّ مَيِّتًا - মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া। صَعِقًا - (س) - মূর্ছা যাওয়া। إِفَاقَةً - সংজ্ঞা ফিরে পাওয়া। إِصْطِفَاءٌ - নির্বাচন করা। لَوْحٌ - ব-ব أَلْوَاحٌ - ফলক, তক্তা, সাইনবোর্ড। جَسَارَةً -(ن)- সাহসী হওয়া। تَجْسِيْرًا - সাহসী করা। جَهْرَةً - প্রকাশ্যে। صَاعِقَةٌ - ব-ব صَوَاعِقُ - বজ্রাঘাত। جَرَاءَةً (ك) নির্ভীক হওয়া।

التَّوْرَاةُ

وَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ لَايَضِيْعَ بَنُوْإِسْرَائِيْلَ كَمَا ضَاعَتْ أُمَمٌ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَهُدًى مِنَ اللّٰهِ - وَأَرَادَ أَنْ لَايَخْبِطُوا خَبْطَ عَشْوَاءَ كَمَاخَبَطَتْ أُمَمٌ خَبْطَ عَشْوَاءَ - أَمَرَ اللّٰهُ مُوْسٰى أَنْ يَتَطَهَّرَ وَأَنْ يَّصُوْمَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَأْتِى إِلٰى طُوْرِ سَيْنَاءَ حَتّٰى يُكَلِّمَهُ رَبُّهُ وَيَتَلَقّٰى كِتَابًا يَكُوْنُ لَهُمُ الْإِمَامُ - اِخْتَارَ مُوْسٰى مِنْ قَوْمِهٖ سَبْعِيْنَ رَجُلًا يَكُوْنُوْنَ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ لِأَنَّ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ قَوْمٌ جُحُدٌ - وَقَالَ لِأَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ - لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَابُدَّ لَهَامِنْ إِمَامٍ، سَارَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِ رَبِّهٖ ،وَلٰكِنَّهُ حَثَّهُ الشَّوْقُ إِلٰى رَبِّهٖ فَتَعَجَّلَ وَسَبَقَ إِلَى الطُّوْرِ - قَالَ اللّٰهُ : "مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوْسٰى" ؟ "قَالَ هُمْ أُوْلَاءِ عَلٰى أَثَرِىْ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى" وَأَمَرَهُ اللّٰهُ أَنْ يُّتِمَّ مِيْقَاتِ رَبِّهٖ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً - وَصَلَ مُوْسٰى إِلٰى طُوْرِ سَيْنَاءَ فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَنَاجَاهُ وَقَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ فَزَادَهُ ذٰلِكَ شَوْقًا فَقَالَ "رَبِّ أَرِنِىْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ" - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَنَّ مُوْسٰى لَايَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ لِأَنَّ اللّٰهَ "لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ" - وَإِنَّ الْجِبَالَ لَاتَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ بَلْ إِنَّ الْجِبَالَ لَاتَسْتَطِيْعُ أَنْ تَحْمِلَ كَلَامَهُ فَضْلًا

عَنْ نُوْرِهِ - "لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ" - فَقَالَ لَنْ تَرَانِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيْ - فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا- فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ" - "قَالَ يَامُوْسٰى إِنِّيْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِيْ وَبِكَلَامِيْ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ" -

أَخَذَ مُوْسٰى الْأَلْوَاحَ وَفِيْهَا كُلُّ مَايَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِكُلِّ شَيْءٍ - وَأَمَرَهُ اللّٰهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقُوَّةٍ وَيَأْمُرَ قَوْمَهُ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا - وَلَمَّا وَصَلَ مُوْسٰى إِلَى السَّبْعِيْنَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالُوْا فِيْ وَقَاحَةٍ وَجَسَارَةٍ - "لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً" غَضِبَ اللّٰهُ عَلٰى هٰذِهِ الْوَقَاحَةِ وَالْجَرَاءَةِ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ لَايَتَحَمَّلُوْنَ هٰذِهِ الصَّاعِقَةَ الَّتِيْ خَلَقَهَا اللّٰهُ فَكَيْفَ يَتَحَمَّلُوْنَ نُوْرَ اللّٰهِ ؟ وَدَعَا مُوْسٰى رَبَّهُ وَقَالَ : "رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا" ؟ وَأَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُ وَبَعَثَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ-

তাওরাত অবতীর্ণ হলো

আল্লাহ্ চাইলেন যেন বনী ইস্‌রাঈল ধ্বংস না হয়, যেমনি ভাবে বহু জাতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিতাব ও হিদায়াত ছাড়া ধ্বংস হয়েছিল। তিনি চাইলেন বনী ইস্‌রাঈল যেন উদভ্রান্তের ন্যায় না চলে, যেমন ইতিপূর্বে বহু সম্প্রদায় উদভ্রান্তের ন্যায় চলেছিল। আল্লাহ্ তা'য়ালা মূসা (আঃ) কে আদেশ করলেন, যেন পবিত্র হয়ে ত্রিশ দিন রোযা রাখেন। তারপর সায়নার তুর পর্বতে এসে তাঁর প্রভুর সাথে কথা বলেন এবং তাঁর থেকে কিতাব গ্রহণ করেন, যা তাদের জন্য একজন পথ প্রদর্শক হবে। মূসা (আঃ) তাঁর কওম থেকে সত্তরজন লোককে সাক্ষী হিসাবে মনোনীত করলেন। কারণ বনী ইস্‌রাঈল অস্বীকারকারী সম্প্রদায়।

মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারুন (আঃ) কে বললেন, (আমার অনুপস্থিতিতে) তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আমার কওমকে সংশোধণ করবে, কিন্তু ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেনা।" কেননা জামা'আতের জন্য পরিচালক আবশ্যক। মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু প্রবল আগ্রহ তাঁকে ব্যাকুল করে তুললো। তাই তিনি কওমের আগেই তুর পাহাড়ে পৌঁছে গেলেন। আল্লাহ্ বললেন, হে মূসা! তুমি কওমের আগে চলে আসলে কেন? "তিনি বললেন, এই তো তারা আমার পেছনে আসছে। আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। আল্লাহ্ তা'য়ালা মূসা (আঃ) কে তাঁর নির্ধারিত চল্লিশ রাত্রি পূর্ণ করার আদেশ করলেন। মূসা (আঃ) সাইনা পর্বতে উপনিত হলেন এবং প্রতিপালকের সাথে একান্তে কথা বললেন। তাঁর প্রভু তাঁকে নৈকট্য দান করলেন, আর তাতে মূসা (আঃ) এর আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।

তাই তিনি (অধীর হয়ে) বলে উঠলেন, প্রভূহে! আপনাকে প্রকাশ করুন, যেন আমি আপনাকে অবলোকন করতে পারি।" আল্লাহ্ জানেন যে, মূসা (আঃ) তা সহ্য করতে পারবেনা। কেননা আল্লাহ্‌কে কোন চক্ষু অবলোকন করতে পারেনা, বরং তিনিই সকলকে অবলোকন করেন। তিনি সূক্ষ্ম দর্শী ও সর্বজ্ঞ।" পাহাড় তা অবলোকন করতে সক্ষম নয়, বরং পাহাড়তো আল্লাহ্‌র কথাই বহন করতে পারেনা, নূরতো দূরের কথা।" যদি এই কুরআন পাহাড়ে নাযিল করা হতো, তাহলে অবশ্যই তাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ দেখতে পেতে।

তাই আল্লাহ্ বললেন, তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকে তাহলে আমাকে দেখতে পাবে।" তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে উদ্ভাসিত হলেন। তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, আর মূসা (আঃ) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো, তখন তিনি (আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে) বললেন, আপনি মহান, আমি আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম, আর আমি প্রথম মুমিন। আল্লাহ্ মূসা (আঃ) কে বললেন, হে মূসা! আমার রেসালাত ও আমার সাথে কথা বলার জন্য লোকদের মাঝে আমি তোমাকে মনোনীত করলাম। অতএব আমি যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও। "মূসা (আঃ) কাষ্ঠ ফলকটি তুলে নিলেন। তাতে বনী ইসরাঈলের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সব কিছুর বিশদ বিবরণ লিখিত ছিল। আল্লাহ্ মূসা (আঃ) কে তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার আদেশ করলেন এবং কওমকে তা উত্তমভাবে গ্রহণ করার আদেশ দিতে বললেন। মূসা (আঃ) যখন তাঁর কাওমের সেই সত্তরজন লোকের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্ প্রদত্ত নে'য়ামতের সুসংবাদ জানালেন তখন তারা নির্লজ্জতা ও দুঃসাহসিকতার সাথে বললো "আমরা আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যভাবে না দেখা পর্যন্ত কিছুতেই ঈমান আনবোনা।" তাদের এই নির্লজ্জতা ও দুঃসাহসের কারণে আল্লাহ্ তাদের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। ফলে তারা বজ্রাহত হলো। তারা স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছিল। তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এই বজ্রই সহ্য করতে পারলোনা, তাহলে

আল্লাহ্‌র নূর সহ্য করবে কিভাবে? তখন মূসা (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট দো'য়া করলেন, প্রভু হে! আপনি "ইচ্ছা করলে ইতিপূর্বে তাদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন। আপনি কি এই নির্বোধদের অপরাধের কারণে আমাদেরকে ধবংস করে দিবেন?! আল্লাহ্ মূসা (আঃ) এর দো'য়া কবুল করলেন এবং তাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করলেন, যেন তারা কৃতজ্ঞ হয়।"

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ)

(لَوْ) হরফে শর্ত, (أَنْزَلْنَا) ফে'য়েল-ফা'য়েল, (هٰذَا الْقُرْآنَ) মুবদাল মিনহু ও বদল মিলে মাফ'উলে বিহী, (عَلٰى جَبَلٍ) জর-মাজরুর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, অতঃপর সবগুলো মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে শর্ত, (ل) (حَرْف تَسْوِيف) (رَأَيْتَ) ফে'য়েল-ফা'য়েল (ه) জুলহাল, (خَاشِعًا) প্রথম হাল, (مُتَصَدِّعًا) শিবহুল ফে'য়েল, (مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ) শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, শিবহুল ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে শিবহুল জুমলা হয়ে দ্বিতীয় হাল, জুলহাল ও উভয় হাল মিলে মাফ'উলে বিহী, অতঃপর সবগুলো মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়ে জাযা। পরিশেষে শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শরতিয়া।

(عَمَّ/ عَمَّا)- عَمَّ লফযটি হরফে জর عَنْ ও ইস্তিফহামের অব্যয় مَا দ্বারা গঠিত। أَلِف কে হযফ করা হয়েছে। যথা عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ এখানে জর মাজরুর মিলে পরবর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। পক্ষান্তরে **(عَمَّا)** লফযটি হরফে জর عَنْ ও অতিরিক্ত অব্যয় مَا দ্বারা গঠিত। যথা عَمَّا قَلِيْلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِيْنَ

(عَنْ) হরফে জর, (مَا) অতিরিক্ত অব্যয়, তারকীবে কোন স্থান নেই। (قَلِيْل) মাজরুর, উভয় মিলে পরবর্তী ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, (نَادِمِيْنَ) ফে'য়েলে নাকিসের খবর, পরিশেষে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٢) بِمَ أَمَرَ اللّٰهُ مُوْسٰى وَلِأَيِّ غَرَضٍ أَمَرَ؟

(٣) كَمْ يَوْمًا صَامَ مُوْسٰى وَمَا كَانَ غَرَضُهُ بِالصَّوْمِ؟

(٤) مَا اسْمُ الْجَبَلِ الَّذِيْ كَلَّمَ مُوْسٰى هُنَاكَ رَبَّهُ وَنَاجَاهُ؟

(٥) كَمْ رَجُلًا اِخْتَارَ مُوْسٰى مِنْ قَوْمِهِ وَمَا سَبَبُ اِخْتِبَارِهِمْ؟

(٦) بِمَ أَوْصَى مُوسَى أَخَاهُ هَارُوْنَ وَمَتَى أَوْصَى؟

(٧) لِمَ تَعَجَّلَ مُوْسَى إِلَى الطُّوْرِ قَبْلَ مِيْقَاتِ رَبِّهِ؟

(٨) مَاذَا فَعَلَ اللّٰهُ بِمُوْسَى فِيْ طُوْرِ سَيْنَاءَ؟

(٩) مَاذَا قَالَ اللّٰهُ لِمُوْسَى عِنْدَمَا أَرَادَ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَيْهِ؟

(١٠) أَيُمْكِنُ لِلْجِبَالِ أَنْ تَتَحَمَّلَ نُوْرَ اللّٰهِ؟

(١١) مَاذَا حَدَثَ لَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ؟

(١٢) وَلَمَّا أَفَاقَ مُوْسَى مِنْ إِغْمَائِهِ؟ فَمَاذَا قَالَ ؟

(١٣) بِمَ أَوْصَى اللّٰهُ مُوْسَى بَعْدَ أَنْ آتَاهُ الْأَلْوَاحَ؟

(١٤) أَيُّ شَيْءٍ كَانَ فِي الْأَلْوَاحِ الَّتِيْ أَخَذَهَا مُوْسَى؟

(١٥) مَاذَا قَالَ النَّاسُ لَمَّا أَخْبَرَهُمْ مُوْسَى بِمَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ؟

(١٦) بِمَ دَعَا مُوْسَى إِلَى اللّٰهِ وَهَلْ أَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৪১)

(إِلَى) تَسَرُّبًا - প্রবেশ করা। كَرَاهَةٌ - ঘৃণা। (ض) قَرْنًا - মিলানো, যুক্ত করা। (ض) عِتْقًا - পুরাতন হওয়া, মুক্ত হওয়া। عَتِيْقٌ - প্রাচীন। (ض) وَهْنًا - শক্তিহীন হওয়া। وَاهِنٌ - দুর্বল। (ض) غَيًّا - বিভ্রান্ত হওয়া। اِنْحِدَارًا - নেমে আসা। (ض) بُغْيَةٌ - চাওয়া। (عَلَى- ض) عُكُوْفًا - অবস্থান গ্রহণ করা। فَرِيْسَةٌ ب-ب فَرَائِسُ - শিকার। عِجْلٌ ب-ب عُجُوْلٌ - বাছুর। خُوَارٌ - হাম্বা রব, গর্জন। (ض) فُتُوْنًا - বিমোহিত করা। أَصَمُّ ب-ب صُمٌّ - বধির। أَعْمٰى ب-ب عُمْيَانٌ - অন্ধ। أَبْكَمُ ب-ب بُكْمٌ নির্বাক - إِشْرَابًا - পান করানো। (س) بَرْحًا - ক্ষান্ত হওয়া। مَا بَرِحَ - চলতে থাকা। (ض) زَيْغًا - বক্র হওয়া। عَنْ - إِزْغَةٌ - বক্র করা। خُدُوْرٌ - নিম্নভূমি। (ف) - سِحْرًا যাদু করা। مَسْحُوْرٌ - যাদুগ্রস্ত।

اَلْعِجْلُ

وَكَانَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ يَعِيْشُوْنَ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ مِصْرَ مُنْذُ قُرُوْنٍ - وَكَانَ الْأَقْبَاطُ يَعْبُدُوْنَ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً فِيْ مِصْرَ وَبَنُوْ إِسْرَائِيْلَ يَرَوْنَ ذٰلِكَ بِعُيُوْنِهِمْ - وَزَالَتْ مِنْهُمْ كَرَاهَةُ الشِّرْكِ وَتَسَرَّبَ إِلَيْهِمْ حُبُّهُ كَمَا يَتَسَرَّبُ الْمَاءُ إِلَى بَيْتٍ وَاهِنٍ عَتِيْقٍ - وَكَانُوْا كُلَّمَا وَجَدُوْا فُرْصَةً انْحَدَرُوْا إِلَى الشِّرْكِ كَمَا يَنْحَدِرُ الْمَاءُ إِلَى

الْحُدُور - وَزَاغَتْ قُلُوبُهُمْ وَفَسَدَ ذَوْقُهُمْ "فَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا" جَازُوا الْبَحْرَ" فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ "قَالُوا يٰمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ" وَغَضِبَ مُوسَى وَقَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ "يَالَلْعَجَبِ! يَالَلظُّلْمِ! إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ وَفَضَّلَكُمْ وَآتَاكُمْ مَالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ - أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِيكُمْ إِلٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ" - سَارَ مُوسَى إِلَى الطُّورِ وَغَابَ عَنْهُمْ أَيَّامًا فَكَانُوا صَيْدَ الشَّيْطَانِ وَفَرِيسَةَ الشِّرْكِ۔

قَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ السَّامِرِيُّ" فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هٰذَا إِلٰهُكُمْ وَإِلٰهُ مُوسَى فَنَسِيَ" وَفُتِنَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِهٰذَا الْعِجْلِ وَخَرُّوا عَلَيْهِ صُمًّا وَعُمْيَانًا - "أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا" - أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا" - وَنَهَاهُمْ هٰرُونُ عَنْ ذٰلِكَ وَاجْتَهَدَ وَقَالَ "يٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي" - وَلٰكِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا مَفْتُونِينَ بِسِحْرِ السَّامِرِيِّ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ فَقَالُوا - لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى

গো-বৎস পূজা

বনী ইসরাঈল মুশরিকদের সাথে কয়েক শতাব্দি যাবত মিসরে বসবাস করেছিল। কিবতিরা মিসরে বিভিন্ন জিনিসের পূজা করতো, আর বনী ইস্রাঈল তা স্বচক্ষে দেখতো। ফলে তাদের অন্তর থেকে শিরকের ঘৃণা দূর হয়ে শিরকের ভালবাসা প্রবেশ করেছিল। যেমন দুর্বল পুরাতন বাড়িতে চুইয়ে পানি প্রবেশ করে। যখনই তারা সুযোগ পেত শিরকের দিকে ধাবিত হতো, যেমন ঢালুভূমির দিকে পানি ধাবিত হয়। তাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের রুচি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা সৎপথ দেখলেও সেটাকে পথ বলে গ্রহণ করত না। কিন্তু ভ্রান্ত পথ দেখলে সেটাকে তারা পথ হিসাবে গ্রহণ করত। তারা সাগর পার

হয়ে মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা এক কওমের নিকট উপস্থিত হলো। তখন তারা বললো, হে মূসা! আপনি আমাদের জন্য তাদের ন্যায় ইলাহ্ নির্ধারণ করুন। মূসা (আঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন "তোমরা মূর্খ সম্প্রদায়। কী আশ্চর্য! কী অবিচার! আল্লাহ্ তোমাদেরকে নি'য়ামত দান করেছেন এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং জগতে কাউকে যা দেননি তা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আমিকি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ তালাশ করবো, অথচ তিনি তোমাদেরকে জগতবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন? মূসা (আঃ) তুর পাহাড়ে চলে গেলেন এবং তাদের থেকে কিছুদিন অনুপস্থিত থাকলেন। ফলে তারা শয়তান ও শিরকের শিকারে পরিণত হলো।

তাদের মধ্য থেকে সামেরী নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াল। সে হাম্বা রব বিশিষ্ট এক গো বৎস তৈরী করে বললো, এটা তোমাদের ও মূসার ইলাহ। কিন্তু মূসা এর কথা ভুলে গেছে।" গো বৎসের কারণে বনী ইসরাঈল ফেতনায় পড়ে গেল। ফলে তারা অন্ধ ও বধিরের ন্যায় বাছুরের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়লো।" তারা কি দেখেনা যে, বাছুরটি তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন উপকার বা অপকারের ক্ষমতা রাখেনা?" তারাকি দেখেনা যে, বাছুর তাদের সাথে কথা বলতে ও তাদের উপকার করতে পারেনা? হারুন (আঃ) তাদেরকে বাধা দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, হে আমার কওম! তোমরা এই প্রতিকৃতি দ্বারা ফেতনায় পড়েছ। আল্লাহ্ই তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মান্য কর। কিন্তু বনী ইস্রাঈল সামেরীর যাদুতে আসক্ত হলো এবং তাদের অন্তরে গো-বৎস প্রীতি সঞ্চারিত হলো। ফলে তারা বললো, "মূসা (আঃ) ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসেই থাকবো।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْسٰى)

(لَنْ) নফীকে সুদৃঢ়কারী অব্যয়, (نَبْرَحَ) ফে'য়েলে নাকিস, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর نَحْنُ ইসমে নাকিস, (عَلَيْهِ) পরবর্তী শিবহুল ফে'য়েলের সাথে প্রথম মুতা'য়াল্লিক, (عَاكِفِيْنَ) শিবহুল ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর শিবহুল ফা'য়েল, (حَتّٰى) হরফে জর, পরবর্তী 'ইবারত জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে উহ্য أَنْ দ্বারা মাছদার হয়ে মাজরূর, জার-মাজরূর মিলে শিবহুল ফে'য়েলের সাথে দ্বিতীয় মুতা'য়াল্লিক, অতঃপর শিবহুল ফে'য়েল, ফা'য়েল ও উভয় মুতা'আল্লিক মিলে شِبْهُ الْجُمْلَةِ হয়ে খবরে নাকিস।

অবশেষে ইসমে নাকিস ও খবরে নাকিস মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়েছে।

عَوْض/عِوَضًا/فَوْرًا - (عِوَض) শব্দটি أَبَدًا এর অর্থ দান করে এবং বাক্যে ظرف زمان হয়। যথা لَا أَكْذِبُ عِوَض আমি ভবিষ্যতে কখনও মিথ্যা বলবোনা।

(عوضا) শব্দটি بَدَلًا এর স্থলে ব্যবহার হয় এবং বাক্যে অনুক্ত ফে'য়েল থেকে মাফ'উলে মুতলাক হয়, যথা نِمْتُ فِى الْفِرَاشِ عِوَضًا عَنْ أَخِى -
এখানে عِوَضًا শব্দটি أَعَاضَ ফে'য়েলে মাহযূফ থেকে মাফ'উলে মুতলাক হয়েছে (فَوْرًا) শব্দটি بِلَا إِبْطَاءٍ এর অর্থে ব্যবহার হয়, এটা মূলত مِنْ فَوْرِهِ ছিল। যেমন বলা হয় عَلِمْتُ بِالْخَبَرِ السَّارِّ فَرَكَضْتُ فَوْرًا এখানে জর দানকারী অব্যয় ফেলে নসব দেওয়া হয়েছে। এটাকে নাহব শাস্ত্রের পরিভাষায় مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ বলা হয়।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَعَ مَنْ عَاشَ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِى مِصْرَ؟
(٢) كَيْفَ زَالَتْ مِنْ قُلُوبِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَرَاهَةُ الشِّرْكِ؟
(٣) مَاذَا فَعَلُوا بَعْدَ أَنْ زَاغَتْ قُلُوبُهُمْ وَفَسَدَ ذَوْقُهُمْ؟
(٤) أَسَبِيلَ الرُّشْدِ اِتَّخَذَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَمْ سَبِيلَ الْغَيِّ؟
(٥) مَاذَا قَالُوا لِمُوسٰى لَمَّا أَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَعْكُفُوْنَ عَلٰى أَصْنَامٍ لَهُمْ؟
(٦) غَضِبَ مُوسٰى عَلٰى قَوْمِهِ وَمَاذَا قَالَ لَهُمْ؟
(٧) مَتٰى أَصْبَحَ بَنُو إِسْرَائِيلَ صَيْدَ الشَّيْطَانِ وَفَرِيْسَةَ الشِّرْكِ؟
(٨) مَاذَا أَحْدَثَ السَّامِرِيُّ بَعْدَ أَنْ غَابَ بِهٖ مُوسٰى عَنْهُمْ؟
(٩) مَاذَا قَالَ هَارُوْنُ لِبَنِى إِسْرَائِيلَ عِنْدَمَا فُتِنُوا بِالْعِجْلِ؟
(١٠) عَمَّ نَهٰى هَارُوْنُ بَنِى إِسْرَائِيلَ؟
(١١) أَانْتَهٰى بَنُو إِسْرَائِيلَ عَمَّا نَهَاهُمْ هَارُوْنُ؟
(١٢) اِشْرَحْ سَبَبَ الْإِعْرَابِ فِى كَلِمَتَىْ "صُمًّا وَعُمْيَانًا"؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৪২)

أَسَفًا (س) - মনক্ষুণ্ণ হওয়া। اِعْتِذَارًا - 'ওযর পেশ করা تَفْرِيقًا - বিভক্ত করা। تَفَرُّقًا - বিভক্ত হওয়া। رُقُوبًا (ن) - অপেক্ষা করা। اِلْتِفَاتًا - ফিরে তাকানো। خَطْبٌ - ব-ব - خُطُوبٌ - বিষয়, অবস্থা। اِعْتِرَافًا (بـه) - স্বীকার করা। جُرْمٌ - جُرُمٌ - অপরাধ। تَسْوِيلًا (نفس) - মোহনীয় রূপে তুলে ধরা। مِسَاس - স্পর্শ, ছোঁয়া। مُعَاقَبَةً - শাস্তি দেওয়া। اِنْفِرَادًا - একাকী হওয়া। مُنْفَرِدٌ - একাকী, নিঃসঙ্গ। أَلْفًا (س) - পছন্দ করা। أُلْفَةٌ - ঘনিষ্টতা, ভালবাসা। تَأْلِيفًا - রচনা করা, বন্ধুত্ব স্থাপন করা। تَنَجُّسًا - নাপাক হওয়া। تَنْجِيسًا - নাপাক

- مَلْعُونٌ । অভিশপ্ত । تَقَذُّرًا - নোংরা মনে করা । إِذْنَابًا - পাপ করা । مُذْنِبٌ - পাপী । إِفْتِرَاءٌ - অপবাদ দেওয়া । إِحْرَاقًا - পোড়ানো । نَفْضًا - (ن) - ঝেড়ে ফেলা, দূর করা । نَبْذًا - (ض) - নিক্ষেপ করা, ত্যাগ করা । الْعَهْدَ (عَلَيْهِ) - প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ।

اَلْعِقَابُ

وَلَمَّا أَخْبَرَاللّٰهُ مُوسٰى أَنَّ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ رَجَعَ إِلٰى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا- وَغَضِبَ عَلٰى قَوْمِهِ وَغَضِبَ لِلّٰهِ عَلٰى أَخِيْهِ هَارُوْنَ - "قَالَ يَاهَارُوْنُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوْا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِىْ ؟ وَاعْتَذَرَ هَارُوْنُ وَقَالَ إِنِّىْ خَشِيْتُ أَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ" - "قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِأَخِىْ وَأَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ" - ثُمَّ الْتَفَتَ مُوسٰى إِلَى السَّامِرِىِّ، قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَامِرِىُّ ؟ وَاعْتَرَفَ السَّامِرِىُّ بِجُرْمِهِ وَقَالَ : كَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ - قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى الْحَيَاةِ أَنْ تَقُوْلَ لَامِسَاسَ - وَعَاقَبَهُ مُوسٰى بِالْإِنْفِرَادِ يَمْشِىْ وَحْدَهُ وَيَعِيْشُ وَحْدَهُ كَالْوَحْشِىِّ لَايَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ - وَأَىُّ عِقَابٍ أَكْبَرُ مِنْ هٰذَا ؟ إِنَّ الَّذِىْ نَجَّسَ أُلُوْفًا مِنَ النَّاسِ بِالشِّرْكِ يَجِبُ أَنْ يَتَقَذَّرَهُ النَّاسُ وَيَنْبُذُوْهُ - إِنَّ الَّذِىْ فَرَّقَ بَيْنَ اللّٰهِ وَعِبَادِهِ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ -

إِنَّ الَّذِىْ دَعَا إِلَى الشِّرْكِ فِىْ أَرْضِ اللّٰهِ مُذْنِبٌ يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ الْأَرْضُ كُلُّهَا سِجْنًا لَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ مُوسٰى إِلَى الْعِجْلِ الْمَلْعُوْنِ فَأَمَرَ بِإِحْرَاقِهِ فَأُحْرِقَ ثُمَّ نَفَضَهُ فِى الْبَحْرِ - وَرَأٰى بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ مَصِيْرَ الْعِجْلِ الْمَعْبُوْدِ وَرَأَوْا ضُعْفَهُ وَعَجْزَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ مُوسٰى إِلٰى بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَقَالَ : يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ - وَكَذٰلِكَ فَعَلُوا وَقَتَلَ الَّذِيْنَ لَمْ يَعْبُدُوا الْعِجْلَ الَّذِيْنَ عَبَدُوْهُ وَهٰكَذَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ - وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ - وَكَذٰلِكَ عُبَّادُ الْعِجْلِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَذٰلِكَ الْمُشْرِكُوْنَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ !

সামিরীর শাস্তি

যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা মূসা (আঃ) কে জানিয়ে দিলেন যে, সামিরী বনী ইস্রাঈলকে পথ ভ্রষ্ট করেছে তখন তিনি ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এলেন। তিনি কওমের প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তে তাঁর ভাই হারুনের প্রতি রাগ করলেন। "তিনি বললেন, হে হারুন! যখন তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট হতে দেখলে তখন আমার আদেশের অনুসরণ করলেনা কেন? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে? হারুন (আঃ) 'ওযর পেশ করে বললেন, আমি আশংকা করেছি যে, আপনি বলবেন, তুমি আমার আদেশের অপেক্ষা না করে বনী ইস্রাঈলের মাঝে বিবেধ সৃষ্টি করেছ। কওম আমাকে দুর্বল মনে করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আপনার রহমতের মাঝে দাখিল করুন। আর আপনি সর্বাধিক দয়ালু।"

অতঃপর মূসা (আঃ) সামিরীর দিকে ফিরে বললেন, হে সামিরী! তোমার বক্তব্য কী? সামিরী তার অপরাধ স্বীকার করে বললো, আমার এটাই ভাল লেগেছে। মূসা (আঃ) বললেন যাও, পার্থিব জীবনে তোমার শাস্তি হলো তুমি বলবে, আমি অস্পৃশ্য।" মূসা (আঃ) তাকে নিঃসঙ্গতা দ্বারা শাস্তি দিলেন। ফলে সে বন্য পশুর ন্যায় একাকী চলাফেরা করতো এবং একাকী বসবাস করতো, যে কারো প্রতি অন্তরঙ্গ নয় এবং তার প্রতিও কেউ অন্তরঙ্গ নয়। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে? যে হাজার হাজার লোককে শিরকের মাধ্যমে নাপাক করেছে, মানুষের তাকে অপবিত্র মনে করা ও ত্যাগ করা উচিত। যে আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে বিভেধ সৃষ্টি করেছে তার ও মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা আবশ্যক। যে আল্লাহ্র যমীনে শিরকের দিকে আহবান করে সে এমন অপরাধী, যার জন্য সমস্ত যমীন কারাগার হওয়া উচিত। অতঃপর মূসা (আঃ) অভিশপ্ত গো বৎসের দিকে মনোসংযোগ করে তা জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ করলেন। ফলে তা কে জ্বালিয়ে সমুদ্রে ছিটিয়ে দেওয়া হলো। বনী ইসরাঈল তাদের উপাস্য গো

বৎসের করুণ পরিণতি এবং তার দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখতে পেল। অতঃপর মূসা (আঃ) বনী ইস্‌রাঈলের দিকে মনোযোগ দিয়ে বললেন, 'তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ। অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর এবং একে অপরকে হত্যা কর। তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।" ফলে তাই করা হলো। যারা গো-বৎস পূজা করেনি তারা পূজারীদেরকে হত্যা করলো। এভাবে আল্লাহ্‌পাক তাদের তওবা কবুল করলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'যারা বাছুরকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র ক্রোধ, এবং পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা অবতীর্ণ হবে। আর অপবাদ আরোপকারীদের প্রতিদান এমনই হয়ে থাকে। গো-বৎস পূজারী ও মুশরিকদের প্রতিদান কিয়ামত পর্যন্ত এমনই হবে। '

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(إِنَّ الَّذِى دَعَا إِلَى الشِّرْكِ فِىْ أَرْضِ اللّٰهِ مُذْنِبٌ يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ الْأَرْضُ كُلُّهَا سِجْنًا لَهُ)

(اَلَّذِىْ) ইসম মাওসূল, (إِلَى الشِّرْكِ) পূর্ববর্তী ফে'য়েলের সাথে প্রথম মুতা'য়াল্লিক, (فِىْ أَرْضِ اللّٰهِ) একই ফে'য়েলের সঙ্গে দ্বিতীয় মুতা'য়াল্লিক, ফে'য়েল ফা'য়েল ও উভয় মুতা'য়াল্লিক মিলে জুমলা হয়ে সিলা, ইসমে মাওসূল ও সিলা মিলে ইসমে إن হয়েছে, (مُذْنِبٌ) মাওসূফ, (الأَرْضُ) মুয়াক্কাদ, (كُلُّهَا) মুজাফ-মুজাফ ইলাইহ মিলে তাকীদ, উভয় মিলে ফে'য়েলে নাকিসের ইসম, (سِجْنًا) তার খবর, (لَهُ) মুতা'য়াল্লিক হয়েছে। তারপর ফে'য়েলে নাকিস তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে أن দ্বারা মাছদার হয়ে ফা'য়েল, ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে সিফাত, মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবরে إن হয়েছে। পরিশেষে إن তার ইসম ও খবরকে নিয়ে الجُمْلَةُ الإِسْمِيَّةُ হয়েছে। উল্লেখ্য, উপরোক্ত বাক্যে مُذْنِبٌ প্রথম খবর এবং বাকী অংশ দ্বিতীয় খবরও হতে পারে।

(لِئَلَّا) - শব্দটি লামে তালীল, إن নাসিবা ও لَا নাফিয়া দ্বারা গঠিত, যথা

عَلِّمُوا النَّاسَ لِئَلَّا يَكُوْنَ الْعِلْمُ حُجَّةً عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

(لَاجَرَمَ) - শব্দটির অর্থ আবশ্যকীয়। যথা لَا جَرَمَ أَنَّ الْحَقَّ مُنْتَصِرٌ (لَا) হরফে নফী, (جَرَمَ) ফে'য়েলে মাযী, الْحَقَّ أَنَّ এর ইসম, (مُنْتَصِرٌ) - أَنَّ এর খবর, উভয় মিলে জুমলা হয়ে أن দ্বারা মাছদার হয়ে جَرَمَ এর ফা'য়েল, পরিশেষে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا قَالَ مُوسٰى لِهَارُوْنَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ السَّامِرِيَّ أَضَلَّ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٢) مَاذَا قَالَ أَخُوْهُ هَارُوْنُ مُعْتَذِرًا؟

(٣) مَاذَا فَعَلَ مُوْسٰى بَعْدَ أَنْ سَمِعَ اِعْتِذَارَ هَارُوْنَ؟

(٤) أَاِعْتَرَفَ السَّامِرِيُّ بِجُرْمِهٖ؟

(٥) مَاذَا قَالَ مُوْسٰى لِلسَّامِرِيِّ بَعْدَ أَنِ اعْتَرَفَ السَّامِرِيُّ بِجُرْمِهٖ؟

(٦) بِمَ عَاقَبَ مُوْسٰى السَّامِرِيَّ؟

(٧) أَمَا كَانَ ذٰلِكَ الْعِقَابُ لَائِقًا بِجُرْمِهٖ؟

(٨) مَاذَا فَعَلَ مُوْسٰى بِالْعِجْلِ الْمَلْعُوْنِ؟

(٩) اِلْتَفَتَ مُوْسٰى إِلٰى بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَمَاذَا قَالَ لَهُمْ؟

(١٠) هَلْ تَابَ اللّٰهُ عَلٰى بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَمَا هِىَ طَرِيْقَةُ تَوْبَتِهِمْ؟

(١١) اُذْكُرْ حَدِيْثًا أَوْآيَةً عَنْ فَضِيْلَةِ التَّوْبَةِ ؟

(١٢) بَيِّنْ سَبَبَ النَّصَبِ فِىْ كَلِمَتَى "غَضْبَانَ أَسِفًا"؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৪৩)

(ك) جُبْنًا - ভীরু হওয়া। جَبَانٌ ب-ب جُبَنَاءُ - ভীরু, কাপুরুষ। شَبَابٌ - যৌবন, তারুণ্য। تَشْيِيْبًا - বৃদ্ধ বানানো। عِرْقٌ ب-ب عُرُوْقٌ - শিরা। عِرْقٌ (ن) سِيَادَةٌ - নেতৃত্ব দেওয়া। غَزْوًا (ن) অভিযান চালানো। غَزْوَةٌ ب-ب غَزَوَاتٌ - যুদ্ধ, অভিযান। غُرْبَةٌ - প্রবাস জীবন। غَرَابَةٌ (ك) - প্রবাসী হওয়া। تَغْرِيْبًا - নির্বাসিত করা। تَشْوِيْقًا - আগ্রহী করা। تَشَوُّقًا - আগ্রহী হওয়া। هَوْنًا (ن) - সহজ হওয়া। تَهْوِيْنًا (على) - সহজ করা। نَشَاطًا (س) - উদ্যমী হওয়া। تَنْشِيْطًا - উদ্যমী করা। نَشِيْطٌ ب-ب نِشَاطٌ - প্রাণবন্ত, উদ্যমী। لَائِقٌ - উপযুক্ত, যোগ্য। لِيَاقَةً (ض) - উপযোগী হওয়া। اِسْتِيْلَاءً (على) - প্রভাব বিস্তার করা, بُرُوْدًا -(ن) - শীতল হওয়া।

Note: the glossary line beginning "(ن) سِيَادَةٌ" also contains: - السُّوْسِ - যষ্ঠিমধু। عِرْقًا (س) - ঘামানো। تَعْرِيْقًا - ঘর্মাক্ত করা।

جُبْنُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

نَشَأَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ عَلَى الْعُبُوْدِيَّةِ فِيْ مِصْرَ وَعَلَى الذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَشَبَّ عَلَيْهِ الْأَطْفَالُ وَشَابَ عَلَيْهِ الشُّبَّانُ وَبَرَدَ فِيْ عُرُوْقِهِمُ الدَّمُ - وَأَصْبَحُوْا لَا يَحْلُمُوْنَ بِسِيَادَةٍ وَلَا يَتَحَدَّثُوْنَ بِغَزْوٍ وَلَا جِهَادٍ كَانَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ يَقْضُوْنَ أَيَّامَهُمْ فِي الْغُرْبَةِ لَيْسَ لَهُمْ وَطَنٌ وَلَا حُكْمٌ - فَأَرَادَ مُوْسَى بِوَحْيِ اللّٰهِ أَنْ يَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ أَرْضَ آبَائِهِمْ وَيَسْكُنُوْا فِيْهَا مُلُوْكًا أَحْرَارًا - وَلٰكِنَّ مُوْسَى كَانَ يَعْرِفُ طَبِيْعَةَ الْجُبْنِ وَالضُّعْفِ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ - فَأَرَادَ أَنْ يُشَوِّقَهُمْ وَأَنْ يُهَوِّنَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرَ لِأَنَّ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ قَدِ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْحَيْثِيُّوْنَ وَالْكِنْعَانِيُّوْنَ وَهُمْ قَوْمٌ أُوْلُوْ قُوَّةٍ وَأُوْلُوْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ - وَلَا يَدْخُلُ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ حَتّٰى يُخْرِجُوْا مِنْهَا هٰؤُلَاءِ الْجَبَّارِيْنَ - فَذَكَرَ نِعَمَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَمَا فَضَّلَهُمْ بِهِ عَلَى الْعَالَمِيْنَ - حَتّٰى يَنْشَطُوْا لِلْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَحَتّٰى يَكْرَهُوْا هٰذِهِ الْحَيَاةَ الذَّلِيْلَةَ غَيْرَ اللَّائِقَةِ بِأَبْنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَوْلَادِ الْمُلُوْكِ-

"وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ" - ثُمَّ قَالَ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ كَتَبَ لَكُمُ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ فَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقُوْمُوْا وَتَنْزِعُوْهَا مِنْ أَعْدَائِكُمْ - وَإِنَّ اللّٰهَ إِذَا كَتَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا وَقَدَّرَهُ لَهُ فَقَدْ هَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَا رَادَّ لِقَضَاءِ اللّٰهِ - "وَيَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ" - وَخَافَ أَنْ تَغْلِبَهُمْ طَبِيْعَةُ الْجُبْنِ فَقَالَ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى

أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِيْنَ - وَوَقَعَ مَا كَانَ يَحْذَرُهُ مُوسٰى فَكَانَ جَوَابُهُمْ عَلٰى كُلِّ مَاقَالَ مُوسٰى - يَامُوسٰى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوا مِنْهَا - وَقَالُوا فِىْ وَقَارٍ وَسُكُونٍ : فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ" - قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ" - وَلٰكِنَّ ذٰلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيْهِمْ وَقَالُوا : إِذَا كَانَ لَابُدَّ مِنَ الدُّخُولِ فَادْخُلْ أَنْتَ بِمُعْجِزَةٍ فَإِذَا سَمِعْنَا أَنَّكَ قَدْ دَخَلْتَهَا جِئْنَا فَدَخَلْنَا نَحْنُ أَيْضًا آمِنِيْنَ سَالِمِيْنَ - قَالُوا يَامُوسٰى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَادَامُوا فِيْهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُونَ - هُنَالِكَ غَضِبَ مُوسٰى وَيَئِسَ مِنْ هٰؤُلَاءِ - "قَالَ رَبِّ إِنِّىْ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِىْ وَأَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ" - قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُونَ فِى الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ" - وَفِىْ هٰذِهِ الْمُدَّةِ يَمُوتُ هٰذَا الْجِيْلُ الَّذِىْ نَشَأَ فِىْ مِصْرَ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ وَالذُّلِّ - وَيَنْشَأُ جِيْلٌ آخَرُ يَنْشَأُ فِىْ هٰذَا التِّيْهِ عَلَى الشِّدَّةِ وَالْعُسْرِ وَتِلْكَ أُمَّةُ الْمُسْتَقْبَلِ -

বনী ইস্‌রাঈলের কাপুরুষতা

বনী ইস্‌রাঈল মিসরে দাসত্ব ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্য দিয়ে প্রতিপালিত হয়েছিল। এরই উপর শিশুরা যুবক হয়েছিল এবং যুবকরা বৃদ্ধ হয়েছিল। ফলে তাদের শিরা-উপশিরায় রক্ত শীতল হয়ে পড়েছিল। তাদের অন্তর থেকে নেতৃত্বের স্বপ্ন দূরিভূত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মুখ থেকে যুদ্ধ ও জিহাদের আলোচনা বিদায় নিয়েছিল। বনী ইস্রাঈল প্রবাস জীবন কাটাত। তাদের নিজস্ব কোন দেশ ও রাজ্য ছিলনা। ফলে মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়ে চাইলেন বনী ইস্‌রাঈল যেন এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের ভূমিতে প্রবেশ করে স্বাধীনভাবে রাজার হালাতে জীবন যাপন করে। কিন্তু মূসা (আঃ) বনী

ইস্‌রাঈলের ভীরু ও দুর্বল স্বভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে ও বিষয়টি তাদের জন্য সহজ করতে চাইলেন। কারণ মহাশক্তিধর ফিনিসিও কেনানিরা পবিত্র ভূমিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। সুতরাং এই পরাক্রম শালীরা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত বনী ইসরাঈল সেখানে প্রবেশ করবেনা। তাই তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা ও বিশ্ববাসীর উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের কথা মূসা (আঃ) তাদের সামনে আলোচনা করলেন। যেন তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ হয় এবং এই অপমানজনক জীবনকে ঘৃণা করে। কেননা তা নবী ও বাদশাদের সন্তানদের জন্য উপযোগী নয়।

"আপনি ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন মূসা (আঃ) তাঁর কওমকে বলেছিলেন, 'হে আমার কওম! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নি'য়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মাঝে বহু নবী রাছূল প্রেরণ করেছিলেন এবং তোমাদের বাদশা বানিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে যা দিয়েছেন জগতের অন্য কাউকে তা দেননি।"

অতঃপর মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তোমাদের জন্য পবিত্রভূমি নির্ধারণ করেছেন। অতএব তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং শত্রুদের থেকে তা ছিনিয়ে আন। আর আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যখন কারও জন্য কিছু নির্ধারণ করেন এবং কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন তখন তা লাভ করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্‌র ফয়সালা রোধ করার ক্ষমতা কারও নেই।" হে কওম! তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।" ভীরুতার স্বভাব তাদেরকে কাবু করে ফেলে কিনা এই আশংকায় মূসা (আঃ) বললেন, "তোমরা পিছু হটবেনা। যদি পিছু হট তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" মূসা (আঃ) যা আশংকা করছিলেন তাই হলো। মূসা (আঃ)-এর সব কথার উত্তরে তারা একই কথা বলল " হে মূসা! সেখানে এক পরাক্রমশালী সম্প্রদায় রয়েছে। তারা বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করবোনা। তারা গাম্ভীর্য ও স্থিরতার সাথে বললো, "তারা যদি বের হয় তাহলে আমরা প্রবেশ করবো।" তাদের মধ্য থেকে দু'জন লোক যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌র নি'য়ামত প্রাপ্ত হয়েছে তারা বললো, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। যদি তোমরা প্রবেশ কর তাহলে তোমরাই জয়ী হবে। যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা কর।" কিন্তু এসব কথা তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্রও প্রভাব ফেললোনা। তারা বললো, 'যদি প্রবেশ করতেই হয় তাহলে আপনি মু'জিযা দ্বারা (প্রথমে) প্রবেশ করুন। যখন শুনবো আপনি প্রবেশ করেছেন তখন আমরা এসে (আপনার পশ্চাতে) নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে প্রবেশ করবো। "তারা বললো, হে মূসা! তারা সেখানে থাকা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই প্রবেশ করবোনা। অতএব আপনি ও আপনার প্রতিপালক গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকবো।" তখন মূসা (আঃ) খুব ক্রুদ্ধ হলেন এবং

তাদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি শুধু আমার ও আমার ভায়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব আপনি আমাদের ও যালিম সম্প্রদায়ের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিন।" আল্লাহ্ বললেন, 'এই দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম করা হলো। তারা মরুভূমিতে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেননা। আর এই সময়ের মাঝে এই প্রজন্মের মৃত্যু হবে, যারা মিসরে দাসত্ব ও লাঞ্চনার মাঝে প্রতিপালিত হয়েছিল। অপর এক প্রজন্ম জন্ম লাভ করবে। তারা কষ্ট ও কঠোরতার মাঝে এই মরুভূমিতে প্রতিপালিত হবে। এরাই হবে ভবিষ্যৎ জাতি।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِى الْأَرْضِ)

(قَالَ) ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে قَوْل , (ف) لِلتَّعْقِيْبِ (هَا) ইসমে إِنَّ (مُحَرَّمَةٌ) শিবহুল ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর هِىَ নায়েবে ফা'য়েল, (عَلٰى) হরফে জর, (هُمْ) ,ذُو الْحَالِ- (أَرْبَعِيْنَ سَنَةً) তামীযও মুমায়্যায মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ এর মাফ'উলে ফীহি, (يَتِيْهُوْنَ فِى الْأَرْضِ) شِبْهُ الْفِعْلِ হয়ে হাল, জুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর, তারপর উভয় মিলে শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, শিবহুল ফে'য়েল, নায়েবুল ফা'য়েল ও মুতা'য়াল্লিক মিলে شِبْهُ الْجُمْلَةِ হয়ে إِنَّ এর খবর, পরিশেষে إِنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে مَقُوْلُ الْقَوْلِ হয়েছে।

(مَا دَامَ) শব্দটি مَا ও دَامَ শব্দ দ্বয় দ্বারা গঠিত। শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ, أَنَا أَجْلِسُ مَا دَامَ شَاهِدٌ جَالِسًا - (أَجْلِسُ) ফে'য়েল, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর ফা'য়েল, (مَا) حَرْفُ الْمَصْدَرِ -(دَامَ) ফে'য়েল, (شَاهِد) জুলহাল, (جَالِسًا) হাল, উভয় মিলে ফা'য়েল। ফে'য়েল ও ফা'য়েল মিলে জুমলা হয়ে (مَا) দ্বারা মাছদার হয়ে نَائِب عَن ظَرْف الزَّمَان হয়েছে। মূল বাক্য এমন ছিল, أَجْلِسُ مُدَّةَ دَوَامِ جُلُوْسِ زَيْدٍ পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল, ও মাফ'উলে ফীহি মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) عَلَامَ نَشَأَ بَنُو إِسْرَائِيْلَ فِى مِصْرَ؟

(٢) كَيْفَ زَالَ مِنْ قُلُوْبِهِمْ حُلْمُ السِّيَادَةِ وَمِنْ أَلْسِنَتِهِمْ حَدِيْثُ الْغَزْوِ؟

(٣) مَنِ اسْتَوْلٰى عَلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَكَمْ كَانَتْ قُوَاهُمْ؟

(٤) لِأَيِّ غَرَضٍ ذَكَرَ مُوْسٰى نِعَمَ اللّٰهِ عَلٰى بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ؟

(٥) أَتَشَجَّعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بَعْدَ أَنْ شَجَّعَهُمْ مُوسٰى؟

(٦) خَافَ مُوسٰى أَنْ تَغْلِبَهُمْ طَبِيعَةُ الْجُبْنِ فَمَاذَا قَالَ؟

(٧) مَاذَا أَجَابَ الْقَوْمُ لَمَّا أَمَرَهُمْ مُوسٰى أَنْ يَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ؟

(٨) مَاذَا قَالَ الرَّجُلَانِ الَّذَانِ يَخَافَانِ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا؟

(٩) أَتَأَثَّرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِقَوْلِ الرَّجُلَيْنِ الصَّالِحَيْنِ؟

(١٠) مَتٰى غَضِبَ مُوسٰى عَلٰى قَوْمِهِ وَيَئِسَ مِنْ هِدَايَتِهِمْ؟

(١١) مَاذَا قَالَ مُوسٰى غَاضِبًا عَلٰى قَوْمِهِ؟

(١٢) لِكَمْ سَنَةً حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ؟

(١٣) مَاذَا يَحْدُثُ فِي هٰذِهِ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ؟

(١٤) هَاتِ عِلَّةَ النَّصَبِ فِي كَلِمَتَي "مُلُوكًا أَحْرَارًا"؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (88)

اِنْتِزَاعًا - ছিনিয়ে নেওয়া। اِنْقِلَابًا - উল্টে যাওয়া, পরিবর্তিত হওয়া। اِرْتِدَادًا (عَلٰى أَثَرِهِ) পিছনে ফিরে আসা, (عَنْ دِيْنِهِ) ধর্ম ত্যাগ করা। فَرْقًا - (ن) পৃথক করা। تِيْهًا (ض) - দিকভ্রান্ত হয়ে পরিভ্রমণ করা। أَسًى (س) - দুঃখ করা। جِيْلٌ ব-ব أَجْيَالٌ - প্রজন্ম, শতাব্দি। عِتَابًا - তিরস্কার করা। يَدُوْمُ الْحُبُّ مَا دَامَ الْعِتَابُ - ভৎসনা যতক্ষণ ভালবাসা ততক্ষণ। مَجْمَعٌ ব-ব مَجَامِعُ - মিলনস্থল, সভা। حُوْتٌ ব-ব حِيْتَانٌ - মাছ, তিমি। زِنْبِيْلٌ ব-ব زَنَابِيْلُ - থলে, মশক। مِكْتَلٌ ব-ব مَكَاتِلُ - থলে, ঝুড়ি। ثَمَّ - সেখানে, তথায়। اِنْسِلَالًا - সন্তর্পণে সরে যাওয়া। سَرَبٌ ব-ব أَسْرَابٌ - ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ। نَصَبًا (س) - ক্লান্ত হওয়া। إِيْوَاءٌ - আশ্রয় দেওয়া। صَخْرَةٌ ব-ব صَخَرَاتٌ - প্রস্তর খন্ড। قَصَصٌ - পদচিহ্ন। تَسْجِيَةٌ -আচ্ছাদিত করা। نَوْلٌ ব-ব أَنْوَالٌ - ভাড়া। حَرْفٌ ব-ব حُرُوْفٌ - প্রান্ত, কিনারা। نَقْرًا (ن) - ঠোকরানো। مَوَدَّةٌ (س) ভালবাসা, কামনা করা।

فِي سَبِيلِ الْعِلْمِ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسٰى خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ

اللّٰهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَى اللّٰهِ ! فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا
مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ - قَالَ رَبِّ كَيْفَ بِهِ ؟
فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ (زَنْبِيلٍ) فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ
فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ
حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَنَامَا - فَانْسَلَّ
الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (مَسْلَكًا)
وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا - فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا
فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا
هٰذَا نَصَبًا (تَعَبًا) وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ
الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ
فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ ، قَالَ مُوسَى "ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي" ، "فَارْتَدَّا
عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا" - فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ
مُسَجًّى (مُغَطًّى) بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ مُوسَى - فَقَالَ : الْخَضِرُ : وَأَنَّى
بِأَرْضِكَ السَّلَامُ ؟ فَقَالَ : أَنَا مُوسَى ! فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟
قَالَ : نَعَمْ ! قَالَ مُوسَى : هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا
عُلِّمْتَ رُشْدًا ؛ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا"! يَامُوسَى إِنِّي
عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيهِ لَاتَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ
عَلَّمَكَهُ اللّٰهُ لَا أَعْلَمُهُ ! قَالَ مُوسَى : سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّٰهُ
صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا" فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ
لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا
- فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ (أُجْرَةٍ) فَجَاءَ عُصْفُورٌ
فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ مِنَ الْبَحْرِ -

فَقَالَ الْخَضِرُ: يَامُوْسٰى! مَانَقَصَ عِلْمِىْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هٰذَا الْعُصْفُوْرِ فِى الْبَحْرِ - فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلٰى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ ، فَقَالَ مُوْسٰى : قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلٰى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ؟ قَالَ الْخَضِرُ : أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ؟ قَالَ مُوْسٰى :لَاتُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ أَمْرِىْ عُسْرًا". فَكَانَتِ الْأُوْلٰى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا - فَانْطَلَقَا فَإِذَا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ - فَقَالَ مُوْسٰى : "أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ" ؟ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا" ؟ فَانْطَلَقَا حَتّٰى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ أَنْ يَّنْقَضَّ " قَامَ الْخَضِرُ ، فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ مُوْسٰى : "لَوْشِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا فَقَالَ : هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ ! قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتّٰى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا! " (الجامع الصحيح للبخارى)

জ্ঞান অন্বেষণের পথে

নবী করীম (সঃ) বলেন, (একবার) মূসা (আঃ) বনী ইস্‌রাঈলের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ কে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি সবচেয়ে জ্ঞানী। জ্ঞানের সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে না করার কারণে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে তিরস্কার করেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নিকট এই মর্মে ওহী পাঠান যে, আমার এক বান্দা দুই সমুদ্রের মোহনায় বাস করে। সে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারী। মূসা (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ্! কীভাবে তাঁর সাক্ষাত পাব? বলা হলো, থলেতে একটি মাছ নাও, যেখানে মাছটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তার সন্ধান পাবে। মূসা (আঃ) তাঁর খাদেম ইউশা 'বিন নুনকে সাথে করে মাছ সহ একটি থলে নিয়ে রওয়ানা হলেন। অবশেষে যখন একটি পাথরের নিকট পৌছলেন, তখন তাতে মাথা দিয়ে উভয়ে

ঘুমিয়ে পড়লেন। তাদের অজান্তে থলে থেকে মাছ বের হয়ে গেল এবং সমুদ্রে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে নেমে গেল। ফলে মূসা (আঃ) ও তাঁর খাদিম আশ্চর্য হলেন। তাঁরা অবশিষ্ট রাত-দিন চলতে লাগলো। তারপর যখন সকাল হলো তখন মূসা (আঃ) তাঁর খাদেমকে বললেন, আমাদের দুপুরের খাবার আন। এই সফরে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মূসা (আঃ) উদ্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করা পর্যন্ত কোন ক্লান্তি অনুভব করেননি। তখন খাদেম তাকে বললো, শুনুন' আমরা যখন পাথরে মাথা দিয়ে শুয়ে ছিলাম তখন মাছের কথা বলতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

মূসা (আঃ) বললেন, সেটাই ছিল আমাদের কাংক্ষিত স্থান। "তখন তারা পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে এল। যখন তাঁরা পাথরটির নিকট আসলেন তখন সেখানে চাদরাবৃত এক লোককে দেখতে পেলেন। মূসা (আঃ) তাঁকে সালাম দিলেন। খিজির (আঃ) বললেন, এখানে সালাম (শরী'আত) কোত্থেকে? মূসা (আঃ) বললেন, আমি মূসা। খিজির (আঃ) বললেন, তুমি কি বনী ইস্‌রাঈলের মূসা? মূসা (আঃ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। মূসা (আঃ) বললেন, আমি কি এই শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, আপনাকে যে হিদায়াত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা আমাকে শিক্ষা দিবেন?" খিজির (আঃ) বললেন, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেনা।" তিনি বললেন, হে মূসা! আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে এমন 'ইলম শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জাননা। অদ্রুপ তিনি তোমাকে এমন 'ইলম শিক্ষা দিয়েছেন যা আমি জানিনা। মূসা (আঃ) বললেন, ইনশা আল্লাহ্ আমাকে সবর কারী রূপে পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করবোনা।" তারপর তাঁরা উভয়ে সমুদ্রের তীর ধরে চললেন। তাদের কোন কিশতি ছিলনা। হঠাৎ তাদের পাশ দিয়ে একটি কিশ্‌তি অতিক্রম করছিল। তখন তারা তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করলো। তারা খিজিরকে চিনতে পেরে বিনা ভাড়ায় উঠালো। তখন একটি পাখি উড়ে এসে কিশতির কোণে বসলো এবং সমুদ্র থেকে দুই এক ঠোকর পানি নিল। খিজির (আঃ) বললেন, হে মূসা! এই চড়ুইর চঞ্চু সমুদ্র থেকে যতটুকু পানি কমিয়েছে, আমার ও তোমার 'ইলম আল্লাহ্‌র ইলম থেকে ততটুকু কমিয়েছে। অতঃপর খিজির (আঃ) নৌকার একটি কাষ্ঠ খন্ডের প্রতি মনোনিবেশ করে তা উপড়ে ফেললেন।

তখন মূসা (আঃ) বললেন, আপনি যাত্রিদের ডুবিয়ে মারার জন্য কিশতিটি ফোটো করে দিলেন, অথচ তারা আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় বহন করেছে। খিজির (আঃ) বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে থেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না? মূসা (আঃ) বললেন, আপনি আমার ভুলের কারণে আমাকে পাকড়াও করবেননা এবং আমার ব্যাপারে কঠোরতা করবেননা। মূসা (আঃ) থেকে প্রথম অপরাধটি ভুলক্রমে হয়েছিল। অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়ে একটি বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলতে দেখলেন। তখন খিজির (আঃ) বালকটিকে তার মাথার উপরে তুলে হাত দ্বারা তার মাথা ছিঁড়ে ফেললেন। তখন মূসা (আঃ) বললেন, আপনি কি একটি নিস্পাপ জীবন

শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? খিজির (আঃ) বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেনা ? পুনরায় তারা চলতে লাগলো, অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইলো, তখন তারা তাদের মেহমানদারি করতে অস্বীকার করলো। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মোখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। তখন খিজির (আঃ) দাঁড়িয়ে তা নিজ হাতে সোজা করে দিলেন। ফলে মূসা (আঃ) বললেন, আপনি "ইচ্ছা করলেতো পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।" তখন খিজির (আঃ) বললেন, এখানেই আমার ও তোমার মাঝে বিচ্ছেদ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ মূসা (আঃ) এর প্রতি রহম করুন, তিনি যদি ধৈর্য ধারণ করতেন, তাহলে আমরা তাদের বিষয়ে আরও অনেক কিছু জানতে পারতাম।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(يَا مُوسَى : مَا نَقَصَ عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هٰذَا الْعُصْفُوْرِ فِى الْبَحْرِ)

(يَا) হরফে নিদা, (مُوسٰى) মুনাদা, উভয় মিলে جُمْلَةُ النِّدَاءِ হয়েছে। (عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ) মা'তুফ ও মাতুফ 'আলাইহ মিলে ফা'য়েল, (مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ) জর-মাজরুর মিলে ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, شَيْئًا মুস্তাছনা মিনহু উহ্য রয়েছে। (إِلَّا) হরফে ইস্তিছনা, (كَ) হরফে জর, (نَقْرَةِ) মুজাফ, (هٰذَا الْعُصْفُوْرِ) মুবদাল মিনহু ও বদল মিলে মুজাফ 'ইলাইহ, (فِى الْبَحْرِ) জর ও মাজরুর মিলে মাছদাবের সাথে মুতা'য়াল্লিক, অতঃপর মাছদার, মুজাফ ইলাইহ ও মুতা'য়াল্লিক মিলে মাজরুর, জর-মাজরুর মিলে মুস্তাছনা, তারপর مُسْتَثْنٰى ও مُسْتَثْنٰى مِنْهُ মিলে মাফ'উলেবিহী, পরিশেষে ফে'য়েল, ফা'য়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ হয়ে جَوَابُ النِّدَاءِ হয়েছে।

كَأَنَّمَا/ كَثِيْرًامَا শব্দটি (كَأَنَّ) ও (مَا) الْكَافَّةُ দ্বারা গঠিত হয়েছে। যথা كَأَنَّمَا طَارِقٌ مُقْبِلٌ - (كَأَنَّ) حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعْل এটি কোন 'আমল করবে না। (مَا) الْكَافَّةُ অতিরিক্ত অব্যয় (طَارِقٌ) মুবতাদা, (مُقْبِلٌ) খবর, অতঃপর মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা। كَثِيْرًا مَّا শব্দটি (كَثِيْرًا) ও (مَا) زَائِدَةٌ দ্বারা গঠিত হয়েছে। (كَثِيْرًا) তারকীবে مفعول مطلق এর ছিফাত হয়। (ما) অতিরিক্ত অব্যয়, যথা كَثِيْرًا مَا يَقُوْلُوْنَ وَلَا يَفْعَلُوْنَ এখানে كَثِيْرًا এর পূর্বে قولا উহ্য রয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) أَيْنَ قَامَ مُوسٰى لِيَخْطُبَ؟

(٢) لِمَاذَا قَامَ مُوسٰى فِى بَنِى إِسْرَائِيْلَ؟

(٣) مَاذَا سُئِلَ مُوسٰى وَمَاذَا أَجَابَ؟

(٤) لِمَ عَتَبَ اللّٰهُ مُوسٰى عَلٰى جَوَابِهِ؟

(٥) إِلٰى مَنْ رَدَّ مُوسٰى الْعِلْمَ؟ وَمَاذَا كَانَ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَفْعَلَ؟

(٦) أَنَاسَبَ لِمُوسٰى أَنْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلٰى نَفْسِهِ؟

(٧) مَاذَا أَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى مُوسٰى؟

(٨) مَاذَا قَالَ اللّٰهُ لِمُوسٰى لِيَصِلَ إِلَى الرَّجُلِ الْمَطْلُوْبِ؟

(٩) بِمَنِ انْطَلَقَ مُوسٰى وَأَيْنَ حَمَلَا الْحُوتَ؟

(١٠) أَيْنَ لَقِيَ مُوسٰى الْخَضِرَ وَمَاذَا قَالَ لَهُ فِى أَوَّلِ لِقَائِهِ؟

(١١) أُذْكُرِ الْأَفْعَالَ الثَّلَاثَةَ الَّتِىْ كَرِهَهَا مُوسٰى مِنَ الْخَضِرِ؟

(١٢) مَاذَا قَالَ الْخَضِرُ بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عُصْفُوْرٌ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ؟

(١٣) مَاذَا قَالَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُعَامَلَةِ مُوسٰى مَعَ خَضِرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৪৫)

(إلى -ض) عَمْدًا - ইচ্ছা করা। (ن) خَرْقًا - ছিদ্র করা। مُؤَاخَذَةٌ পাকড়াও করা। إِرْهَاقًا - বাধ্য করা, চাপিয়ে দেওয়া। اِقْتِلَاعًا - উপড়েফেলা, ছিঁড়ে ফেলা। زَكِيٌّ ب-ব أَزْكِيَاءُ - পবিত্র, নির্দোষ। تَضْيِيفًا - মেহমানদারি করা। (الْجِدَارُ) اِنْقِضَاضًا - পড়ে যাওয়া। (عَلَيْهِ) - ঝাঁপিয়ে পড়া। تَنْبِيئًا - অবহিত করা। تَعْيِيبًا - দোষী করা। (ض) عَيْبًا - দোষ ধরা, দোষ যুক্ত করা। مَا عَابَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ - নবী (সাঃ) কখনও খাবারের দোষ ধরেননি। (ض) غَصْبًا - জবর দখল করা। إِبْدَالًا - বিনিময়রূপে দেওয়া। كُنُوزٌ ب-ব كَنْزٌ - সঞ্চিত ধন, ভান্ডার। (ض) كَنْزًا - সঞ্চিত করা। أَشُدٌّ - শক্তি ও পরিপক্কতার বয়স। اِسْتِخْرَاجًا - বের করে আনা। إِحَاطَةٌ - বেষ্টন করা।

اَلتَّأْوِيْلُ

ثُمَّ نَبَّأَ الْخَضِرُ مُوْسٰى فَقَالَ : أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ (صَالِحَةٍ) غَصْبًا " وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ، فَأَرَدْنَا أَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا"، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحًا ، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِىْ ، ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا". هُنَالِكَ عَرَفَ مُوْسٰى أَنَّ أَحَدًا لَايَسْتَطِيْعُ أَنْ يُّحِيْطَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَأَنَّ بَعْضَ عِلْمِهِ عِنْدَ بَعْضٍ وَبَعْضَهُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ-

খিজির (আঃ) এর কর্মের ব্যাখ্যা

অতঃপর খিজির (আঃ) মূসা (আঃ) কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে বললেন, নৌকাটির ব্যাপার হলো- সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র লোকের, তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করতো। আমি সেটিকে ক্রটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কারণ তাদের অপর দিকে ছিল এক রাজা। সে বল প্রয়োগে প্রত্যেকটি ভাল নৌকা ছিনিয়ে নিত। আর বালকটির ব্যাপার হলো, তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। তাই আমার আশংকা হলো যে, বালকটি তার অবাধ্যতা ও কুফরী দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যেন তাদের পালন কর্তা তাদেরকে পবিত্রতা ও ভালবাসায় তার চেয়ে ঘনিষ্টতর ও শ্রেষ্ঠ একটি সন্তান দান করেন।

আর প্রাচীরের ব্যাপার হলো, সেটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। সুতরাং আপনার পালন কর্তা দয়া পরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন, তারা যেন যৌবনে পদার্পন করে নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করে। আমি নিজের মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন এটাই হলো তার ব্যাখ্যা। তখন মূসা (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ্‌র ইলমকে আয়ত্ব করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর কিছু 'ইলম কারো কাছে আছে, এবং কিছু 'ইলম অন্য কারো কাছে আছে। আর সকল জ্ঞানীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছে।

(إِعْرَابُ الْكَلَامِ)

(أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ)

(أَمَّا) হরফে শর্ত যা مَهْمَا ইসমে শর্ত এর স্থলবর্তী। অতঃপর শর্ত উহ্য রয়েছে। যথা مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْئٍ এবাক্যে (مَهْمَا) ইসমে শর্ত, (يَكُنْ) ফে'য়েলে তাম, (مِنْ) অতিরিক্ত অব্যয় (شَيْئٍ) ফা'য়েল, উভয় মিলে শর্ত, (السَّفِيْنَةُ) মুবতাদা, (ف) لِلْجَزَاءِ (كَانَتْ) ফে'য়েলে নাকিস, তার মাঝে বিদ্যমান যমীর ইসমে নাকিস, (ل) হরফে জর, (مَسَاكِيْنَ) মাওসূফ, (يَعْمَلُوْنَ الْبَحْرَ) জুমলা হয়ে সিফাত্, উভয় মিলে মাজরূর, জর ও মাজরূর মিলে مَمْلُوْكَةً শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে খবরে নাকিস, তারপর ইসমে নাকিস ও খবরে নাকিস মিলে জুমলা হয়ে জওয়াবে শর্ত, পরিশেষে شَرْط ও جَوَابُ الشَّرْطِ মিলে জুমলায়ে শরতিয়া হয়েছে।

(أَ هٰكَذَا عَرْشُكِ) শব্দটি (هَا) حَرْف التَّنْبِيْهِ এবং (كاف) لِتَشْبِيْه এবং (ذَا) إِسْم الإِشَارَة দ্বারা গঠিত হয়েছে। (أَ) হরফে ইস্তিফহাম, (هَا) হরফে তামবীহ্ (كاف) مِثْل এর অর্থে مُضَاف এবং (ذَا) ইসমে ইশারা مُضَاف إِلَيْهِ, উভয় মিলে অগ্রবর্তী খবর এবং (عَرْشُكِ) মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে পশ্চাৎবর্তী মুবতাদা। পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে جملة إسمية হয়েছে।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) مَاذَا نَبَّأَ الْخَضِرُ مُوْسٰى عَنْ تَأْوِيْلِ خَرْقِ السَّفِيْنَةِ؟

(٢) مَاذَا نَبَّأَ الْخَضِرُ مُوْسٰى عَنْ تَأْوِيْلِ قَتْلِهِ نَفْسًا زَكِيَّةً؟

(٣) مَاذَا نَبَّأَ الْخَضِرُ مُوْسٰى عَنْ تَأْوِيْلِ إِقَامَتِهِ جِدَارًا سَاقِطًا؟

(٤) لِمَنْ كَانَتِ السَّفِيْنَةُ وَمَا يَعْمَلُ صَاحِبُهَا؟

(٥) مَنْ كَانَ يَغْصِبُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ؟

(٦) كَيْفَ كَانَ أَبُو الْغُلَامِ؟

(٧) لِمَنْ كَانَ الْجِدَارُ وَأَيْنَ يَقَعُ؟

(٨) مَاذَا كَانَ تَحْتَ الْجِدَارِ؟

(٩) أَمِنْ نَفْسِهِ ارْتَكَبَ الْخَضِرُ تِلْكَ الْأَفْعَالَ أَمْ بِإِشَارَةِ اللّٰهِ؟

(١٠) مَاذَا أَدْرَكَ مُوْسٰى بَعْدَ أَنْ سَمِعَ مِنَ الْخَضِرِ تَأْوِيْلَ أَفْعَالِهِ؟

(١١) بَيِّنْ بَعْضَ الدُّرُوْسِ الَّتِىْ تَعَلَّمْتَهَا مِنَ الْقِصَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ

شَرْحُ الْكَلِمَاتِ (৪৬)

تَوَفِّيًا - মৃত্যু দেওয়া। تُوُفِّيَ - মৃত্যুবরণ করা। بَوْءٌ (إلٰى -ن) - ফিরে
আসা। سَخَطًا (س) -(عَلٰى) অসন্তুষ্ট হওয়া। إِسْخَاطًا - অসন্তুষ্ট করা। عَصْرٌ
ব-ব عُصُورٌ - যুগ, সময়। تَفْجِيرًا - বেগে প্রবাহিত করা। عَيْنٌ ব-ব عُيُونٌ -
চক্ষু, ঝরনা। عَيْنٌ ব-ব أَعْيَانٌ - বিশিষ্ট ব্যক্তি। اِعْتِدَاءٌ - বাড়াবাড়ি
করা। فَطْمًا (ض- الطِّفْلَ) - বুকের দুধ ছাড়ানো। فَطِيمٌ ব-ব فُطُمٌ - দুধ
ছাড়ানো হয়েছে এমন শিশু। جَفْوًا (ن) - নির্দয় ব্যবহার করা। تَخْلِيصًا -
নিষ্কৃতি দেওয়া। خِزْيٌ - লাঞ্ছনা, অবমাননা। خِزْيًا (س) - অপমানিত হওয়া।
تَوْسِيعًا - প্রশস্ত করা। تَوَسُّعًا - সংকুলান হওয়া। مُعَانَدَةٌ - হঠকারিতা
করা। إِفْلَاحًا - সফল হওয়া। وَجِيهٌ - ব-ব وُجَهَاءُ - সেরা, সম্মানিত। رَثْوًا (ن)
সমবেদনা প্রকাশ করা।

بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ بَعْدَ مُوْسٰى

وَتُوُفِّيَ مُوسٰى وَبَنُو إِسْرَائِيلَ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ عِقَابًا مِنَ اللّٰهِ وَجَزَاءَ أَعْمَالِهِمْ - وَضَرَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ - إِنَّهُمْ قَدْ أَسْخَطُوا اللّٰهَ الَّذِي جَعَلَ فِيهِمْ أَنْبِيَاءَ، وَجَعَلَهُمْ مُلُوكًا، وَآتَاهُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فِي عَصْرِهِمْ - الَّذِي أَنْجَاهُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ - الَّذِي فَرَقَ بِهِمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَاهُمْ وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ - الَّذِي ظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى - الَّذِي فَجَّرَ لَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ عُيُونًا، وَوَسَّعَ لَهُمْ فِي مَآكِلِ وَمَشْرَبِ - وَكَانَ جَزَاءُ كُلِّ ذٰلِكَ أَنْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَعَصَوْا وَاعْتَدَوْا - وَأَغْضَبُوا نَبِيَّهُمْ مُوسٰى أَشْفَقَ خَلْقِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَأَشْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ - ذٰلِكَ الَّذِي كَانَ يَحْنُو عَلَيْهِمْ حُنُوَّ الْمُرْضِعِ عَلٰى

الْفَظِيْمِ وَالْأُمِّ الْحَنُوْنِ عَلَى الْيَتِيْمِ - ذٰلِكَ الَّذِيْ كُلَّمَا سَبُّوْهُ
دَعَا لَهُمْ وَكُلَّمَا ضَحِكُوْا عَلَيْهِ بَكٰى لَهُمْ وَكُلَّمَا جَفَوْهُ رَثٰى لَهُمْ -
ذٰلِكَ الَّذِيْ خَلَّصَهُمْ مِنْ أَسْرِ فِرْعَوْنَ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ سِجْنِ مِصْرَ إِلٰى
بَرِّ الْحُرِّيَّةِ وَالشَّرَفِ ، وَمِنْ حَيَاةِ الْعَبِيْدِ الْأَشْقِيَاءِ إِلٰى حَيَاةِ
الْأَحْرَارِ الشُّرَفَاءِ - قَدْ أَغْضَبُوْهُ وَآذَوْهُ وَعَانَدُوْهُ وَسَخِرُوْا مِنْهُ وَجَعَلُوْهُ
أَهْوَنَ رَجُلٍ فِيْهِمْ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا - أَلَا يَسْتَحِقُّوْنَ هٰذَا
الْعِقَابَ وَالْخِزْيَ وَالذُّلَّ وَالْمَسْكَنَةَ وَالتِّيْهَ الدَّائِمَ وَأَلَّا يُفْلِحُوْا
أَبَدًا ؟ بَلٰى ! إِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّوْنَ كُلَّ ذٰلِكَ وَأَكْثَرَ بِأَعْمَالِهِمْ : "وَمَا
ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ "

মূসা (আঃ) এর পর বনী ইস্‌রাঈলের অবস্থা

মূসা (আঃ) এর ইন্তিকালের পর বনী ইস্‌রাঈল তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি স্বরূপ পৃথিবীতে বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আল্লাহ্‌ তাদেরকে লাঞ্ছনা ও দারিদ্র গ্রস্ত করলেন এবং তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হলো। কারণ তারা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করেছে, যিনি তাদের মাঝে বহু নবী রাছূল প্রেরণ করেছেন। বহু বাদশা বানিয়েছেন এবং তাদের যুগে কাউকে যা দেননি তা তাদেরকে দিয়েছেন। যিনি তাদেরকে ফির'আওন-গোষ্ঠী থেকে মুক্তি দিয়েছেন। যারা তাদের পুত্রদেরকে জবাই করে এবং কন্যাদেরকে জীবিত রেখে তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। যিনি সমুদ্রকে দুভাগ করে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন, এবং ফির'আওন-গোষ্ঠীকে ডুবিয়ে মেরেছেন। আর তারা সেই দৃশ্য চেয়ে চেয়ে দেখেছে। যিনি তাদেরকে মেঘ-মালা দ্বারা ছায়া দিয়েছেন এবং তাদের জন্য মান্না সালওয়া নাযিল করেছেন। যিনি তাদের জন্য যমীন থেকে ঝর্ণা সৃষ্টি করেছেন এবং পানাহারে প্রাচুর্য দান করেছেন।

এসব নি'য়ামতের প্রতিদান ছিল এই যে, তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করেছে, অবাধ্য হয়েছে এবং সীমালঙ্গন করেছে। তারা তাদের নবী মূসা (আঃ) কে কষ্ট দিয়েছে, যিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মাঝে তাদের প্রতি সর্বাধিক স্নেহশীল ছিলেন। এমনকি তাদের মাতা পিতার চেয়েও। যিনি তাদেরকে এমন মায়া করতেন যেমন স্তন্য দানকারিনী মা তার স্তন্যত্যাগ কারী সন্তানকে এবং মমতাময়ী মাতা তাঁর পিতৃহারা সন্তানকে মায়া করে থাকেন। যিনি তাদের গালি শুনে তাদের জন্য দো'য়া করতেন, তাদের হাসি-উপহাসের উত্তরে তাদের জন্য

আহাজারী করতেন এবং তাদের কঠোর আচরণের পর তাদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করতেন।

তিনিই তাদেরকে ফির'আওনের বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং মিসরের জেলখানা থেকে স্বাধীন সভ্য জীবনে বের করে এনেছিলেন এবং দাসত্বের হতভাগ্য জীবন থেকে স্বাধীন সভ্য জীবনে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তারা মূসা (আঃ) কে অসন্তুষ্ট করেছে, কষ্ট দিয়েছে, তার বিরোধিতা করেছে তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে। এমনকি তাদের মাঝে সবচেয়ে নিম্ন স্তরের লোক বানিয়ে ছেড়েছে। অথচ তিনি আল্লাহ্‌র নিকট অনেক সম্মানীত ব্যক্তি ছিলেন।

তবেকি তারা এই শাস্তি, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অভাব-অনটন, স্থায়ী বিভ্রান্তি ও চিরস্থায়ী ব্যর্থতার উপযোগী হবেনা? অবশ্যই! তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে এসব শাস্তির বরং আরও কঠিন শাস্তির উপযোগী। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের প্রতি অবিচার করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে।

إِعْرَابُ الْكَلَامِ

(تُوُفِّيَ مُوسَى وَبَنُو إِسْرَائِيلَ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ عِقَابًا مِنَ اللّٰهِ وَجَزَاءَ أَعْمَالِهِمْ).

(تُوُفِّيَ) ফে'য়েলে মাজহুল, (مُوسَى) জুলহাল, (واو) হালের জন্য, (بَنُو إِسْرَائِيلَ) মুবতাদা, (يَتِيهُ) ফে'য়েল, (الواو) ফা'য়েল, (ن) لِلْوِقَايَةِ (فِي الْأَرْضِ) ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক, (مِنَ اللّٰهِ) পূর্ববর্তী মাছদারের সাথে মুতা'য়াল্লিক, মাছদার তার মুতা'য়াল্লিক কে নিয়ে মা'তুফ 'আলাইহ্ (واو) হরফে 'আত্‌ফ (جزاء) মুজাফ, (أَعْمَالِهِمْ) মুরাক্কাবে ইজাফী হয়ে মুজাফ ইলাইহ, মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ, মা'তূফ 'আলাইহ ও মা'তূফ মিলে مفعول له হয়েছে। তারপর সবগুলো মিলে জুমলা হয়ে খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে হাল, জুলহাল ও হাল মিলে نائب الفاعل। পরিশেষে ফে'য়েল ও নায়েবুল ফা'য়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়েছে।

(هَأَنَذَا) শব্দটি তিনটি লফজ দ্বারা গঠিত হয়েছে। যথা (هَا) لِتَنْبِيهِ এবং যমীর (أَنَا) ও ইসমুল ইশারা (ذَا) তারকীব করার নিয়ম হলো, (هَا) হরফে তাম্বীহ, (أَنَا) মুবতাদা, (ذَا) খবর, উভয় মিলে জুমলা।

(هَا هُنَا) শব্দটি (هَا) حَرْفُ التَّنْبِيهِ এবং (هُنَا) ইসমুল ইশারা দ্বারা গঠিত। যথা اَلْهَاتِفُ هَاهُنَا (الهاتف) মুবতাদা, (هَا) হরফে তাম্বীহ (هُنَا) - مَوْجُودٌ শিবহুল ফে'য়েলের সাথে মুতা'য়াল্লিক হয়ে খবর। উভয় মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া।

أَجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآتِيَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ

(١) بَيِّنْ أَحْوَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْدَ وَفَاةِ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ؟

(٢) لِمَ ضَرَبَ اللّٰهُ عَلٰى بَنِي إِسْرَائِيلَ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ؟

(٣) مَنْ أَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْجٰى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟

(٤) مَنْ ظَلَّلَ عَلٰى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْغَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى؟

(٥) أُذْكُرِ النِّعَمَ الَّتِي أَنْعَمَ اللّٰهُ بِهَا عَلٰى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟

(٦) أَشَكَرَ بَنُوْ إِسْرَائِيلَ نِعَمَ اللّٰهِ أَمْ كَفَرُوْا بِه ؟

(٧) كَمْ كَانَ يُحِبُّ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمَهٗ؟

(٨) بَيِّنْ مَا قَدَّمَ مُوسٰى مِنَ التَّضْحِيَّاتِ لِرَاحَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟

(٩) كَيْفَ عَامَلَ بَنُوْ إِسْرَائِيلَ نَبِيَّهُمْ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ؟

(١١) أَفَلَا يَسْتَحِقُّ هٰؤُلَاءِ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ هٰذَا الْعِقَابَ وَالذُّلَّ؟

(١٢) مَاذَا تَقُوْلُ يَا أَخِيْ! أَظَلَمَ اللّٰهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْعَذَابِ أَمْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ بِنُكْرَانِ الْجَمِيلِ؟

(١٣) عَيِّنْ خَبَرَ كَانَ فِيْ هٰذِهِ الْعِبَارَةِ "وَكَانَ جَزَاءُ كُلِّ ذٰلِكَ"

(١٤) إِشْرَحْ سَبَبَ النَّصْبِ فِيْ كَلِمَةِ "أَشْفَقَ"

خَاتِمَةُ الْكِتَابِ

أشكر الله تعالى شكرا يعدل نعمه ويوافق شأنه فقد وفقني مع قلة بضاعتي وكثرة شقاوتي لتتميم الجزء الثالث من شرح "قصص النبيين للأطفال" وما كنت لأفعل لولا ساقني إليه سائق التوفيق، فأكرر الحمد من قراة قلبي وأعيد الشكر من أعماق فؤاري، كما أسأله أن يتقبل الشرح لأصله قبولا حسنا ويجعل سعيي مشكورا وعملي مبرورا ويرحم الله عبدا قال آمين ،